উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,৬৯৫.৫৪ (-৩৪৫.৯১)

নিফটি : ২৫,৯৪২.১০ (-১০০.২০)

কুলদীপের জামিনে স্থগিতাদেশ
উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গরের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

বাঘের বধ্যভূমি মধ্যপ্রদেশ
চলতি বছরে মধ্যপ্রদেশে বাঘের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫ ছুঁয়েছে। ১৯৭৩ সালে 'প্রোজেক্ট টাইগার' চালু হওয়ার পর থেকে গত বাহান্ন বছরে বাঘের অপমৃত্যুর এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান আর দেখা যায়নি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শহর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৩°	১২°
জলপাইগুড়ি	২৪°	১২°
কোচবিহার	২৪°	১২°
আলিপুরদুয়ার	২৪°	১১°

'আমি সেকুলার', দুর্গাঙ্গন উদ্বোধনে বললেন মমতা » ৫

১৪ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 30 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 221

কাঁপছে উত্তর

কুয়াশার চাদরে মুড়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ। আবহাওয়া দপ্তরের আভাস, এই কুয়াশা থাকবে আরও তিনদিন। সবমিলিয়ে ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে পড়েছেন উত্তরবঙ্গবাসী।

সোমবারের **সর্বনিম্ন** তাপমাত্রা

দার্জিলিং	৩.৮
জলপাইগুড়ি	১২.২
কালিম্পং	৯.৫
শিলিগুড়ি	১২.২
কোচবিহার	১৪.১
মালদা	১২.১
বালুরঘাট	১২.৬
রায়গঞ্জ	১১.৫
আলিপুরদুয়ার	১০.০

পিরোজপুরের ডুমরিতলা গ্রামে পুড়ছে হিন্দুদের ঘর।

দরজা আটকে হিন্দু বাড়িতে আগুন

পদ্মাপারে অশান্তি

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘুদের রক্ষায় মুহাম্মদ ইউনূসের বারবার আশ্বাসই সার। বাংলাদেশে আবার আক্রান্ত হিন্দুরা। রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪০ কিমি দূরে পিরোজপুরের ডুমরিতলা গ্রামে কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার ভোরে পরিবারগুলি যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে সব ঘরের দরজা আটকে আগুন লাগিয়ে দেয়।

পরিবারের সবাই শেষপর্যন্ত টিনের চাল কেটে ও বেড়া ভেঙে কোনওমতে বেরোতে পারায় কারও প্রাণহানি হয়নি বটে। তবে তাঁদের বাড়ি, আসবাবপত্র এবং গবাদিপশু পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর রবিবার দুপুরে সেখানে যান পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মহম্মদ শরিফুল ইসলাম। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ওই ঘটনায় পিরোজপুরের হিন্দুপাড়ায় তো বটেই, গোটা বাংলাদেশে নতুন করে হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এই ধরনের হামলা ঠেকাতে প্রশাসন যে সুনির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপ করছে না, তা স্পষ্ট। এর আগে ময়মনসিংহে গণপিটুনিতে খুন করে দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ২৯ বছর বয়সি পোশাক শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাসের, তাঁর বাড়িতে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের এক উপদেষ্টা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর একের পর এক নিগ্রহের ঘটনায় ভারত সরকার কড়া বার্তা দেওয়ার পর ঢাকা জানিয়েছিল,

এরপর দশের পাতায়

আরাবল্লি নিয়ে আগের রায়ে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : আপাতত নিরাপদ আরাবল্লি। স্বস্তি দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানার। উত্তর ভারতের ফুসফুসের মতো ওই পর্বতমালার নতুন সংজ্ঞা আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। নিজের দেওয়া রায়ের কার্যকারিতা আটকে দিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। ফলে আরাবল্লি পর্বতমালার কোথাও আপাতত খনন হবে না।

পরিবেশের ওপর মারাত্মক কুপ্রভাবের আশঙ্কা ও দেশজোড়া প্রতিবাদের ধাক্কার জেরে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। মাত্র এক মাস আগে গত ২০ নভেম্বর আরাবল্লিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার উঁচু ভূখণ্ডকে আর পাহাড় বলে গণ্য করা হবে না বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এব্যাপারে কেন্দ্রের প্রস্তাবে শীর্ষ আদালত সিলমোহর দেয়। এতে পাহাড়ের সংজ্ঞা হারানোয় ওই এলাকায় মজুত প্রচুর খনিজ সম্পদ সংগ্রহে খননে আর নিষেধাজ্ঞা থাকার কথা নয়।

স্বতঃপ্রণোদিত সুপ্রিম পদক্ষেপে স্বস্তি

সোমবার সেই রায়ের কার্যকারিতা আপাতত স্থগিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ঠিক কোন কোন এলাকা আরাবল্লি পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত হবে, পাহাড়ের সংজ্ঞার আওতায় পড়বে এবং ওই অঞ্চলে খনন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ইত্যাদি সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে নতুন করে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের অবকাশকালীন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ওই বেঞ্চে আছেন বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসীহ। আরাবল্লি পাহাড়ের সঠিক 'সংজ্ঞা' নির্ধারণ এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (হাই পাওয়ার্ড) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে ওই বেঞ্চ। আদালত জানায়, জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে।

সোমবার শুনানির সময় আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই প্রাচীন পর্বতমালা ও সেখানকার বনাঞ্চলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই রায়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। আগামী ২১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উষ্ণতা গায়ে মাখতে আগুন পোহাচ্ছে খুদে। কোচবিহারে। কার্সিয়াং পাহাড় অবশ্য তখন রোদ ঝলমলে। যদিও বিকেলের পর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া ছিল সেখানে। সোমবার অপর্ণা গুহ রায় ও সূত্রধরের তোলা ছবি।

জমাট ঠান্ডায় জবুথবু কোচবিহার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : কুয়াশা আর ঠান্ডার চাপে সূর্যটা কেমন যেন ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে! কয়েকদিন ধরেই কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় কোচবিহারের তাপমাত্রা ক্রমেই নিম্নমুখী। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বা ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে উষ্ণতা কুড়োনোর চেষ্টা করলেও শীতের জবুথবু ভাব যেন কমছে না। দৃশ্যমানতা কম থাকায় জাতীয় সড়কগুলোতে ধীরে ধীরে যানবাহন চলছে। জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। খুব প্রয়োজন ছাড়া রাস্তাঘাটে সেরকম কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাত বাড়লেই রাস্তা একেবারে শুনসান হয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এভাবেই ঘন কুয়াশায় মুড়ে থাকবে কোচবিহার।

পৌষের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর কুয়াশার চাদরে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা সবচেয়ে কম ছিল। সাড়ে দশটার দিকে অফিসে যাচ্ছিলেন গুঞ্জবাড়ির বাসিন্দা বিজয় দাস। কেশব রোড দিয়ে যাওয়ার সময় মোটরবাইকের গতি কমালেন। রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা অবাক চোখেই সিংহদুয়ার দিয়ে তাকালেন ভিতরের দিকে। কিন্তু কুয়াশার চাদরে মুড়ে যাওয়ায় রাজবাড়ি প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বিজয় বললেন, 'কয়েকদিন ধরে ঠান্ডার প্রকোপ অনেক বেড়েছে। কুয়াশা বেশি থাকায় রাস্তা থেকে রাজবাড়িই দেখা যাচ্ছে না।'

কিছুটা দূরেই চায়ের দোকানে তখন ভিড় গিজগিজ করছে। টোটোচালক থেকে শুরু করে শিক্ষক, সবাই একটু উষ্ণতার জন্য ধোঁয়া ওঠা চায়ের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই চলছে শীতের কামড় মোকাবিলার চেষ্টা। স্বপন দাস নামে এক শিক্ষক বললেন, 'সাধারণত বাইরে খুব একটা চা খাই না। তবে শীতের সময় গরম চা খেয়ে একটু উষ্ণতা কুড়োনোর চেষ্টা করছি।'

শীতকালে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভিড় বাড়ে। দিনেরবেলা রাজবাড়ি, মদনমোহনবাড়ি, নরেন্দ্রনারায়ণ উদ্যানে ভিড় দেখা গেলেও, সন্ধ্যার পর সাগরদিঘির পাড়ে আড্ডার যে জমজমাটভাব থাকত তা কিছুটা কমেছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন না।

কুয়াশায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। সেজন্য দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের তরফেও সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

2026

নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৬ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বৃহস্পতিবার পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

প্রকাশক

কথায় কথায়

নতুন বছরে সংবিধান বাঁচবে- এই আশায় থাকি

আশিস ঘোষ

ফুরিয়ে এল বছরটা। মাঝে একটা দিন। তারপর নতুন বছর। পিছন ফিরে দেখতে গেলে শুধুই অন্ধকার। হতাশা আর আক্ষেপের ৩৬৫ দিন। বেলা শেষে ভেসে উঠছে কত মুখ। পীড়িতের আর শাসকের। তাঁদের সবার কথা আমরা জানি না। কতজনের কথা জেনেও বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছি। এই নিদারুণ বিস্মৃতির ভিড়ে কখন যেন হারিয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের এক মহামান্যের 'কীর্তি কাহিনী।' নেহাত দেশজুড়ে হইহট্টগোল হয়েছিল বলে গারদে আটকে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে আটকে রাখে সাধ্য কার! বিপুল বাজনা-বাদ্যির মধ্যে সমর্থকদের কাঁধে চেপে মালা গলায় বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

তাতে আরও একবার ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল উন্নাওয়ের সেই দুর্ভাগা কিশোরী, যাকে ধর্ষণের দায়ে জেলে ঢুকতে হয়েছিল বীরপুঙ্গব কুলদীপ সিং সেঙ্গরকে। জেল থেকে সেঙ্গর বেরোনোয় দিল্লির প্রবল ঠান্ডায় মাকে সঙ্গে নিয়ে সে বসে পড়েছিল ইন্ডিয়া গেটের সামনে। তার কথায়, কানুনের হাত লম্বা। সেঙ্গরের হাত আরও ফুটকয়েক বেশি। ভয়, প্রবল ভয়ে কাঁপছে কিশোরীর পরিবার।

তার মধ্যে দিল্লির পুলিশ আর সিআরপি তাদের লাঠি পিটিয়ে বের করে দিয়েছে। তারা মোদিজির সঙ্গে দেখা করে তাদের ভয়ের কথা বলতে চেয়েছিল, নিরাপত্তা চাইতে গিয়েছিল। উলটে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন শাসক জোটের নেতা উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওপি রাজভড়। 'ওদের বাড়ি তো উন্নাওয়ে'- তাঁর এই রসিকতায় চামচা আর সাংবাদিকরা হেসে কুটোপাটি হয়েছেন। যেন এমন মজার কথা তাঁরা আর শোনেননি।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কোচবিহার বিমানবন্দর

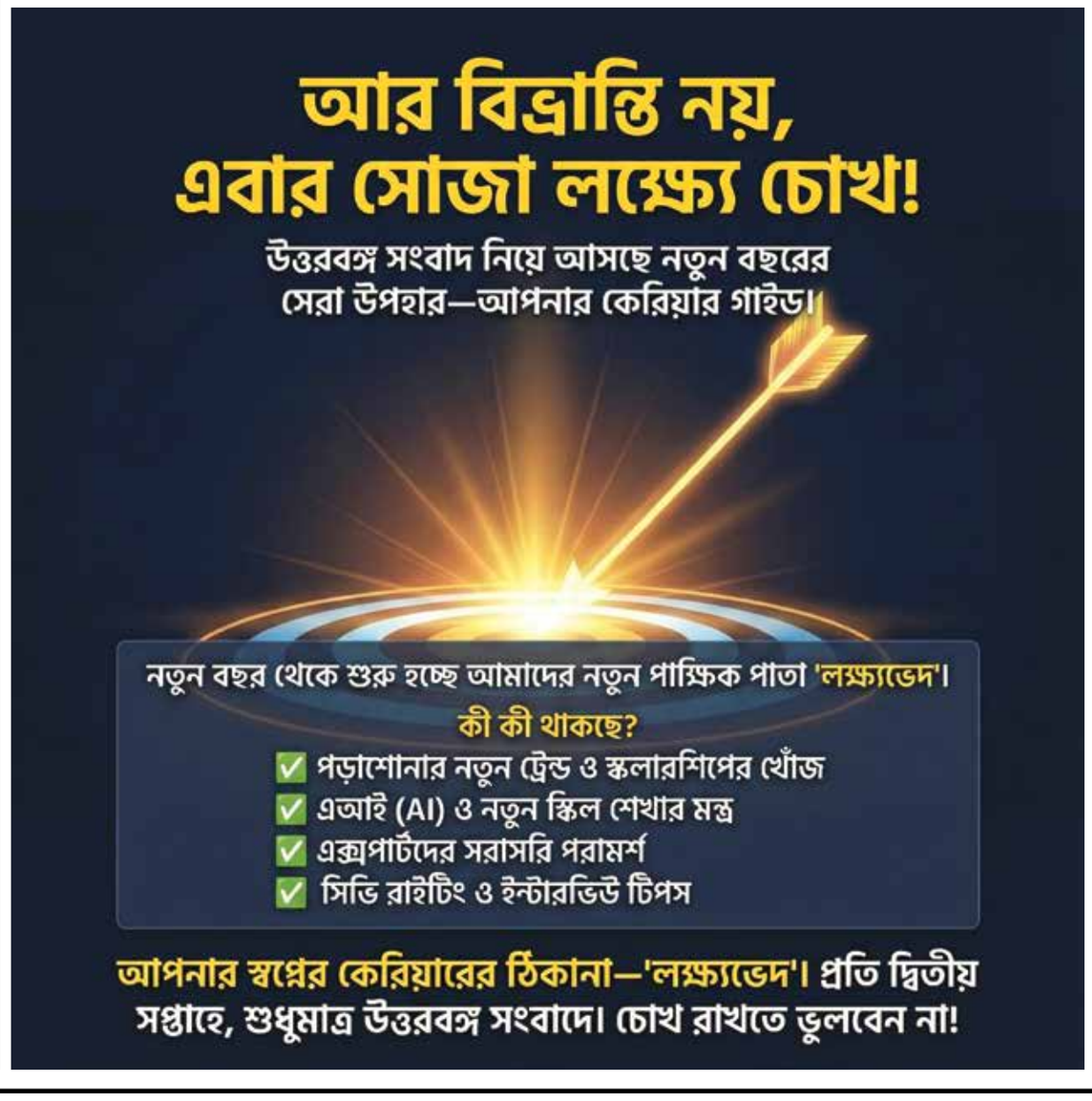

নামছে না বিমান, অনিশ্চিত পরিষেবা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার বাতিল হওয়ার পর বছরের শেষ দু'দিনও কোচবিহারে বিমান পরিষেবা মিলছে না। ফলে বছরের শেষ তিনদিন কোচবিহার বিমানবন্দর কার্যত বিমানবিহীন থাকছে। অজানা কারণ দেখিয়ে একের পর এক উড়ান বাতিল হওয়ায় গত এক মাস ধরেই কোচবিহার-কলকাতা বিমান যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এতে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিতে চাইছে বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এয়ারপোর্ট অথরিটির ডিরেক্টর (এএআই-কোচবিহার) শুভাশিস পাল অবশ্য বলেন, 'পরিচালনগত কারণে সোমবার কোচবিহারে কোনও বিমান আসেনি। বছরের শেষ দু'দিনও কোচবিহারে বিমান আসবে না।'

উল্লেখ্য, উড়ান প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসন বিশিষ্ট একটি ছোট বিমানে কোচবিহারে বিমান পরিষেবা চালু হয়। ভুবনেশ্বর-জামশেদপুর-কলকাতা হয়ে কোচবিহারে আসা এই বিমানটি অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোচবিহার থেকে কলকাতায় দ্রুত যাতায়াতের জন্য বহু মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এএআই) সঙ্গে ওই বিমান সংস্থার তিন বছরের চুক্তি হয়েছিল। তবে সেই চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ছড়াচ্ছে ক্ষোভ

- ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে বিমান পরিষেবা চালু
- ভুবনেশ্বর-জামশেদপুর-কলকাতা হয়ে কোচবিহারে আসা এই বিমানটি অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়
- ওই বিমান সংস্থার তিন বছরের চুক্তি, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে তারা কোচবিহারে পরিষেবা দেবে না বলে সংস্থা জানিয়েছে
- পরিচালনগত কারণে সোমবার বিমান আসেনি, বছরের শেষ দু'দিনও বিমান আসবে না

কোঅর্ডিনেটর পদে দায়িত্ব রবি-পার্থকে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : দলের জেলা সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি সবাই জানেন। এনিয়ে বহু কথা কাটাকাটি, বিতর্ক হয়েছে। তবুও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ওপর যে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ সহানুভূতি বরাবরই বজায় থেকেছে, আরও একবার তা বজায় থাকল।

বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে সোমবার রাতে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব বিধানসভা অনুযায়ী কোঅর্ডিনেটরদের নাম ঘোষণা করে। কোচবিহারের নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কোচবিহার উত্তর, নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ এই তিনটি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও শীতলকুচি এই তিনটি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-ঘনিষ্ঠ দলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় দায়িত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে, দিনহাটা, সিতাই ও কোচবিহার দক্ষিণ এই তিনটি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দলের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

খবর ছড়াতেই ঘাসফুল শিবিরে ব্যাপক কানাঘুষো শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার উপর আস্থা রেখেছেন। এর জন্য আমি দিদি ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে কৃতজ্ঞ। *এরপর দশের পাতায়*

জোরকদমে চলছে রোহিণীর রাস্তা সারাইয়ের কাজ। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

অবশেষে খুলছে রোহিণীর রাস্তা

রণজিৎ ঘোষ

রোহিণী, ২৯ ডিসেম্বর : প্রায় তিন মাস পর রোহিণীর রাস্তা ফের খুলছে। ১ জানুয়ারি থেকে ওই পথে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু করানোর কথা জানিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এই খবরে রোহিণীর রাস্তায় থাকা হোটেল, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে। পরিবহণ চালক সংগঠনও জানিয়েছে, ফের রোহিণীর রাস্তা দিয়ে কার্সিয়াং যাওয়া সম্ভব হলে খরচ অনেকটা কমবে। জিটিএ'র পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম লেপচার কথায়, 'ইংরেজি বছরের প্রথম দিন থেকেই রোহিণীর রাস্তা ছোট গাড়ির জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই জন্য দিনরাত কাজ চলছে। তবে, সমস্ত গাড়ির জন্য রাস্তা পুরোপুরি খুলে দিতে আরও ৭-১০ দিন সময় প্রয়োজন হবে।'

গত ৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বর্ষণের জেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ওই রাতের বৃষ্টিতেই শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের সংযোগকারী রোহিণীর অত্যন্ত ব্যস্ত পিচের রাস্তার প্রায় ৫০ মিটার ধসে যায়। ফলে ওইদিন থেকে রোহিণীর রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। জিটিএ রাস্তা মেরামতির কাজ হাতে নিলেও অন্তত দু'তিন মাস সময় প্রয়োজন হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল।

সেই সময় থেকেই শিলিগুড়ির সঙ্গে কার্সিয়াং, দার্জিলিংয়ের সড়ক যোগাযোগ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড হয়ে করতে হচ্ছে। ফলে যান চলাচলে সময় যেমন বেশি লাগছে, পাশাপাশি খরচও অনেকটা বেড়েছে। তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খানের কথায়, 'রোহিণীর রাস্তা বন্ধ থাকায় শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং যাতায়াতে অন্তত ৮-৯ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হচ্ছে। ফলে আমাদের খরচ বেড়েছে।'

জিটিএ জানিয়েছে, অনেক নীচ থেকে বোল্ডার এবং লোহার জালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করে ধাপে ধাপে রাস্তা তৈরি করতে হচ্ছে। যার জন্য প্রচুর সময় লাগছে। সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, নতুন রাস্তা তৈরির জন্য লোহার জালি এবং বোল্ডার দিয়ে বাঁধ তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। ১ জানুয়ারি থেকে যাতে মোটরবাইক, স্কুটার সহ চারচাকার ছোট গাড়ি চলাচল করানো যায়, সেই প্রস্তুতিতে বহু সংখ্যক কর্মীকে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, রাস্তা খোলার খবরে রোহিণীর হোটেল ব্যবসায়ী রাজু গুপ্তা বললেন, 'তিন মাস ধরে হোটেলের ঝাঁপ পুরো বন্ধ। হোটেলের ছ'জন কর্মীই বাড়ি চলে গিয়েছেন। আমাদেরও সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা যত দ্রুত খুলবে, ততই মঙ্গল।' রোহিণীর বাসিন্দা সুবোধ ছেত্রী বাড়ির পিছনে রাই শাক, ভুট্টা, বিভিন্ন প্রজাতির ডালশস্য উৎপাদন করে বাড়ির সামনে টেবিল পেতে বিক্রি করেন। তাঁর ব্যবসাও বন্ধ। তিনি বললেন, 'শুনেছি কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তা খুলবে। আবার হয়তো শাক, সবজি বিক্রি করে দুটো রোজগার করতে পারব।'

যেভাবে সূত্রপাত

- ৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বর্ষণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল
- ওই বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের সংযোগকারী রোহিণীর প্রায় ৫০ মিটার রাস্তা ধসে যায়
- তারপর থেকে রোহিণীর রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ
- বোল্ডার এবং লোহার জালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে

> ২০২৬ সালের প্রথম দিন থেকে রোহিণীর রাস্তা ছোট গাড়ির জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দিনরাত কাজ চলছে। তবে সমস্ত গাড়ির জন্য রাস্তা পুরোপুরি খুলে দিতে আরও ৭-১০ দিন সময় প্রয়োজন।
>
> **সোনম লেপচা** ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, পূর্ত দপ্তর, জিটিএ

২ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন জেলায় হলুদ সতর্কতা

কুয়াশাতেও 'নাউ কাস্ট'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : সকাল ৬টার আবহাওয়া দপ্তরের মেসেজ জানিয়ে দিল, আগামী তিন ঘণ্টায় ঘন কুয়াশায় মোড়া থাকবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা। পরবর্তীতে কুয়াশাও কাটেনি, এমন 'নাউ কাস্ট' মেসেজও মিলেছে বেশ কয়েকবার। সাধারণত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত বা ভারী বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা থাকলে এমন নাউ কাস্ট দিয়ে থাকে মৌসম ভবন। কুয়াশার ক্ষেত্রেও নাউ কাস্ট? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে এবছরই প্রথম কুয়াশাতেও নাউ কাস্ট পদ্ধতি আবহাওয়া দপ্তরের। অতি সহজে কুয়াশার চাদর সরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ না থাকাতেই এমন ব্যবস্থা। যাতে স্পষ্ট, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কুয়াশার চাদর সরছে না উত্তরবঙ্গের ওপর থেকে। বরং সূর্যের তেজের অনুপস্থিতিতে দিন-দিন দিনের তাপমাত্রা আরও হ্রাস পাবে। জাঁকিয়ে ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা থেকে এখনই মুক্তি ঘটবে না গঙ্গাপাড়ের মালদা থেকে সংকোশ তীরের কোচবিহার পর্যন্ত।

শীতের উত্তরে কুয়াশার আস্তরণ নতুন নয়। কিন্তু দিনের পর দিন এমনভাবে কুয়াশায় মোড়া উত্তরবঙ্গ, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেখা যায়নি। দিন যত যাচ্ছে, ততই আবহাওয়া দপ্তরের 'ফোরকাস্ট'-এ কুয়াশা থাকার দিনের সংখ্যা বাড়ছে। কুয়াশার প্রভাবে ২৫ ডিসেম্বরের পর বড়দিন আর পাওয়া যাচ্ছে না। বরং দিনেই দিন শেষের আবহ তৈরি হচ্ছে। নাহলে বিকেল ৪টায় কেন হেডলাইট জ্বালিয়ে উত্তরের জেলা সদরগুলিতে চলতে হবে গাড়িগুলিকে! পরিচলন পদ্ধতিতে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা কুয়াশার একটা বড় আস্তরণ (উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত) থেকে গিয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই। আপাতত যে সরছে না, সেই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী কুয়াশা থাকার সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরের বাকি জেলাগুলিতেও কুয়াশা যে থাকবে, তা জানিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চালকদের সতর্ক থাকার বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সর্বত্রই। অর্থাৎ, আগামীদিনেও

> কুয়াশা থেকে এখনই স্বস্তি মিলবে না। অন্তত আরও তিনদিন কুয়াশার প্রভাব থাকবে। ফলে দিনের তাপমাত্রাও হ্রাস পেয়ে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়বে।
>
> **গোপীনাথ রাহা** কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, সিকিম আবহাওয়া দপ্তর

মিলবে আবহাওয়া দপ্তরের নাউ কাস্ট। উল্লেখ্য, পরিচলন পদ্ধতির বাইরে এই অঞ্চলে ঝঞ্ঝার প্রভাবে এবং পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

কুয়াশার আস্তরণ এবং সূর্যের অনুপস্থিতির জেরে হুহু করে তাপমাত্রার পতন ঘটছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়ে সোমবার দার্জিলিং পাহাড়ের রাতের তাপমাত্রা নেমেছে তিন ডিগ্রির ঘরে। ডিসেম্বরের নিরিখে এদিন দিনের তাপমাত্রায় রেকর্ড গড়েছে জলপাইগুড়ি। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেখানে এদিন তা হ্রাস পেয়ে ১৬.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দাঁড়িয়ে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় এদিন মালদা (১৪.৭) পিছনে ফেলে দিয়েছে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটককে (১৫.১)। কোচবিহার (১৬.৭), আলিপুরদুয়ার (১৮.০), শিলিগুড়ি (১৮.৮) সহ অন্যত্রও পারদ পতন ঘটেছে। আরও ঘটবে, পূর্বাভাস দিচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তিনি বলছেন, 'কুয়াশার থেকে এখনই স্বস্তি মিলবে না। অন্তত আরও তিনদিন কুয়াশার প্রভাব থাকবে। ফলে দিনের তাপমাত্রাও হ্রাস পেয়ে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়বে।'

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই অধ্যাপকের দ্বন্দ্ব

জাত তুলে অপমান, সহকর্মীর বিরুদ্ধে থানায়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৯ ডিসেম্বর : দুই গোষ্ঠীর অধ্যাপকদের লড়াইয়ে প্রায় প্রতিদিনই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শিরোনামে উঠে আসছে। সোমবার পুরোনো একটি ঘটনা থেকে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জাত তুলে অপমান করার অভিযোগ তুলে পুলিশে নালিশ জানালেন অপর এক অধ্যাপক তথা পরীক্ষা নিয়ামক। অভিযুক্ত অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তবে শুধু তাঁর বিরুদ্ধেই নয়, এফআইআর করা হয়েছে তাঁর ছেলে অম্লান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও। পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বরূপ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই আমি ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' এদিকে যাঁর নামে অভিযোগ সেই অচিন্ত্যকুমারের কথায়, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখনও কোনও কাগজ হাতে পাইনি।' চলতি বছরের জুলাই মাসে ঘটনার সূত্রপাত। সেই সময় অচিন্ত্যকুমারের ছেলে অম্লান ২০২৩-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তরে বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ২০২৫-এ তিনি চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দেন। কিন্তু কোনও কারণে তাঁর মার্কশিট আটকে রাখা হয়। গত ৮ জুলাই অচিন্ত্যকুমার বিশ্বরূপের দপ্তরে গিয়ে ছেলের রেজাল্ট সম্পর্কে জানতে চান।

কী অভিযোগ

- অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে অম্লান স্নাতকোত্তরে বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন
- ২০২৫ সালে অম্লান চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দিলেও তাঁর মার্কশিট আটকে রাখা হয়
- অচিন্ত্যকুমার বিশ্বরূপ সরকারের দপ্তরে গিয়ে ছেলের রেজাল্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে দুই অধ্যাপকের মধ্যে বচসা হয়
- অভিযোগ, সেই সময় অচিন্ত্য বিশ্বরূপকে তাঁর জাত তুলে মন্তব্য করেন

তা নিয়ে দুই অধ্যাপকের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ, সেই সময় অচিন্ত্য বিশ্বরূপকে নানাভাবে অপমান করার পাশাপাশি তাঁর জাত তুলেও মন্তব্য করেন। সেই সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদেও খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

যদিও পরে অম্লান মার্কশিট হাতে পান। তখন তিনি ইংরেজবাজার থানায় বিশ্বরূপ এবং বাংলা বিভাগের আরেক অধ্যাপক সাধনকুমার সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেও পরে প্রত্যাহার করে নেন। এরপর বিশ্বরূপ উপাচার্যের কাছে ও জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন মালদার পুলিশ সুপার ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এবিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। পুলিশ সুপার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি চান। অনুমতি মিলতেই গত ২৭ ডিসেম্বর ইংরেজবাজার থানায় অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশ্বরূপ।

এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে ওয়েবকুপার সদস্য তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনাতন দাসের মন্তব্য, 'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি, পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা হোক।' অন্যদিকে, অধ্যাপকদের রেষারেষি প্রসঙ্গে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্রের মতে, একটি পুরোনো বিষয়কে তুলে এনে নতুন করে এফআইআর করার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। এতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

জোড়া ট্রেন বাতিল, যাত্রী ভোগান্তি

হলদিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : আচমকা বাতিল একজোড়া ট্রেন। ফলে বৎসরান্তে ভোগান্তির শিকার রেলযাত্রীরা। আমবাড়ি-এনজেপি রেললাইন সংস্কারের জন্য দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের ৫৫৭৫১ নম্বর এনজেপি-হলদিবাড়ি এবং বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের ৫৫৭৫২ নম্বর হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলে সোমবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়। হঠাৎ করে ট্রেন দুটি বাতিল হওয়ায় স্টেশনে এসে ফিরে যান অনেকে। হলদিবাড়ির স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি জানিয়েছেন, আমবাড়ি-এনজেপি রেললাইনের মাঝে সংস্কারকাজের জন্য ওই রুটটি ব্লক ছিল। তবে মঙ্গলবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।

নিত্যযাত্রীদের দাবি, বিকেলের ট্রেনটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হলদিবাড়ি সহ সংলগ্ন মেখলিগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা কাজ শেষে ওই ট্রেনে বাড়ি ফেরেন। এদিন স্টেশনে এসে ট্রেন বাতিলের কথা জানতে পেরে তাঁদের বাধ্য হয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুটতে হয়। আবার অনেকের এনজেপি স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরার কথা ছিল। তাঁদেরও বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা করে এনজেপি পৌঁছাতে হয়েছে।

ট্রেন বাতিল শুনে হতাশ অফিস ফেরত আনোয়ার হোসেন হলদিবাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'রোজ অফিস শেষে ৫:১৫-এর ট্রেনে শিলিগুড়ি ফিরি। মান্থলি কার্ড করা রয়েছে। আজ সড়কপথে বাড়ি ফিরতে অনেক সময় লাগবে।' পেশায় শিক্ষক কমল রায়ের অভিযোগ, 'ট্রেন বাতিলের কথা আগে থেকে জানলে সহকর্মীর বাইকে বাড়ি ফিরতে পারতাম। এখন বাস ধরতে হবে। খরচও বেশি হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Ankhi Bidhan Haldar w/o Bidhan Binoy Haldar, স্থায়ী বাসস্থান Pimpri Pada, Durga Chwal, Malad East, Mumbai Suburban, Maharashtra, Pin : 400097 বর্তমান বাসস্থান Vill. Manuli, P.O. & P.S. Bamangola, Dist. Malda, Pin : 732138 (W.B) আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B/2025/2071266 Old Reg No - 7328, Dt-11/11/2002 আমার নাম, আমার স্বামীর নাম ও আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ankhi Haldar থেকে Ankhi Bidhan Haldar স্বামীর নাম Bidhan Haldar থেকে Bidhan Binoy Haldar ও মেয়ের নাম Priya Haldar থেকে Priya Bidhan Haldar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119877)

আমি Masida Bibi (আমার কন্যা Shima Khatun-এর পাসপোর্ট নং- U413255-তে উল্লেখিত), ঠিকানা- গ্রাম : খয়রাতিপাড়া, পোঃ- মঙ্গলবাড়ি, থানা ও জেলা- মালদা-732142, (পঃবঃ), নোটারি পাবলিক, মালদার সম্মুখে অ্যাফিডেভিট (নং 17, এন্ট্রি নং 04/25) বলে Maseda Khatun নামে পরিচিত হলাম। Masida Bibi (ভুল নাম) ও Maseda Khatun (সঠিক নাম) উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/119875)

সংশোধন

আমি Pan Mohammad পিতা Late Sarifaddin Ahammed গ্রাম পোস্ট শিবকৃষ্ণপুর, থানা, কুশমণ্ডি। ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে আমার নাম আসেনি। ১৯৯৫-এর ভোটার লিস্টে (Part No 116, SL No 465) ভুল করে আমার নাম মোহাম্মদ পানাউল্লা ও বাবার নাম শরিফদ্দীন ছাপা হয়েছে। ২৬/১২/২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) গঙ্গারামপুর দ্বারা Pan Mohammad পিতা Sarifaddin Ahammed ও মোহাম্মদ পানাউল্লা পিতা শরিফদ্দীন একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/119878)

অ্যাফিডেভিট

Vide an affidavit E.M. Court, Siliguri date 17.07.2025 change my daughter's name from Shreenika Saha to Saanvi Saha in birth certificate No. B/2024/1304293.

আমার পোস্ট অফিসের পাসবুকে নাম ভুল থাকায় গত 24.12.25 তারিখে J.M- 1st CLASS COURT-এ AFFIDAVIT No. 7158 বলে বিমল চন্দ্র পাল এবং বিমল পাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। বিমল পাল পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি। (C/119264)

আমার পুত্র Arman Miya জন্ম শংসাপত্র Regd. No WB-Br 2015/20111/1/11397 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 08.12. 25, J.M. 3rd Court (s) Cooch Behar অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Majbul Miya এবং Majibul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Amina Bibi, নামা কলোনি, খড়িমালা খাগড়াবাড়ি বাবুরহাট, লঙ্কাবার, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118972)

আমি Ankhi Bidhan Haldar w/o Bidhan Binoy Haldar স্থায়ী বাসস্থান Pimpri Pada, Durga, Chwal, Malad East, Mumbai Suburban. Maharashtra, Pin : 400097 বর্তমান বাসস্থান Vill Manuli, P.O. & P.S. Bamangola, Dist. Malda, Pin : 732138 (W.B) আমার মেয়ের জন্ম, শংসাপত্রে যার Reg No.- B/2025/2055358, Old Reg No.- 7327, Dt.-11/11/2002। আমার নাম, আমার স্বামীর নাম ও আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025 এ E.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ankhi Haldar থেকে Ankhi Bidhan Haldar, স্বামীর নাম Bidhan Haldar থেকে Bidhan Binoy Haldar ও মেয়ের নাম Riya Haldar থেকে Riya Bidhan Haldar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119877)

Abridge Copy of e-Tender for Notice & Corrigendum-III being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No- 14/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 29-12-2025 & 12/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 25-10-2025 respectively** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV.

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কুমারী মা, দুপুর ১.০০ জোর, বিকেল ৪.০০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.১৫ গুরু, রাত ১০.৪৫ মন যে করে উড়ু উড়ু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ রিফিউজি, দুপুর ১২.১৫ বিধিলিপি, বিকেল ৩.১৫ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.০০ শিবা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ খারিজ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হলো পর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.১০ দ্য ফ্যামিলি স্টার, দুপুর ১.০৯ দে দনা দন, বিকেল ৪.৫৭ দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৭.৫০ মার্গন, রাত ১০.২৫ সূরয়াস স্যাটারডে

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.০৫ পেয়ার তো হোনা হি থা, বিকেল ৪.০২ রাম সেতু, সন্ধে ৭.০৬ গজানা, রাত ৯.০০ দিলওয়ালে

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৫ সিটি মার, দুপুর ১.৪৮ ধমাল, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৯ জাট, রাত ১১.০২ কমান্ডো-থ্রি

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৯ মায়োঁ, দুপুর ১.৩২ দ্য ডন, বিকেল ৪.৩২ দবং-থ্রি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ মেহেন্দি, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ ঢোল

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, ২.৪৪ বাদল, বিকেল ৪.৫৭ হিরো নাম্বার ওয়ান

গজানা সন্ধে ৭.০৬ স্টার গোল্ড টু

খারিজ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

আইল্যান্ডস : নেচার'স ওয়াইল্ড ল্যাবরেটরিজ রাত ৯.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৫/ডিইসি/০৯, তারিখ : ১৯-১২-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী-১

টেন্ডার নং.: সিই/সিওএন/কে কে/এমআইএস/২০২৫/০৮ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৫/ডিইসি/০৯ -এর জন্য সংশোধনী -১ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কেআইআর ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনে নিউ ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় **০৩.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার)**, সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ করে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ১/সি অপসারণ করতে পোড়াডাঙ্গা হল্ট ও আজিমগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন লাইনে ৭ ঘণ্টার (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে এবং সাঁকোপাড়া-তে ইন্টারমিডিয়েট ব্লক হাট কাজ সহ বল্লালপুর ও ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনে ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো ৩০ মিনিট পর্যন্ত) নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেঃ • **বাতিলঃ (১) ৫৩০২৯** আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ও **৫৩০২৭** আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০১.২০২৬) **(২) ৫৩০৩০** ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ও **৫৩০২৮** মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০১.২০২৬) **(৩) ৫৩৪৩৩/৫৩৪৩৪** আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০১.২০২৬) • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুঃ ১৩১৭৭/১৩১৭৮** শিয়ালদহ-জঙ্গীপুর রোড-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে/আজিমগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **পুনর্নির্ধারণঃ (১) ১৩১২৬** সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস সাইরাং থেকে ৪ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ৫৩০৫৩** কাটোয়া-নিমতিতা প্যাসেঞ্জার কাটোয়া থেকে ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃষ : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হবে। বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ। কর্কট : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড়সড়ো কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সিংহ : বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব মেপে বলুন। উচ্চশিক্ষায় বড় ধরনের সাফল্য মিলবে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। কন্যা : বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে জটিলতা বাড়বে। তুলা : কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় বড় উন্নতি। ব্যবসায় জটিল সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা এখন না করাই ভালো। মকর : প্রিয়জনের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : রাগ সংবরণ করতে না পারলে পারিবারিক অশান্তি আরও বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন করে সমস্যা তৈরি হবে। মীন : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ভুল বোঝাবুঝিতে প্রিয়জনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫, ১৪ পুহ, সংবৎ ১১ পৌষ সুদি, ৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১।২০। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১।৭ সিদ্ধযোগ রাত্রি ১০।৪৬। বণিজকরণ দিবা ২।২৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।২০ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে রাত্রি ১।২০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ১।২০ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১।৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রশাসনের নীরবতায় প্রশ্ন

পুকুর বুজিয়ে চড়া দামে বিক্রি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর : বাংলার বাগধারায় 'পুকুর চুরি' শব্দটা বহুদিন ধরে প্রচলিত। বাস্তবে পুকুর চুরি কাকে বলে, সোমবার সেটাই দেখা গেল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াই মোড় বৌবাজার এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা মৎস্য দপ্তরের সরকারি পুকুর ভরাট করে সেই জমি চড়া দামে স্টল আকারে বিক্রির পরিকল্পনা করেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, প্রকাশ্যে সরকারি পুকুর বুজিয়ে ফেলা হলেও মৎস্য দপ্তর ও প্রশাসন এবিষয়ে উদাসীন। এদিন বিষয়টি সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছে বিজেপি। মৎস্য দপ্তরের জেলা আধিকারিক অভিজিৎ সাহা বলেন, 'বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাম আমলে বৌবাজার এলাকায় প্রায় এক বিঘা সরকারি পুকুরটি মৎস্য দপ্তর তৈরি করে। ২০১১ সাল পর্যন্ত দপ্তর পুকুরটির দেখভাল করত। কিন্তু সরকার বদলের পর পুকুরটি অবহেলায় ধুঁকতে শুরু করে। অভিযোগ, সেই সুযোগে সম্প্রতি সেখানে ইট, মাটি ও বালি ফেলে পুকুরটি বুজিয়ে ছোট ছোট স্টল আকারে চড়া দামে বিক্রির চেষ্টা চলছে। তবে পুকুর ভরাটের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ এলাকাবাসী।

মৎস্য দপ্তরের পুকুর বোজানো হয়েছে ইট ও বালি দিয়ে। জোড়াই মোড়ে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জানান, একপ্রকার জবরদখল করে সরকারি পুকুর ভরাট হচ্ছে। এভাবে সরকারি পুকুর ভরাট আইনত অপরাধ। প্রশাসনের এবিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। প্রশ্ন উঠছে, প্রকাশ্যে সরকারি দপ্তরের পুকুর ভরাট হলেও মৎস্য দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন কিছুই জানত না? তুফানগঞ্জ-২ ব্লক বিডিও অজয়কুমার দণ্ডপাতের আশ্বাস, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিন পুকুর ভরাটের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস।

তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি অনন্ত বর্মন ও উপপ্রধান কার্তিক দত্ত মিলে সরকারি পুকুর ভরাট করে তা বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে। তৃণমূল নেতা জড়িত বলেই প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে। গোটা বিষয়টি আমরা মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে লিখিতভাবে জানাব।'

যদিও বিজেপির অভিযোগ মানতে রাজি নয় ঘাসফুল শিবির। ভানুকুমারী-২ অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি অনন্ত বর্মনের বক্তব্য, 'সরকারি পুকুর ভরাটের প্রশ্নই আসে না। রাস্তার ধারের ইট-মাটি পড়ে পুকুরটি বুজে গিয়েছে। দখলের কোনও বিষয় নেই। বিজেপি মিথ্যাচার করছে।' উপপ্রধান কার্তিক দত্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ করছে। আমাদের কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়।'

প্রশাসনের স্পষ্ট অবস্থান না আসা পর্যন্ত সরকারি পুকুর ঘিরে বিতর্ক আরও গভীর হবে, তা বলাই বাহুল্য। তুফানগঞ্জ মহকুমার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত সেনগুপ্তর মন্তব্য, 'অভিযোগ পেয়ে তুফানগঞ্জ-২ ভূমি সংস্কার দলকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিতভাবে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অভিযোগ

- বাম আমলে বৌবাজার এলাকায় মৎস্য দপ্তর প্রায় এক বিঘা সরকারি পুকুরটি তৈরি করে
- সরকার বদলের পর পুকুরটি অবহেলায় ধুঁকতে শুরু করে
- সেই সুযোগে সম্প্রতি সেখানে ইট, মাটি ও বালি ফেলে পুকুর বুজিয়ে ছোট ছোট স্টল আকারে চড়া দামে বিক্রির চেষ্টা চলছে
- পুকুরটি ভরাটের কাজের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ এলাকাবাসী

নাতির কোলে শুনানিকেন্দ্রে মালঞ্চ বেওয়া। সোমবার দিনহাটায়।

তৃতীয় দিনেও হয়রানি

শুনানিতে শতায়ু

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা ও সিতাই, ২৯ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর শুনানির তৃতীয় দিনেও মানুষের হয়রানির শেষ নেই। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বয়স্কদের। তাঁদের মধ্যে কেউ নাতির কোলে করে, কেউবা ইনহেলার নিয়ে, কেউ আবার কোনওমতে মেয়ের সঙ্গে শুনানির জন্য হাজির হয়েছিলেন। সোমবার দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিস ও সিতাই বিডিও অফিসে সারাদিন ধরে এরকম ছবি ধরা পড়েছে।

এদিন দিনহাটা-১ বিডিও অফিসে শুনানির জন্য এসেছিলেন পুঁটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মালঞ্চ বেওয়া। তিনি বলেন, 'আমার বয়স ১০০-র ওপরে। হাঁটাচলা করতে বেশ অসুবিধা হয়। আজকে নাতির সঙ্গে শুনানিকেন্দ্রে আসছিলাম। তবে মাঝরাস্তায় শরীর আর সায় দেয়নি।' তাই বিডিও অফিসের গেট থেকে কোনওমতে ঠাকুমাকে কোলে করে শুনানিকক্ষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন নাতি।

নাতি নবিউল মিয়াঁর কথায়, '২০০২ সালে ভোটার তালিকায় ঠাকুমার নাম নেই। তাই বাড়িতে শুনানির নোটিশ এসেছিল। ঠাকুমার শরীর বিশেষ ভালো না। বিএলও-কে ঠাকুমার অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলাম। তিনি শুনানিকেন্দ্রে আসতে বলেছেন। তাই বাধ্য হয়ে ঠাকুমাকে শুনানিকেন্দ্রে নিয়ে এসেছি।' তাঁর মতে, এরকম অসুস্থ ও বয়স্কদের জন্য বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা উচিত। যদিও ওই এলাকার বিএলও রাজু মিয়াঁ জানান, সুপারভাইজার তাঁদের যা নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি সেটাই করেছেন।

দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিসে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন ধরণীকান্ত দেবনাথ। তাঁর বয়স আশির বছরের ওপরে। তাঁর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে। তাই কোনওমতে ইনহেলার নিতে নিতে তিনি শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন।

দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত ভাগ্নি পার্ট-১'এর বাসিন্দা

> ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় শুনানির নোটিশ এসেছিল। তাই এখানে এসেছি। তবে আমাদের মতো বয়স্কদের জন্য যদি বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা হত তাহলে ভালো হত।
>
> **ধরণীকান্ত দেবনাথ,** দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা

ধরণীকান্তের কথায়, '২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় শুনানির নোটিশ এসেছিল। তাই এখানে এসেছি। তবে আমাদের মতো বয়স্কদের জন্য যদি বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা হত তাহলে ভালো হত।'

অন্যদিকে, সিতাই বিডিও অফিসেও এদিন বয়স্কদের হয়রানির ছবি ধরা পড়েছে। সিতাই বিধানসভার পূর্ব চামটা এলাকার বাসিন্দা বছর পঁচাত্তরের বিষাদী বর্মন। অসুস্থ শরীরে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিডিও অফিসে হাজির হয়েছিলেন তিনি। প্রতিবার ভোটদান প্রক্রিয়ায় যে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেকথা জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা। এমনকি তাঁর হাতে ১৯৯৫ সালের সচিত্র ভোটার কার্ডও ছিল। বৃদ্ধার মেয়ে প্রমীলা বর্মন বলেন, 'আমার মা সব নির্বাচনে ভোট দিতে যেত। তাও কেন মায়ের নামে শুনানির নোটিশ এল তা বুঝতে পারছি না।'

জেলা শাসককে চিঠি ঘাসফুলের

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর শুনানিতে বিএলএ-২'দের থাকতে দেওয়ার আবেদন করে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক তথা জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে চিঠি পাঠাল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা কমিটি। সোমবার জেলা কমিটির তরফে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) জেলা শাসকের কাছে ওই চিঠি পাঠান। বিএলএ-২'দের শুনানিতে থাকতে দেওয়ার পাশাপাশি এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পাওয়া ব্যক্তিদের ভোটার হিসাবে বৈধতা দেওয়ার জন্য যে ১৩টি নথির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে নথিগুলো বিডিও, এসডিও বা অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, সেগুলো যাতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা শুনানির সময়েই মানুষকে দিয়ে দেন, সেই দাবিও জানানো হয়েছে।

অভিজিৎ বলেন, 'বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা সেটা চাই না। তাই আমরা দাবি জানিয়েছি, শুনানিতে ডাক পাওয়া বৈধ কোনও ভোটার যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন সেজন্য প্রয়োজনীয় নথি আধিকারিকদের তখনই শুনানিতে ডাক পাওয়া মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিএলও-রা যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে এনুমারেশন ফর্ম দিচ্ছিলেন, তখন যেমন বিএলও-দের সঙ্গে বিএলএ-২'দের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তেমনি শুনানির টেবিলেও বিএলএ-২'দের থাকতে দিতে হবে। মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট এবং অ্যাডমিট কার্ড মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইস্যু করে। আমরা পর্ষদের ইস্যু করা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে এসআইআর-এর প্রমাণপত্র হিসাবে বৈধতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

সিএএ ফর্ম নিয়ে হাজির

সিতাই, ২৯ ডিসেম্বর : ভুল করে এসআইআর-এর শুনানিতে সিএএ ফর্ম নিয়ে হাজির হলেন সিতাই ব্লকের চোড়খানা গ্রামের ৬/৯৫ নম্বর বুথের বাসিন্দা মিনতি বর্মন। সোমবার তিনি সিতাইয়ের বিডিও অফিসে সিএএ ফর্ম নিয়ে পৌঁছে যান। খানিকক্ষণ পর তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসের এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রের সামনে বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়ার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। মিনতি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের লালমণিরহাটের বাসিন্দা। সিতাই এলাকার বাসিন্দা তরণী বর্মনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে আমার ভোটার কার্ড হয়। আমি এসআইআর সংক্রান্ত কোনও ফর্ম ফিলআপ করিনি।' তবে মিনতি এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করেননি বললেও ওই বুথের বিএলও পারুল বর্মন বলেন, 'মিনতি এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করেছেন। কিন্তু শুনানির জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছাননি।' এই ঘটনায় বিজেপির দিকে তোপ দেগে তৃণমূল বিধায়ক সংগীতা বলেন, 'বিজেপি সিএএ ফর্ম পূরণ করিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।' বিজেপি নেতা দীপক রায় বলেন, 'সিএএ ফর্ম পূরণ করা কোনও অন্যায় নয়।'

নিগৃহীত সাংবাদিক

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় গোঁসাইরহাট চৌপথিতে আরএসএস ও বিজেপি বিরোধী নাগরিক মঞ্চের একটি পথসভা হয়। সেই পথসভার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত হন উত্তরবঙ্গ সংবাদের শীতলকুচির সাংবাদিক মনোজ বর্মন।

পথসভার শেষে মনোজ পাশের চায়ের দোকানে বসে প্রতিবেদন লিখছিলেন। সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী চায়ের দোকান থেকে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গালিগালাজ করেন। দুষ্কৃতীরা মনোজকে ধাক্কাও মারেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নীরোদ বর্মন ওরফে কালিয়ার নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী মনোজের ওপর চড়াও হয়। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।

মনোজ বলেন, 'গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্যের ঘনিষ্ঠ নীরোদ বর্মন এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাকে শাসায় যে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে খবর করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।'

খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচবিহারের অ্যাডিশনাল এসপি তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তর্জা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের শীতলকুচি ব্লক কমিটির সভাপতি তপন গুহ বলেন, 'আমাদের দল কোনও অবস্থাতেই সাংবাদিক নিগ্রহকে সমর্থন করে না।' এই ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলকে বিঁধে বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল সংবিধানও মানে না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও মানে না। ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে এবং ধিক্কার জানাচ্ছে।'

সাংবাদিক মহলও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য এর আগেও উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিকদের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চড়াও হয়েছে। কিন্তু এভাবে হামলা চালিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে আগেও রোখা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না।

গোরু সহ ধৃত

সিতাই, ২৯ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর থেকে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া ১৩টি গোরু সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল সিতাই থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কেশরীবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সাদ্দাম হোসেন (৩৩) ও শফিকুল হক (২১)। সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ডাংগিতোলা বাঙ্গালবাড়ি গ্রামে এবং শফিকুল একই ব্লকের দাধীকোটবাড়ির গুটিন গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্তরা একটি পিকআপ ভ্যানে গোরুগুলোকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে সেগুলিকে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের দাবি।

অভিযানের সময় পুলিশ গোরুগুলিকে উদ্ধার করে সিতাইয়ের ভাড়ালি রাজদীপ খোঁয়াড়ে জমা দেয়। পাশাপাশি পাচারের কাজে ব্যবহৃত পিকআপ ভ্যানটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার ধৃতদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস জানান, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পাচারচক্রের অন্য সদস্যদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শীতের সকালে।। সোমবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে সমস্যা

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে একদল চাকরিপ্রার্থী আসে। অভিযোগ, তারা সিআইএসএফ, বিএসএফের চাকরির পরীক্ষার জন্য আবেদন করবে। সেজন্য তাদের জাতিগত শংসাপত্র প্রয়োজন। কিন্তু দিনের পর দিন দপ্তরে তাঁরা এসে ঘুরে যাচ্ছেন। তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না। উৎপল খাঁড়া নামে এক তরুণ বলেন, 'আবেদন করার শেষদিন ৩১ ডিসেম্বর। আধিকারিকরা এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত। তাই পরে আসতে বলছেন। এদিকে আবেদনের সময় শেষ হয়ে আসছে। তাহলে কী করব?' যদিও বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী জানান, তাঁদের অফিসাররা এসআইআর-এর কাজে কিছুটা ব্যস্ত। এদিন যাঁরা শংসাপত্র নিতে আসেন তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু তাঁরা অপেক্ষা করতে চাননি। অনলাইনে তাঁদের জাতিগত শংসাপত্র আপডেট করে দেওয়া হয়েছে। চেক করলেই তা দেখতে পাবেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

সমাবেশ

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার চ্যাংরাবান্ধায় সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের আধুনিকীকরণ, মেখলিগঞ্জে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের দাবি নিয়ে মিছিল ও প্রকাশ্য সমাবেশ করে সিপিএম। মেখলিগঞ্জ ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে সেখানে অংশ নেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। এদিন চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস থেকে কর্মী-সমর্থকদের বিরাট মিছিল এশিয়ান হাইওয়ে বরাবর চ্যাংরাবান্ধা হাসপাতাল মোড়, ভিআইপি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা বাজারের প্রকাশ্য সমাবেশস্থলে শেষ হয়।

সমাবেশে সম্প্রদায়িক রাজনীতি করা নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলকে একযোগে কাঠগড়ায় তোলেন শতরূপ। তিনি বলেন, 'জগন্নাথ মন্দির ও ইমাম ভাতা দিয়েই ভোট জিততে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় এলে এইমস, নিয়মিত একশো দিনের কাজ, স্নাতকোত্তর অবধি বিনামূল্যে পড়াশোনা, দালালচক্রমুক্ত সরকারি হাসপাতাল, সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা, বেকারদের নিজের এলাকায় কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।'

মৃত মহিলা

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার বিকেলে মাথাভাঙ্গায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। এদিন এক নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংকোবা দিঘিরপাড় এলাকায় একটি মোটরবাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারান হামিদা বানু (৪৫)। কুর্শামারি এলাকা থেকে মোটরবাইকটি মাথাভাঙ্গার দিকে আসছিল। সেই সময় রাস্তা পার করার চেষ্টা করছিলেন হামিদা। তখনই তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোটরবাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সঙ্গে বাইকচালককেও আটক করা হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাছভাজার দোকানে মারামারিতে জখম চার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় মদ্যপানের আসরে চাট হিসেবে 'পাঁঠার ঘিলু ভাজা' ও 'মাছের মুড়ো' নিয়ে কাড়াকাড়ি বর্ণিত আছে, পরশুরামের কাহিনীতে রয়েছে চাট কাটার জন্য ভোঁতা 'বটি' নিয়ে ঝগড়ার দৃশ্য। পরশুরাম বর্ণনা দিয়েছেন, কীভাবে খাবারের প্লেট নিয়ে ঝামেলা কামড়াকামড়িতে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা ঘটনাগুলোকে রূপক অর্থে নিজেদের সৃষ্টিতে ব্যবহার করলেও শনিবার রাতে মাছ ভাজা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে। মারামারিতে জখম হল চারজন।

বেশ কয়েকদিন ধরেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ছে। উষ্ণতার খোঁজে অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন এফএল শপের সামনে। শুধু মদ্যপানে ব্যাপারটি ঠিক জমে না। এক ব্যবসায়ী সেই অঙ্ক বুঝেই এফএল শপের সামনে খুলে বসেছেন মাছ ভাজার দোকান। টেবিল পেতে গরম তেলে একের পর এক ছাড়া হচ্ছিল রুই, কাতলের গাদা-পেটি ইত্যাদি। মদ্যপরা আসছেন, নিজেদের পছন্দমাফিক অর্ডার দিয়ে কিনছেন।

অভিযোগ, সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরেই কে কার আগে এসেছেন এবং মাছ ভাজিয়ে নিয়ে যাবেন- তা নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছিল। শেষপর্যন্ত বিবাদ গড়ায় মারামারি, রক্তপাতে। রবিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঠাকুরনগর থেকে সন্তোষ হাজরা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

> অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে, মূল অভিযুক্ত অন্য একটি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিল। জামিন পেয়ে ফের ঝামেলায় জড়িয়েছে সে। তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।
>
> **রাকেশ সিং,** ডিসিপি (পূর্ব) শিলিগুড়ি

কী ঘটেছিল?

ঘটনার রাতে ভবেশ মোড়ের কাছে পাকুড়তলা মোড়ে একটি অফ শপের পাশের একটি দোকান থেকে মাছ ভাজা কিনছিলেন সঞ্জয়। অভিযোগ, আচমকা দোকানদারের অনুমতি ছাড়াই এক ব্যক্তি একটি কাঁচা মাছ তুলে তেল ভর্তি কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরম তেল ছিটে সঞ্জয়ের চোখের পাশে লাগে। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ তীব্র হয়।

স্থানীয়রা অবশ্য সেসময় দুই পক্ষকে সরিয়ে দেন। সঞ্জয় চলে যান ঠাকুরনগরের একটি ক্লাবে। ভেতরে ক্লাবের আরও জনাকয়েক সদস্য ছিলেন। অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যে সাতজনের একটি দল লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে ক্লাবঘরে ঢুকে সদস্যদের বেধড়ক মারধর করেন। সঞ্জয় ছাড়াও প্রবীর মণ্ডল, অসিত সরকার আর বিশ্বজিৎ কুণ্ডু গুরুতরভাবে জখম হন। রাতে চারজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সবাই ছাড়া পান। এরপরই এনজেপি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রবীর। তাঁর দাবি, 'মাথায় তিনটে ও হাতে চারটে সেলাই পড়েছে।' পুলিশ ফুটেজ দেখে সন্তোষকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ধৃতের স্ত্রী মানসী হাজরা পালটা অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। মানসীর দাবি, সন্তোষকে মারা হয়েছে। তাঁর মাথায় চোট রয়েছে। ঠাকুরনগরের সেই ক্লাবের সদস্য কৃষ্ণ বিশ্বাসের কথায়, 'দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল।।'

শিলিগুড়ির ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং জানালেন, অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে, মূল অভিযুক্ত অন্য একটি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিল। জামিন পেয়ে ফের ঝামেলায় জড়িয়েছে সে। তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

পুরনো প্রথা আঁকড়েই তরমুজ চাষ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : তরমুজের সমগোত্রীয় এগুসি মেলন নিয়ে ইদানীং নেট দুনিয়ায় আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু কোচবিহারের মানসাই নদীর চরে তরমুজচাষিদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে কৌতূহল কম। তরমুজ একটি সাধারণ ফল হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর সমগোত্রীয় এগুসি মেলন পরিসর ছুঁয়ে ফেলেছে গবেষণাগার থেকে মহাকাশ পর্যন্ত। মিশরের সভ্যতায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে তরমুজের চাষ শুরু হয়েছিল, আজ সেই তরমুজ নিয়েই চলছে বীজহীন, বেশি বীজ, স্বল্প মিষ্টি কিংবা বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন জাত তৈরির গবেষণা। চিনের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, স্মার্ট গ্রিনহাউস ও ড্রোন পরিবহণের মাধ্যমে জনপ্রিয় এই তরমুজ চাষ। আবার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পাঠানো হয়েছে নাইজিরিয়ার ঐতিহ্যবাহী এগুসি মেলনের বীজ- যা তরমুজ ও শসা জাতীয় ফলেরই অংশ। কিন্তু মাথাভাঙ্গার পঞ্চানন সেতু থেকে দু'পাশে তাকালেই এখন নদীর চরে চোখে পড়বে সেই হাজার বছরের পুরোনো তরমুজচাষিদের জীবনসংগ্রামের চিত্র।

নিশিগঞ্জের ভোজনেরছড়া গ্রামে তরমুজ চাষের প্রস্তুতি।

মহাকাশ স্টেশন ঘুরে আসা এগুসি মেলনের বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম, ডিএনএ পরিবর্তন ও পুষ্টিগুণ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে চাইছেন, ভবিষ্যতে চাঁদ বা মঙ্গলে মানুষের বসবাসের সময় এসব বীজ কি খাদ্য জোগাতে পারবে? প্রোটিন ও উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ এগুসি বীজকে সম্ভাব্য মহাকাশ খাদ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তরমুজের বীজেও রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। অনেকে তরমুজের বীজ পছন্দ করেন না। তাই বিজ্ঞানীরা বীজহীন তরমুজ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তরমুজের খালি বীজও খাওয়া যায়। মিষ্টি তরমুজ ডায়াবিটিক রোগীদের জন্য উপযুক্ত নয়, তাই তাঁদের জন্য বিশেষভাবে স্বল্প মিষ্টির তরমুজও এখন চাষ হচ্ছে।

কিন্তু এতসব তথ্যের ধার ধারেন না কোচবিহারের তরমুজচাষিরা। নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোজনেরছড়ার তরমুজচাষি মিঠুন বর্মনের কথায়, 'গ্রীষ্মের আগে তরমুজ বিক্রির উপযোগী হলে একটু লাভের মুখ দেখব। তাই শীতকে উপেক্ষা করে মানসাই চরে দিন-রাত চাষের কাজ করছি।' এবার বন্যা পরিস্থিতিতে মানসাই নদীর গতিপথ অনেক জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে। তাই নতুন চর দখল করতে বেশ কয়েকবার বিবাদ থেকে লাঠালাঠিতে জড়ানোর ঘটনাও ঘটেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাহায্যে চিনারা এখন সারা বছর তরমুজ ফলান। কিন্তু হিমালয়ের এপারে শুধু গ্রীষ্মের বাজার দখল করাই চাষিদের লক্ষ্য।

মানসাই চরের বিমল বর্মন প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে ব্যস্ত নদীর চরে তরমুজ চাষে। গবেষণার জটিলতা তাঁর অজানা হলেও অভিজ্ঞতায় তিনি বললেন, 'রোদ, মৌমাছির পরাগসংযোগ, সুনিষ্কাশিত বালুকাময় মাটি আর সঠিক সেচই তরমুজের প্রাণ। তিন মাসের মাথায় লতা ভরে ওঠে ফলনে।' পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামের তরমুজচাষি বিজয় বাড়ুইয়ের কথায়, 'এখানকার তরমুজ শিলিগুড়ির আড়ত হয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ডে যায়। বাজার থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়েই তরমুজ চাষের ফাটকা খেলার ঝুঁকি নিতে হয়।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক www.ireps.gov.in-এ মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে সাঁলো কিয়স্ক, আরামদায়ক চেয়ার, মেডিকেল স্টোর, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক এবং মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক-এর পরিচালনা ও স্থাপনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-২০২৬-০২। নিলাম শুরু : ০৮.০১.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ : এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১, ভাগলপুর, এএ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি- এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১, মালদা টাউন, এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এমজিআর- এমইডিএসটিএন-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের, এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি- এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২, সুলতানগঞ্জ, এবি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি- এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২, বারিয়ারপুর, এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি- এমএলডিটি-এসএস-৫৫-২৫-১, মালদা টাউন, এসি/২, এমএসএস-এমএলডিটি- পিপিটি-এসএস-৪৯-২৫-১, পীরপৈন্তি, এসি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি- এসজিজি- এসএস-৩৬-২৫-১, সুলতানগঞ্জ, এসি/৪, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু- এসএস-৫৩-২৫-১, বারহারওয়া, এডি/১, এমএসএস-এমএলডিটি- বিজিপি- এমওবিস্টোর-৪৫-২৫-১, ভাগলপুর, এডি/২, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু- এমওবিস্টোর-৫২-২৫-১, বারহারওয়া, এই/১, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-পিএসকেএসকে-৩২-২৫-৩, বারহারওয়া, সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-277/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা তন্ময় পাইন - কে

30.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77E 83016 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন 'আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে, সংগ্রাম থেকে সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে তুলেছে এবং আমার জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মা।। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মৃত শাবকের দেহ আগলে পথকুকুর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : শীতকালের কুয়াশায় এমনিতেই রাস্তা দেখা দায়। ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে দুর্ঘটনা। তবে রবিবার শীতের সন্ধ্যায় এরকমই একটা দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিল দিনহাটা শহরবাসীকে। তবে শহরের ঝুড়িপাড়ার এই দুর্ঘটনায় কোনও মানুষের প্রাণ যায়নি, গিয়েছে এক কুকুরছানার। মৃত সন্তানের দেহ রাত পর্যন্ত আগলে থাকল তার মা 'মণি'। খাবার-জল দিলেও সেদিকে নজর ছিল না মায়ের। শেষে রাতে এলাকাবাসী কুকুরছানাটিকে কবর দেন।

দিনহাটা শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা ঝুড়িপাড়া রোড। রবিবার সন্ধ্যায় সেই রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎই একটি বাইক পিষে দেয় কুকুরছানাটিকে। আর মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় ছানাটি। ছানাটির মা এলাকাবাসীর কাছে 'মণি' নামেই পরিচিত। সে এসে সন্তানের নিথর দেহ আগলে বসে থাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। পথচলতি অনেকেই তাকে সরানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। যেন সন্তানকে আর কোনও গাড়ি এসে ধাক্কা না মারে!

স্থানীয় বাসিন্দা তাতাই সাহা বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে এই এলাকাতেই রয়েছে কুকুরটি। আদর করে সবাই তাকে 'মণি' বলে ডাকে। এক মাস আগে মণি দুটো ছানার জন্ম দেয়। তার মধ্যে একটিকে কেউ পোষ মানানোর জন্য বাড়ি নিয়ে যায়। আরেকটি ছানা মণির সঙ্গেই থাকত। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎই একটি বাইকের ধাক্কায় বাচ্চাটি মারা যায়।'

দিনহাটার ঝুড়িপাড়া রোডে সন্তানের নিথর দেহ আগলে কুকুর 'মণি'।

> পাঁচ বছর ধরে এই এলাকাতেই রয়েছে কুকুরটি। আদর করে সবাই তাকে 'মণি' বলে ডাকে। এক মাস আগে মণি দুটো ছানার জন্ম দেয়। তার মধ্যে একটিকে কেউ পোষ মানানোর জন্য বাড়ি নিয়ে যায়। আরেকটি ছানা মণির সঙ্গেই থাকত।
>
> **তাতাই সাহা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

আরেক এলাকাবাসী তাপস জানালেন, রাতে কাজ থেকে ফিরে এসেও তাঁরা দেখেন মৃত ছানার দেহ আগলে ঠায় বসে রয়েছে মণি। নিথর দেহটা তুলে সে বারবার নেড়ে দেখেছে, চাটছে, ডাকছে। যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না, আর জাগবে না তার ছানাটি।

মণির এই দুঃখ দেখে চুপ থাকতে পারেননি তাতাই, তাপস কিংবা পার্থ কুণ্ডু, লক্ষ্মীকান্ত রাজভর, অনুপ সাহারা। মৃত কুকুরটিকে কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে চাইলে প্রথমে বাধা দিচ্ছিল মণি। পার্থ বললেন, 'একরকম জোর করেই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাই আমরা।' তাঁরা ওই রাস্তার পাশেই একটি গর্ত খুঁড়ে মৃত কুকুরছানাকে সেখানে রেখে দেন। তখনও মণির চোখে ছিল তার ছানাকে ফিরে পাওয়ার বাসনা।

এরপর যখন কুকুরছানাটিকে মাটি চাপা দেওয়ার কাজ শেষ হয় তখনও মণি একবার ছুটে যাচ্ছে দুর্ঘটনাস্থলে। আবার কখনও দৌড়ে যাচ্ছে রাস্তার পাশে যেখানে তার সন্তানকে রাখা হয়েছে। সেই দৃশ্য নাড়িয়ে দিয়েছিল সবার হৃদয়কেই। সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ভালোবাসা আর শোক, দুটোরই কোনও প্রজাতি নেই।

সেতু নির্মাণ দ্রুত শেষ করার দাবি

হলদিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও আজও চালু হয়নি সেতু। এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সামিলাবস বালুরটারির মানুষজন। স্থানীয়দের অভিযোগ, শিডিউল অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও আজও একটি পিলার অসমাপ্ত।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উকিল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'সেতুর কাজ শেষ করার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে সেতুর কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। তবে সেতুর পাশাপাশি ডাইভারশন তৈরি করা হলে লোকজনের উপকার হত। এখনও গ্রামবাসীকে সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার করতে হচ্ছে।'

এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তুলি খাতুনের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে সেতুর উপরের অংশের ঢালাই ও একটি পিলারের কাজ শুরু করা হয়েছে।' সেতুর কাজ দ্রুত করতে ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দেন জেলা পরিষদের সদস্য আলপনা রায়।

বাংলাদেশ সীমান্তঘেরা ২৪ নম্বর সামিলাবস বালুরটারিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বুড়িতিস্তা নদী। এতদিন সেই নদীতে জরাজীর্ণ কাঠের সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার চলত।

এরপর কোচবিহার জেলা পরিষদের তরফে ওই স্থানে প্রায় ৭৯ মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সময়সীমা পেরিয়েছে আগেই

সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল সেতুর চারটি পিলারের মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটি পিলারের কাজ শেষ করা হয়েছে। অন্য পিলার তৈরির কাজ চলছে। এর মধ্যে দুটি পিলারের মধ্যে সংযোগকারী ঢালাই করা হয়েছে। স্থানীয় ফটিক রায় বলছেন, 'বহু দুর্ভোগের পর সেতুর কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি ছিলাম। কিন্তু আজও সেই কাজ শেষ না হওয়ায় আমরা হতাশ। আসন্ন বর্ষার আগে সেতুর কাজ শেষ করার দাবি করছি।'

দুর্ঘটনা কমলেও বেড়েছে পথে মৃত্যু

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : গত বছরের তুলনায় এ বছর কোচবিহার জেলায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। তবে বেড়ে গিয়েছে দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যুর ঘটনা। পুলিশের তরফে উঠে এসেছে এই তথ্য। এই নিয়ে সোমবার পূর্ত দপ্তর (সড়ক) বিভাগের ডাকে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয় জেলা শাসকের দপ্তরে। দুর্ঘটনা এড়াতে এদিনের বৈঠকে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১ মাসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩ জনের। এ বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বরে সেই সংখ্যা পৌঁছেছে ২০৪-এ। ২০২৪ সালের শুধু নভেম্বর মাসেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৩৬টি, মৃত্যু হয়েছিল ১৯ জনের। অন্যদিকে, এ বছর নভেম্বর মাসে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৩। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২। এক সপ্তাহের মধ্যে বক্সিরহাটের সংকোশ সেতুতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে পথে ক্ষীণ আলোর কারণে। স্বাভাবিকভাবে এই তথ্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে।

সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) শান্তনু বালা, পূর্ত দপ্তর (সড়ক) বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, পূর্ত দপ্তর কোচবিহার ডিভিশনের মৃন্ময় দেবনাথ, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী, পুলিশের ট্রাফিক আধিকারিক সহ অন্যরা।

কোচবিহার জেলায় ৭টি ব্ল্যাক স্পট চিহ্নিত হয়েছে। এখানে দুর্ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। দুটি ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে এবং পাঁচটি জাতীয় সড়কে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই ৭টি জায়গার ২০০ মিটারের মধ্যে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেশকিছু ব্রিজে হাইট বার বসানো হবে। জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের অ্যাপ্রোচ রোডগুলোয় স্থায়ী স্পিডব্রেকার বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। জাতীয় সড়কে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় স্পিড লিমিট, টার্নিং সহ নানা ট্রাফিক সংকেত লাগানো হবে, জানালেন পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ কুণ্ডু।

বার্ষিক ক্রীড়া

মেখলিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ সার্কেলের ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ।

বন দপ্তর পটকা ফাটানোয় উত্ত্যক্ত হাতির দল

ভয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যু

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২৯ ডিসেম্বর : লোকালয়ে তিন হাতি। হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বন দপ্তর এলোপাতাড়ি পটকা ফাটানোয় মেজাজ হারাল হাতিরা। তারা পালটা তেড়ে আসায় পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মাথা ফাটল এক গ্রামবাসীর। গ্রামের তিনটি ঘর ভাঙে হাতিরা। লোকালয়ে বেরিয়ে আশা হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বনকর্মীরা কতটা প্রশিক্ষিত, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে সারাদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ক্রান্তি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে একটি শাবক সহ তিনটি হাতি বেরিয়ে নেওড়া নদী পেরিয়ে ক্রান্তি এলাকায় ঢুকে পড়ে। সকাল থেকেই এলাকায় হাতি দেখার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাতির দলটি ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়মাঝ গ্রামে ঢুকে সৈকত আলি ও হাফিজুর আলমের গোয়ালে ভাঙচুর চালায়। গ্রামবাসীদের তাড়ায় হাতিগুলি পরে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাড়াধুরা চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় চলে যায়।

চা বাগানের রাস্তার ধারে রাখা স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল আলমের একটি বাইকও ভাঙচুর করে হাতির দল। সেই সময় চা বাগানে কর্মরত ছিলেন বরিবুল আজম। একটি হাতি তাঁদের দিকে হঠাৎ তেড়ে আসায় পালাতে গিয়ে তাঁর মাথা ফেটে যায় বরিবুলের। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাতিগুলোকে পটকা ফাটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করছেন বন দপ্তরের কর্মীরা।

মেজাজ খারাপ

- হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে গিয়ে এলোপাতাড়ি পটকা ফাটাচ্ছিলেন বনকর্মীরা
- তাতেই মেজাজ হারাল হাতির দল
- পালটা তেড়ে আসায় পালাতে গিয়েছিলেন এক প্রৌঢ়
- পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর, মাথা ফাটে আরেকজনের

এদিকে লোকালয়ে হাতি বেরোনোর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তরের আপালচাঁদ, বৈকুণ্ঠপুর ও রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও আসে। অভিযোগ, ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আপালচাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীরা হাতির সামনে এলোমেলোভাবে পটকা ফাটাতে শুরু করেন। এতে উত্ত্যক্ত হয়ে হাতিরা জনতার দিকে তেড়ে আসে। ঠিক সেই সময় আতঙ্কে পালাতে গিয়ে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দলাইগাঁও এলাকার বাসিন্দা বক্স আলি (৫৮) পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন ও জ্ঞান হারান। তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার অভিযোগ করেন, 'হাতি তাড়ানোর ন্যূনতম প্রশিক্ষণও নেই আপালচাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীদের। দিনেরবেলায় এভাবে পটকা ফাটিয়ে হাতিকে উত্ত্যক্ত করাই এই মর্মান্তিক ঘটনার অন্যতম কারণ।' বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কাছে চলে যাচ্ছিল। আরও বড় দুর্ঘটনা এড়াতেই সীমিতভাবে পটকা ব্যবহার করা হয়েছে। হাতিগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছে এবং সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।'

দিনভর দাপাদাপির পর শেষপর্যন্ত হাতির দলটি স্থানীয় একটি চা বাগানে আশ্রয় নেয়। রাত নামলেই বন দপ্তরের তরফে পুনরায় হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কুঞ্জমেলায় রাধাকৃষ্ণের সাজে কিশোর-কিশোরী। -সংবাদচিত্র

কুঞ্জমেলা দেখতে ঘরে ঘরে আত্মীয়

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সুতারপাড়ায় আসতে শুরু করেছেন আত্মীয়স্বজন সহ নিমন্ত্রিতরা। সোমবার থেকে যে এখানে শুরু হয়েছে কুঞ্জমেলা। আর এই মেলাকে ঘিরে মেতে উঠেছে গোটা গ্রাম।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমল মিত্র জানালেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামে শুরু হয়েছিল কুঞ্জমেলা। যাঁরা এই মেলার সূচনা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। গ্রামের মানুষের আর্থিক সহায়তায় এখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং কীর্তনের স্থান নির্মিত হয়েছে। এলাকার অন্যান্য বাসিন্দা শীতল কর, নৃপেন রায়, ভূষণ দত্তরা জানালেন, দু'দিন ধরে চলা এই মেলার জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকেন এলাকার বাসিন্দারা।

মেলা আয়োজক কমিটির সম্পাদক ভূষণ দত্তের কথায়, 'এক মাস ধরে মন্দির চত্বরে কীর্তনের পর রাধাকৃষ্ণের মিলনযজ্ঞ উপলক্ষ্যে

> এক মাস ধরে মন্দির চত্বরে কীর্তনের পর রাধাকৃষ্ণের মিলনযজ্ঞ উপলক্ষ্যে এই মেলা হয়। এবছর এই মেলা ৫১তম বর্ষে পা দিল।
>
> **ভূষণ দত্ত** *সম্পাদক, মেলা আয়োজক কমিটি*

এই মেলা হয়। এবছর এই মেলা ৫১তম বর্ষে পা দিল।' এদিন রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং মন্দির চত্বরে রাধাকৃষ্ণের সাজে বালক-বালিকাকে পুজো দেন মেলায় আসা পুণ্যার্থীরা। রাতে মুক্তমঞ্চে পদাবলি কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মেলা নিয়ে উৎসাহী তরুণ প্রজন্মও। স্থানীয় কলেজ ছাত্র সৌরভ রায়ের কথায়, 'প্রতি বছর এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। অনেক কিছু কেনাকাটা করব, খাবার খাব বলে পরিকল্পনা রয়েছে।' কলেজ ছাত্রী তিথি দাস, দীপা রায়, পল্লবী মিত্র, মৌমিতা দাসদের বাড়িতে আবার মেলা দেখতে আত্মীয়স্বজন এসেছেন। বন্ধুবান্ধবদেরও মেলা দেখার জন্য নিমন্ত্রণ জানান তাঁরা। তিথি বললেন, 'সবাই মিলে মেলার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দটাই আলাদা।'

এদিন এই গ্রামে কারও বাড়ি গেলে ভাত না খেয়ে এবং মিষ্টিমুখ না করে যেতে দেওয়া হয় না। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এদিন নিরামিষ রান্না হয়। জমির নতুন ধান ঘরে তোলার পর অনেকে নিয়ম মেনে নবান্ন উৎসব করেন। এই গ্রামে কুঞ্জমেলার দিনেই অধিকাংশ বাড়িতে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ডেকোরেটার ব্যবসায়ী বিমল মিত্রের কথায়, 'কয়েক বছরে এই মেলা এলাকার এক আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে।' এই সময় যেমন আত্মীয়রা বাড়ি আসেন, তেমনই কাজের সূত্রে কেউ বাইরে থাকলেও ফিরে আসেন। তেমনই একজন সুজন রায়। বললেন, 'কাজের সুবাদে বাইরে থাকি। কিন্তু মেলা শুরুর আগেই বাড়ি ফিরেছি। গত বছর মেলা দেখা হয়নি। এবছর মেলায় খুব আনন্দ করব।'

উন্নয়নের পাঁচালি বিতরণ

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ (বি) ব্লক কমিটির উদ্যোগে সোমবার পচাগড় এলাকার মহিলাদের মধ্যে 'উন্নয়নের পাঁচালি' বিতরণ করা হয়। একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভানেত্রী কল্যাণী রায়, পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মন এবং অঞ্চল সভানেত্রী নীলিমা খাতুন বিবি। এই সভায় ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরা হয়।

রাস্তার কাজের সূচনা

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পথশ্রী' প্রকল্পের অধীনে একটি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উৎপল রাউথ বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে আলোকঝাড়ি উচ্চবিদ্যালয় থেকে দোমুখা বিবেকানন্দ ক্লাব পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে।' প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী সহ অন্যরা।

অধিবাস

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : জামালদহ বটতলা হরি মন্দির কমিটির উদ্যোগে সোমবার অষ্টপ্রহরব্যাপী বিশ্ব শান্তি মহানামযজ্ঞ অধিবাস অনুষ্ঠিত হল। এদিন ভাগবত গীতা পাঠ এবং অধিবাস কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার অষ্টপ্রহরব্যাপী মহানাম সংকীর্তন এবং বুধবার মহন্ত বিদায় অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

ছোট্ট তারা

জিয়া বর্মন বক্সিগঞ্জ অন্দরান খাসবস পঞ্চম যোজনা নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। যোগাসনে পুরস্কার রয়েছে। পড়াশোনার সঙ্গে ছবি আঁকতেও সে ভালোবাসে।

পদ্ম নেত্রীকে হেনস্তা

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিসে র‍্যাশন কার্ড সংক্রান্ত কাজে এসে শাসকদলের হেনস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেত্রী শাবানা খাতুন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে আবার তাঁর বিরুদ্ধে আইনবিরুদ্ধ কাজের অভিযোগ উঠল। সোমবার এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় বিডিও অফিস চত্বরে। অবশেষে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশবাহিনী।

সোমবার ছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) শুনানির তৃতীয় দিন। আর এদিন শুনানি চলাকালীন দুপুরে দিনহাটা-১ বিডিও অফিস চত্বরে বিজেপি নেত্রী শাবানা খাতুন তাঁর অসুস্থ ঠাকুরদাকে স্কুটিতে করে নিয়ে আসেন। অফিস চত্বরে ঢোকার সময় তাঁর গাড়ির নম্বর প্লেট আংশিকভাবে ঢাকা ছিল। এই বিষয়টি নজরে আসতেই তৃণমূল কর্মীরা পুলিশের সামনেই প্রশ্ন তোলেন কেন নম্বর প্লেট ঢেকে অফিস চত্বরে প্রবেশ করা হচ্ছে? এরপরই তাঁরা শাবানাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

> বিজেপি নেত্রী বলেই আমাকে পুলিশ ও তৃণমূল অকারণে হেনস্তা করছে। ঠাকুরদা অসুস্থ, হাঁটতে পারেন না, তাই তাঁর র‍্যাশন কার্ড সংশোধনের কাজেই তাঁকে নিয়ে এদিন বিডিও অফিসে এসেছিলাম।
>
> **শাবানা খাতুন**
> *বিজেপি নেত্রী*

পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকলে খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিজেপি নেত্রীর স্কুটি। যদিও কোন অভিযোগে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হল তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

তবে দিনহাটা থানার এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'নম্বর প্লেট ঢাকা বিষয়ে অভিযোগ থাকায় গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

যদিও বিজেপি নেত্রী শাবানা খাতুনের দাবি, 'বিজেপি নেত্রী বলেই আমাকে পুলিশ ও তৃণমূল অকারণে হেনস্তা করছে। ঠাকুরদা অসুস্থ, হাঁটতে পারেন না, তাই তাঁর র‍্যাশন কার্ড সংশোধনের কাজেই তাঁকে নিয়ে এদিন বিডিও অফিসে এসেছিলাম। ঢুকতেই তৃণমূলের লোকেরা আমাকে চরমভাবে হেনস্তা করার পাশাপাশি আমার বয়স্ক ঠাকুরদাকেও অপমান করে।'

এদিকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা পার্থ সাহার পালটা দাবি, 'একজন বিজেপি নেত্রী কীভাবে সেলোটেপ দিয়ে নম্বর প্লেট ঢেকে বিডিও অফিসে ঢুকছিলেন? নম্বর প্লেট এভাবে ঢাকা মানে বেআইনি। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা দাবি করছি, বৃহত্তর তদন্ত হোক এবং অবিলম্বে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক।'

বিজেপির কার্যালয় উদ্বোধন

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : গোসানিমারি-২ অঞ্চলে বিজেপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হল। রবিবার এই কার্যালয় উদ্বোধনে স্থানীয় বিজেপি নেতা কৃষ্ণকমল বর্মন, মানিক বর্মন ও বুতিসুন্দর বাড়ই সহ একাধিক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

দিনহাটাজুড়ে বিজেপির কোনও স্থায়ী কার্যালয় নেই। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোসানিমারি-২ অঞ্চলে দলের কার্যালয় উদ্বোধনকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। নেতারা জানিয়েছেন, এই কার্যালয় চালু হওয়ায় গোসানিমারি-২ অঞ্চলে বিজেপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরও সক্রিয় হবে। নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মসূচি ও জনসংযোগের ক্ষেত্রে বাড়তি শক্তি ও অক্সিজেন পাবেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

বিক্ষোভ মিছিল

সিতাই, ২৯ ডিসেম্বর : সেভেন সিস্টার্স দখলের হুমকি এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যা সহ সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উদ্যোগে সিতাইয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি সিতাই বাজারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। বজরং দলের সিতাই খণ্ডের প্রমুখ জগদীশ বর্মন ভারত সরকারকে দ্রুত বাংলাদেশের মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।

কলস যাত্রা

পারডুবি, ২৯ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে শতাব্দীপ্রাচীন মহানামযজ্ঞ শুরু হবে। এই উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে একটি কলস যাত্রার আয়োজন করা হয়। পারডুবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও হরি মন্দির কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই মহানামযজ্ঞ ও অষ্টপ্রহরব্যাপী লীলা সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে।

মুনাফার আশায় মেখলিগঞ্জে ভুট্টা চাষ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : অধিক মুনাফার আশায় ভুট্টা চাষের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের চাষিদের। গত কয়েক বছরে ভুট্টার দাম কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা লাভের মুখ দেখেছেন। বছর পাঁচেক ধরে দেশের অন্য রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশেও ভুট্টা রপ্তানি করা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ এই রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের সহকারী কৃষি অধিকর্তা অমিতকুমার দাস বলেন, 'ভুট্টা বিক্রি করে ভালো দাম পাচ্ছেন চাষিরা। তাই তাঁরা এই চাষের প্রতি ঝুঁকেছেন। গতবারের তুলনায় এবার আরও বেশি পরিমাণ জমিতে ভুট্টা চাষ হবে বলে আমরা আশা করছি।'

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মরশুমে মেখলিগঞ্জ ব্লকে ২৩০৫ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়েছিল। চলতি বছর সেই পরিমাণ বেড়ে ২৫০০ হেক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি, ভোটবাড়ি, রানিরহাট সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কমবেশি ভুট্টা চাষ হয়। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতে পানিয়ার চর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা চাষ হচ্ছে।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভুট্টা চাষ। -ফাইল চিত্র

বাড়ছে ঝোঁক

- ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে জল তুলনামূলক কম প্রয়োজন হয়
- কীটনাশক এবং সারের খরচও অন্য ফসলের তুলনায় কম
- অন্য রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশেও ভুট্টা রপ্তানি করা হচ্ছে বলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে

ভুট্টার উৎপাদনশীলতা বেশি। ফলে একই পরিমাণ জমিতে অন্য ফসলের তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় চাষিদের আয় বেশি হয়। এছাড়া ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম জল প্রয়োজন হয়। কীটনাশক ও সারের খরচও অন্য ফসলের চেয়ে কম। এই সকল কারণের জন্য চাষিরা ভুট্টা চাষের দিকে ঝুঁকেছেন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের চাষি মহম্মদ অহেদ বলেন, 'ভুট্টা চাষে অন্য চাষের তুলনায় ক্ষতির আশঙ্কা তুলনামূলক অনেকটা কম। দিন-দিন ভুট্টার চাহিদা বাড়ছে এবং ভুট্টা অন্য জায়গায় রপ্তানি করা হচ্ছে। ফলে ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। গত বছর ৩ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলাম। এই বছর ৭ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করব।' এই ব্লকের আরেক চাষি অজয় বর্মন জানান, ভুট্টা চাষে পরিশ্রম ও খরচ তুলনামূলক কম। বাড়ি থেকে ভুট্টা বিক্রি করতে পারেন। লাভও ভালো হয়। তাই ভুট্টা চাষের দিকে ঝুঁকেছেন তিনি।

সিট গঠন

ক্যানিংয়ের হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুতে ৬ সদস্যের সিট গঠন করল পুলিশ। নেতৃত্বে রয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। অভিযুক্ত এসআই এখনও পলাতক। মৃতার দেহ কোয়ার্টারে পাওয়া গিয়েছিল।

নির্দেশিকা

মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রী সঠিক ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সোমবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

বিক্ষোভ

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে দুর্গাপুর নগরনিগমের সামনে একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন আশাকর্মীরা। দাবি না মানা হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি তাঁদের। আশ্বাসের পরেও সিদ্ধান্তে অনড় তাঁরা।

গ্রেপ্তার তরুণ

কলকাতার একটি গেস্টহাউসে প্রেমিকাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল চেন্নাইয়ের তরুণকে। দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রেম ছিল। কী কারণে ঘরভাড়া নেওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুনানিতে বিএলএ-২'দের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা

তৃণমূলের দাবি খারিজ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : শুনানিতে কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া যাবে না। নির্দেশ অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে তার জন্য দায়ী থাকতে হবে। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনার শুনানিতে দলীয় এজেন্ট রাখা নিয়ে তৃণমূলের দাবিকে খারিজ করে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করল কমিশন। সোমবার তথ্যে অসংগতির কারণে ভোটার তালিকা থেকে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করে শুনানির প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন, তার প্রতিবাদ করে সিইওর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, অবিলম্বে এই চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বয়স্কদের শুনানির নামে যে হয়রানি চলেছে, তার প্রতিকারও দাবি করেছে তৃণমূল। এদিন বিএলএ-২ বা দলীয় এজেন্টদের থাকতে দেওয়া হবে না, কমিশনের সিদ্ধান্তে হুগলির মগরা ১ নং ব্লকে অফিসে শুনানি বন্ধ করে দেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। একই দাবি করেছেন তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রও। ওই একই দাবিতে গণ্ডগোলের জেরে মেদিনীপুরেও এসআইআরের শুনানি সাময়িক বন্ধ করে দিতে হয়, যা নিয়ে কড়া মনোভাব নিচ্ছে কমিশন।

শুনানিতে কারা থাকবেন তা নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল কমিশন। প্রথমে কমিশন জানিয়েছিল, প্রতিটি শুনানি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন ইআরও বা মহকুমা শাসকরা। তাঁদের অধীনে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্র পিছু ১০ বা ১১টি টেবিলে শুনানি হবে। টেবিলে শুনানি করবেন এইআরও বা বিডিওরা। পরে শুনানিতে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার যেসব পার্টের শুনানি হবে, সেই পার্টের বিএলওদেরও থাকার অনুমতি দেয় কমিশন। শুনানিতে সর্বশেষ সংযোজন হয় মাইক্রো অবজার্ভার। কিন্তু কোনওভাবেই বিএলএ-২ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের রাখা হয়নি। শুনানিতে কমিশন নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া যাতে অন্য কেউ না থাকেন, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে। কিন্তু রবিবার দলীয় বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্টদের উদ্দেশে বলেন, আরও মাস দেড়েক আপনাদের বিএলওদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকতে হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। এরপরেই এদিন হুগলিতে দলীয় এজেন্টদের শুনানিতে থাকতে দেওয়ার দাবিতে জোর খাটায় তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'বিএলএ-২ থাকতে পারবেন না, এ বিষয়ে আমরা লিখিত নির্দেশ চেয়েছিলাম। ওরা দিতে পারেননি। তাই শুনানি বন্ধ করে দিয়েছি।' গণ্ডগোলের জেরে প্রায় ২ ঘণ্টা শুনানি বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে মেদিনীপুরেও। সেখানেও দলীয় এজেন্টদের শুনানিতে থাকতে না দেওয়ায় শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে শুনানিকে ঘিরে অশান্ত রাজ্য রাজনীতি।

দোটানায় দল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআরের শুনানি পর্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানিপর্বের প্রভাব সরেজমিনে দেখতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলাসফরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেই তাঁকে রিপোর্ট পাঠাবেন অভিষেক। তারপর সবটা খতিয়ে দেখে শুনানিপর্ব নিয়ে শাসকদলের পদক্ষেপ চূড়ান্ত করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসলে শুনানিপর্ব নিয়ে তৃণমূল আইনি পথে যাবে কিনা, সেব্যাপারে দোটানায় দল ও দলনেত্রী উভয়েই। তবে আইনি পথে কীভাবে এগোনো যেতে পারে, তা নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে তৃণমূলের কথাবার্তাও চলছে বলে খবর। এসবের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর আগামী জেলা সফর।

ক্ষোভের মুখে অবজারভার

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরগন। শুনানি নিয়ে ইতিমধ্যেই হয়রানির অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাই সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছোন তিনি। তারপরেই তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। গাড়ির কাচ ভেঙে, বেয়নেট চাপড়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ফলতায় এসআইআরের কাজ দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে পর্যবেক্ষকের ওপর আক্রমণের ঘটনায় জেলাশাসক, পুলিশের ডিজি এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

অন্যদিকে এদিনই ৮৫ বছরের বেশি ভোটারদের শুনানি কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিল কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, এবার থেকে বয়স্কদের বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। অন্তঃসত্ত্বা, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ এবং গুরুতর অসুস্থ বা চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা করা হবে।

এসআইআর-এর শুনানিপর্বের তৃতীয় দিনেও ভোগান্তি অব্যাহত রইল। কেউ অসুস্থ অবস্থায়, কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে, কারও আবার চলাফেরায় অসুবিধা, কেউ শয্যাশায়ী। অথচ নথি নিয়ে শুনানিপর্বে হাজির থাকতে হল তাঁদের। বারাসতের হৃদয়পুরের বাসিন্দা ৮৫ বছর বয়সি শোভারানি ভৌমিকের শুনানিপর্ব চলল গাড়িতে বসেই। পরিবারের সদস্যরাই তাঁকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রানাঘাটের ৮১ বছর বয়সি দিনবন্ধু বিশ্বাসেরও ২০০৫ সালের তালিকায় নাম ছিল। দুর্গাপুরেও জামাইয়ের সাহায্য নিয়ে লাঠিতে ভর করে শুনানি কেন্দ্রে এসেছেন ৮০ বছরের বৃদ্ধা সমিতা ঘোষ। ২০০২ সালের তালিকায় বাবার নাম না থাকায় হুইলচেয়ারে ভর দিয়ে চেতলায় শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিলেন এক প্রৌঢ়া। কাটোয়ায় এসআইআর শুনানিতে নাতির কোলে নিয়ে হাজিরা ৯৬ বছরের বৃদ্ধা। বাকুঁড়ার কোতুলপুরের ৭৮ বছরের তারাপদ পাঁজা অসুস্থ হয়েও হাজিরা দেন।

এরই মধ্যে এসআইআরের শুনানির আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। হাওড়ার আমতায় এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের দাবি, শুনানি থেকে ফেরার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এদিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। কল্যাণীর কাজরাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ৭২ বছরের জওহরলাল মিত্রও রবিবার শুনানিতে হাজির ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, আতঙ্কেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুরুলিয়ার চৌতলায় এসআইআর আতঙ্কে এক বৃদ্ধের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে।

নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনে শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস

মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : শুধু উন্নয়ন নয়, ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে লড়াই করতে চলেছে, তার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নিউটাউন বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকে ১৭ একর জমিতে প্রায় ২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে দুর্গাঙ্গন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, 'মুসলিম তোষণ' নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এদিন মমতা বলেন, 'আমি সেকুলার। আমি গির্জাতে যাই, মন্দিরে যাই, আবার নমাজও পড়ি। তাই আমাকে ধর্মীয়ভাবে বিচার করবেন না।' জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করার কথাও এদিন তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। মমতা বলেন, 'শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। আমি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে শিলান্যাস করব। টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করে। ধর্ম সকলের নিজের। কিন্তু উৎসব সবার।'

নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন নিয়ে বিতর্ক রবিবারই উসকে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুসলিমদের জমিতে মন্দিরের দুর্গাঙ্গনের প্রতিবাদ হওয়ায় স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন শুভেন্দু।

> আমি সেকুলার। আমি গির্জাতে যাই, মন্দিরে যাই, আবার নমাজও পড়ি। তাই আমাকে ধর্মীয়ভাবে বিচার করবেন না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সোমবার হিডকোর তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ইকো পার্কের উলটোদিকে যাত্রাগাছি মৌজায় জমি চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যায়নি বলে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-১-এ এই জমি চূড়ান্ত হয়েছে। সেখানেই শিলান্যাস হচ্ছে। অন্য কোনও কারণ নেই। পর্যাপ্ত জমির অভাবেই দুর্গাঙ্গনের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সব ধর্মকে বিশ্বাস করি। এখানে ২ লক্ষ বর্গফুটের মন্দির হচ্ছে। সারা বছর মানুষ ঠাকুর দেখতে পারবেন। এটা শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, পর্যটন ক্ষেত্রও হয়ে উঠবে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষ রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবে। তাই আমরা চাই বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে। কারোর প্ররোচনায় পা দেবেন না।'

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির পরই এরাজ্যে একের পর এক জগন্নাথ মন্দির, মহাকাল মন্দির ও দুর্গাঙ্গন তৈরি করে হিন্দু ভাবাবেগকে মুখ্যমন্ত্রী যে উসকে দিতে চান, তা এদিন তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট। মুসলিম তোষণ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে এদিন সম্পূর্ণ খণ্ডন করে মমতা বলেন, 'আমি সব ধর্মকে বিশ্বাস করি। অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। দুর্গাঙ্গন নিয়েও মিথ্যা প্রচার হচ্ছে। মানুষ এর জবাব দেবে।'

গতমাসেই উন্নয়নের পাঁচালি তৈরি করে গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান দিয়েছেন মমতা। ২ জানুয়ারি থেকে দলের নেতা-কর্মীরা ওই পাঁচালি নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। কিন্তু শুধু উন্নয়ন নয়, ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আরও লড়াইয়ে যে তিনি নামতে চাইছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এদিনের ভাষণে।

একই সঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যাতে দলীয় ভোটারদের নাম বাদ না যায়, সেদিকেও কড়া বার্তা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে জোড়া আক্রমণের মুখে পড়ে বিরোধী শিবির কতটা মোকাবিলা করতে পারে, তার ওপরই নির্ভর করছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সোমবার।

কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক শা'র

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : এসআইআরের শুনানির আবহে সোমবার রাজ্যে তিনদিনের সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রাতে কলকাতায় পৌঁছেই রাজ্য দপ্তরে দলের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে তৈরি দলের নির্বাচন কমিটির সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করার পর রাজ্য ও জেলার পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। বিকালে আরএসএস-এর রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন শা।

এসআইআরের শুরুতেই অনুপ্রবেশ নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমিত শা বলেছিলেন, দেশে একজনও যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধন করছে নির্বাচন কমিশন। অনুপ্রবেশকারীরাই যেহেতু তৃণমূলের ভোটব্যাংক, সেই কারণেই এসআইআর হতে দেব না বলে পথে নেমেছে তৃণমূল। কিন্তু এসআইআর এবং শুনানি নিয়ে কমিশনের কাজে সন্তুষ্ট নয় সাধারণ, সন্তুষ্ট নয় বিজেপিও। এই আবহে রাজ্যের দলীয় কর্মকর্তাদের কাছে এসআইআর ও রাজ্যের নির্বাচনে সাংগঠনিক রণকৌশল কী হবে তা নিয়ে বার্তা দিতে পারেন শা। তবে মঙ্গলবার শা-র কর্মসূচির মধ্যে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ হল সংঘ নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক। কারণ, সম্প্রতি রাজ্যে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত রাজ্যের পরিবর্তন নিয়ে সরসরি মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ২০২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্য বিজেপির। সেই প্রেক্ষিতে ভাগবতকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা যা মনে করছেন সেটাই আমিও মনে করি।'

নতুন বছরে আদালতে নব্য-আদি চাকরিহারারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : 'আমরা যে তিমিরে ছিলুম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।' বছর শেষের আগে আক্ষেপের সুর চাকরিহারাদের গলায়। নতুন উদ্যমে নিজেদের লড়াই জারি রাখতে তবুও পিছপা হচ্ছেন না তাঁরা। একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও। বর্ষবরণের ছুটি মিটলেই আদালতের দ্বারস্থ হবেন নতুন-পুরোনো চাকরিপ্রার্থীরা। আদালতের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকদের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বেতন নিশ্চিত হলেও চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা স্কুলে তো ফিরতে এখনও পারলেনই না, মাসের পর মাস বেতনহীন হয়েই থেকে গেলেন। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল চাকরিহারাদের আন্দোলন। তাঁদের গত বছরের বর্ষবরণ কেটেছিল চাকরি থাকবে কি না সেই আশঙ্কায়, আর এবছরের বর্ষবরণ কাটবে চাকরি আবার ফেরত পাবেন কি না সেই আশঙ্কায়।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে শিক্ষাদপ্তর নির্দেশ দিয়েছে, 'যোগ্য' চাকরিহারারা ২০১৬ সালের প্যানেলে নিযুক্ত হওয়ার আগে রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর বা স্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত হয়ে থাকলে, তাঁরা নিজেদের পুরোনো চাকরিতে ফেরার আবেদন করতে পারবেন। প্রয়োজনে ওই প্রার্থীদের জন্য সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করাও হতে পারে। যেসব 'যোগ্য' চাকরিহারারা পুরোনো চাকরিতে যোগদানের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছেন, তাঁদের আবেদন গ্রহণ করা হবে। একইসঙ্গে 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ইতিমধ্যেই তাঁদের নতুন নিয়োগ পরীক্ষা কবে হবে, সেই টাইমলাইন বেঁধে দেওয়ার দাবি তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনাচিন্তা করছেন। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের কথায়, 'শিক্ষকদের মতো আমাদের স্কুলে কেন ফেরানো হল না বা কোনওরকম বিকল্প বেতনের ব্যবস্থাও কেন করা হল না, সেই প্রশ্নও আদালত ও সরকারের কাছে তুলব।'

> গত বছর এই সময় ওয়াই চ্যানেলে আন্দোলন করছিলাম। এবছর ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নিলাম। বছর গড়ালেও অবস্থা বদলায়নি। এদিকে ৩২ হাজার চাকরি সহ একাধিক ক্ষেত্রে আদালত মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকরি বহাল রাখছে। দু-বছর ধরে কি আমাদের জন্য মানবিক চিন্তাভাবনা করা যাচ্ছে না?
>
> **সংগীতা সাহা**

নতুন উদ্যম নিয়ে এগোচ্ছেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরাও। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, '৩২ হাজার চাকরি সহ একাধিক ক্ষেত্রে আদালত মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকরি বহাল রাখছে। দু-বছর ধরে কি আমাদের জন্য মানবিক চিন্তাভাবনা করা যাচ্ছে না?' 'যোগ্য' হয়েও যাঁরা ভেরিফিকেশনে ডাক পাননি, তাঁদের সুরাহার জন্যও আদালতের দ্বারস্থ হবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'কিউরেটিভ সহ যে সমস্ত আইনি লড়াই চলছে, সেগুলিও ধারাবাহিকভাবে চলবে। যোগ্যদের চাকরির নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে রিট পিটিশন ফাইলও করার কথা ভাবছেন অনেকেই।'

পালটা নতুন জেনারেল ক্যাটিগোরির চাকরিপ্রার্থীরা ভেরিফিকেশনের তালিকায় বঞ্চিত থাকার প্রশ্ন তুলে আদালতে যাচ্ছেন। নতুন চাকরিপ্রার্থী চৈতালি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তপশিলি সহ অন্যান্য ক্যাটিগোরির প্রার্থীরা কিছুটা সুযোগ পেলেও জেনারেলরা অনেক বেশি নম্বর পেয়েও বঞ্চিত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বাতিলের পাশাপাশি জেনারেলদের সুবিধার্থে হস্তক্ষেপ করুক আদালত।' বর্ষবরণে যখন মাতবেন রাজ্যবাসী, তখন নিজেদের হকের চাকরি ফেরাতে এভাবেই লড়ে যাবেন শিক্ষকরা। নতুনরাও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

'পরীক্ষায় কাউকে বিশেষ সুবিধা নয়'

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আলাদা করে কোনও প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা সহানুভূতি দেখানো যায় না, সোমবার এসএসসি সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই জানিয়ে দিল হাইকোর্টের বিচারপতি রবিকিষান কাপুর ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ। এসএসসির চলতি ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার দিন অসুস্থ থাকায় হাজির হতে পারেননি এক প্রার্থী। তাই সুযোগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। একক বেঞ্চ ওই প্রার্থীকে পুনরায় ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় বসার সুযোগ করে দিতে কমিশনকে নির্দেশ দেয়। এদিন একক বেঞ্চের এই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল কমিশন।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

কমিশনের এই মামলায় বিচারপতি কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নিয়ম অনুযায়ী নতুন বিধিতে এমন কোনও সুযোগ নেই যাতে কোনও প্রার্থীর জন্য আলাদা করে ইন্টারভিউয়ের সময় আবার নির্ধারণ বা সংশোধন করা যায়। ৫ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। ফলে ১ জনকে ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ দেওয়ার অর্থ বহু প্রার্থীর এই আবেদন জানাবেন। ফলে মামলার পাহাড় তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় সহানুভূতি দেখানোর কোনও অবকাশ নেই। এই ধরনের পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে সক্রিয় ও তৎপর হতে হয়।' একক বেঞ্চের নির্দেশে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রাখা হয়েছে।

এদিকে ৪৭ জন প্রার্থী চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের এই প্রার্থীদের চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যোগ্য হওয়ায় ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রয়েছেন। এরইমধ্যে পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সময়সীমা বাড়াতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। আবেদনকারীদের আইনজীবীদের অভিযোগ, এই প্রার্থীরা পুরোনো চাকরিতে ফিরে যেতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। মালদা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ (ডিপিএসসি) ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যোগদান করতে বলেছে। এই প্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অংশ নিয়েছে। উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলছে।

এই পরিস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনা ডিপিএসসি যোগদানের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ অগাস্ট করলেও মালদার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাই নির্দেশ দিক আদালত। কমিশনের দাবি, বর্তমানে তাঁরা কর্মরত থাকায় একটি পদে রয়েছেন। আবার আরেকটি পদের জন্য আবেদন করে রেখেছেন। আবার প্রাথমিকের পদে যোগদানের জন্য সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনও করছেন। এটা যুক্তিসংগত নয়। বিচারপতি বলেন, 'একসঙ্গে এতগুলি পাবলিক পোস্ট ধরে রাখা যায় কি?' মালদা ডিপিএসসি'কে নোটিশ সার্ভ করতে বলা হয়েছে।

সভার অনুমতি আদায়ে শততমবার হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : ফের কর্মসূচি করতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচলে জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। সেই কর্মসূচিতে থাকবেন শুভেন্দু। কিন্তু এই জনসভার সম্মতি দিচ্ছে না পুলিশ-প্রশাসন। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গিয়েছে, চাঁচলের কলমবাগান ময়দানে শুভেন্দুর এই জনসভা হওয়ার কথা। ওই স্থানের মালিকের কাছ থেকে এনওসি-ও নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব চাঁচল থানার আইসি ও এসডিও বা মহকুম শাসকের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই নিয়ে বিরোধী দলনেতার শততম কর্মসূচিতেও অনুমতি নিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হল বিরোধী দলনেতাকে। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এসডিও বিষয়টি নাকচ করে দিচ্ছেন। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলাটি ৩১ ডিসেম্বর রাখা হয়েছে।

বছর শেষে জমজমাট দিঘা-মন্দারমণি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বাড়ির দেওয়ালে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার ঝুলতে আর একদিনের অপেক্ষা। তার আগে বছর শেষের লম্বা ছুটি ও বর্ষবরণের উচ্ছ্বাসের টানে বাঙালির গন্তব্য তাই সমুদ্রসৈকত। প্রতি বছরই প্রচুর মানুষ নীল জলরাশির টানে ভিড় করে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুরের মতো উপকূলীয় এলাকাগুলিতে। তাই বর্ষবরণের আমেজে মেতে উঠতে হোটেল, রিসর্ট, গেস্টহাউসগুলির বুকিং শেষ। হোটেল মালিকদের ভাঁড়ারে লক্ষ্মী উপচে পড়ায় মুখে চওড়া হাসি।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ মানে কাজের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি ছেড়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে একান্তে মজার সময় কাটিয়ে নেওয়া। শহরের কোলাহল ছেড়ে অনেকেরই গন্তব্য সমুদ্র উপকূল। তার ওপর জগন্নাথের মন্দির দিঘার নতুন আকর্ষণ। মাত্র আটমাসেই দর্শনার্থী সংখ্যা ছাড়িয়েছে, দাবি মন্দির কর্তৃপক্ষের। দিঘা থেকে উদয়পুর সর্বত্রই হোটেল, রিসর্ট আগেভাগে বুক। নিউ দিঘার একটি বিখ্যাত হোটেলের কর্মচারী সন্দীপ জানা বলেন, '৩১ ডিসেম্বরের জন্য আগে থেকেই বুকিং রয়েছে। রুম আর খালি নেই।' দিঘার আরেক হোটেলের কর্মচারী কাজল ওঝা বলেন, 'অনলাইনে ওয়ান ও টু ডে বুকিং করে রাখা হয়েছে।' মন্দারমণির এক হোটেলের কর্মচারী কমল গিরির কথায়, 'এবছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নিউ ইয়ারের জন্য ফোন আসতে শুরু করেছে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি বুকিং ফুল রয়েছে।' তাজপুরের এক গেস্ট হাউসের ম্যানেজার স্বপনকুমার রঞ্জিত জানান, শুধু কলকাতা বা অন্যান্য জেলা নয়, বাইরের রাজ্য থেকেও পর্যটক আসছেন দিঘায়।

শংকরপুরের এক রিসর্টের ম্যানেজার সৌমেন দত্ত বললেন, 'নিউ ইয়ারের নাইটের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ ছিল। সেটারও বুকিং ফুল। ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ৯০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে।' উদয়পুরের এক হোটেলের কর্মচারী রণজয় ঝা'র কথায়, 'লাইভ মিউজিক, বোন ফায়ার এসবের ব্যবস্থা রয়েছে। আগে থেকেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।'

বর্ষবরণ মানে দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি জুড়ে এক উৎসবের আমেজ। এবছর দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ ও হোটেল মালিক সংগঠনের তরফে এবছর বিচ ফেস্টিভেলের আয়োজন করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর রাতে অলিম্পিকের কায়দায় সমুদ্রের বুকে একটি ভাসমান জেটি থেকে পরিবেশবান্ধব গ্রিন বাজির প্রদর্শন হবে। পর্যটনকেন্দ্রগুলি যানজট মুক্ত রাখতে বাস ও বড় গাড়িগুলিকে ওল্ড দিঘার বদলে বাইপাস দিয়ে নিউ দিঘার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'জগন্নাথ ধাম তৈরি হওয়ার ফলে গাড়ি যেহেতু ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই কিছুটা হলেও মার খাচ্ছে ওল্ড দিঘার ব্যবসায়ীরা। তবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যেকটি হোটেলে বুকিং হয়ে গিয়েছে।' নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত উপকূল। তিলধারণের জায়গা নেই সৈকত সরণিতে। নোনা হাওয়া ফের প্রমাণ করল বাঙালির প্রিয় ডেস্টিনেশন সেই সমুদ্রসৈকতই।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ পৌষ ১৪৩২

‘বিপ্লবে’র পরিণতি

গুটিয়ে যাওয়ার পথে জুলাই বিপ্লব। তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন পরবর্তী বাংলাদেশ তাই নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৪-এর ‘জুলাই অভ্যুত্থানে’র কান্ডারিরা কার্যত ছত্রভঙ্গ। তাঁদের একদল মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোয় অস্তিত্ব সংকটে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতাদের তৈরি এই এনসিপি। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে এনসিপি’র জোট এখন অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জামায়াতে এবং এনসিপি’র কাছে এই জোট কার্যত বাধ্যবাধকতার রাজনীতি। একথা আর গোপন নেই যে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের অনুপ্রবেশ ছিল। ছাত্রদের ওই আন্দোলনকে শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাতে নিয়ে যাওয়ার মূল উসকানি ছিল জামায়াতের। সেই উদ্দেশ্য সফল হলেও জামায়াতের ক্ষমতা দখল নিয়ে সংশয় যথেষ্ট। বরং বাংলাদেশজুড়ে অরাজকতার পরিবেশের সুবাদে জামায়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট টাল খেয়েছে। একার পক্ষে নির্বাচনে লড়ে শাসনক্ষমতা দখলের জায়গায় এখন আর নেই জামায়াতে।

আওয়ামী লিগের পর বিএনপি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্বাভাবিক পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তারেক রহমানের দেশে ফেরা বিএনপি’র পালে হাওয়াকে আরও জোরালো করেছে। ফলে নিজের পরিসর বাড়াতে এখন মরিয়া জামায়াতে। সেই লক্ষ্যে এনসিপি’র সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতায় তাদের আগ্রহ থাকা খুব স্বাভাবিক। অন্যদিকে, যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, তত মোল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত, নিজেদের সম্পর্কে সেই উপলব্ধি হচ্ছে এনসিপি’র একাংশেরও।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এনসিপি’তে শামিল তরুণ প্রজন্মের সবাই মৌলবাদী ভাবনার শরিক নন। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামিকে অপছন্দ তাঁদের অনেকের। কেউ কেউ আবার কিছুটা হলেও সর্বধর্মসমন্বয়ের পক্ষে। সেই কারণে জামায়াতে-তে ভিড়ে না গিয়ে তৈরি করতে হয়েছিল আলাদা দল। পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের আরও একটা কারণ ছিল। তা হল ক্ষমতার লোভ। হাসিনাকে তাড়িয়ে দেশের শাসক হয়ে ওঠার বাসনা পেয়ে বসেছিল এই ছাত্র নেতাদের।

কিন্তু ক্রমে এই নেতারা বুঝতে পেরেছেন, মৌলবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নৈরাজ্য সৃষ্টি যত সহজ, নির্বাচনি সাফল্যলাভ তত কঠিন। শহর এলাকায় সমর্থন মোটামুটি থাকলেও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এনসিপি’র পায়ের তলায় যে জমি খুব কম, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এতে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হওয়ার ভয় পেয়ে বসেছে এনসিপি-কে।

তারেক রহমান দেশে ফেরার পর বিএনপি’র পক্ষে দেশজুড়ে উন্মাদনার আবহ সেই আতঙ্ককে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জামায়াতের লেজ ধরে তাই নাহিদ ইসলাম, সারজিস, হাসনাতের মতো নেতারা যে কোনও মূল্যে ক্ষমতার শরিক হতে মরিয়া। দলের উল্লেখযোগ্য অংশের আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তাই এনসিপি-কে তাঁরা জামায়াতের জোটসঙ্গী করে ফেললেন। তাতেও নির্বাচনি অঙ্কে শেষরক্ষা হবে কি না, তা জামায়াতে ও এনসিপি’র পক্ষে অনিশ্চিত।

শেষপর্যন্ত দেশ-বিদেশের নানাবিধ চক্রান্তে নির্বাচন ভেস্তে না গেলে জামায়াতের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা প্রবল। সেই শক্তির উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে অন্তত এখন থাকতে চাইছেন এনসিপি’র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতারা। উভয়পক্ষের তাগিদে তাই এই নির্বাচনি জোট। তবে ক্ষমতা দখল পুরোপুরি অনিশ্চিত মনে করলে এই দুই শক্তি মিলিতভাবে ভোট বানচালের মরিয়া চেষ্টা করতে পারে। সেই চেষ্টা সফল হবে কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি।

রাজনীতির সাপলুডোর খেলায় বিএনপি শাসকদল হয়ে উঠতে পারবে কি না, সেটাও ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলা যাবে না। তবে ওই খেলায় জামায়াতের চেয়ে বড় ধাক্কা লাগতে পারে এনসিপি-তে। ইতিমধ্যে প্রথম সারির পাঁচজন নেতা এনসিপি’র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন সদস্য জোটে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। শীর্ষ নেতৃত্ব জোটে অনড় থাকলে ক্ষমতালিপ্সু ছাত্র নেতাদের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

মানিয়ে নেওয়ার ‘জাতীয় অসুখ’

দিনের আলোয় যে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে আমরা তুলোধোনা করি, রাতের অন্ধকার নামলেই তাকে ‘বাস্তব’ বলে মেনে নিই।

অনমিত্র বিশ্বাস

সমাজমাধ্যম আর টক শো—দুই জায়গাতেই আমরা বড্ড প্রগতিশীল। নারী স্বাধীনতা, লিঙ্গসাম্য বা পিতৃতন্ত্রের পতন নিয়ে আমাদের তর্কের তুবড়ি ছোটে। কিন্তু সেই তুবড়ির মশলাটা ভিজে যায় ঠিক যখন সূর্য ডোবে। দিনের আলোয় যে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে আমরা তুলোধোনা করি, রাতের অন্ধকার নামলেই তাকে ‘বাস্তব’ বলে মেনে নিই। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যাদের প্রগতিশীলতার ফানুস আকাশে ওড়ে, তাদের অন্দরমহলে উঁকি দিলে দেখা যায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। লাইব্রেরি খোলা সারারাত, জিম খোলা, কিন্তু মেয়েদের হস্টেলের দরজায় ঝোলে সেই আদিম নিয়মের তালা। রাত ৯টা বাজল তো, রেজিস্টার খাতা নিয়ে যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন ওয়ার্ডেন। ফিরতে দেরি হলে বা বেরোতে চাইলেই কৈফিয়ত দিতে হবে, নাম লিখতে হবে।

সবচেয়ে মজার (বা ভয়ের) ব্যাপার হল, এই ‘শাসন’ প্রক্রিয়াটা ছেলেদের জন্য খাটে না। মেয়েদের বেলায় ওয়ার্ডেনদের প্রধান অস্ত্র—‘বাড়িতে জানিয়ে দেব’। যেন প্রাপ্তবয়স্ক একটি মেয়ের রাতে বাইরে থাকাটা তাঁর পড়াশোনা বা গবেষণার চেয়েও বড় অপরাধ। অথচ ছেলেদের হস্টেলে এই হুমকি ধোপে টেকে না। তাঁদের কাছে বরং রাতবিরেতে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞাটাই হাস্যকর ঠেকে। আসলে, সমস্যাটা নিরাপত্তার নয়, সমস্যাটা আমাদের মজ্জাগত ভণ্ডামির।

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, মানুষ একা হলে তার বিশ্বাসের ধার কমে যায়। আমরা মনে মনে যা বিশ্বাস করি, তা বাস্তবে করে দেখানোর সাহস পাই তখনই, যখন পাশে একটা দল থাকে। ‘মাস সাইকোলজি’ বা যূথবদ্ধতা আমাদের সাহস জোগায়। ইতিহাস ঘাঁটলে এর ভূরিভূরি প্রমাণ মেলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সেই অগ্নিযুগের কথা ভাবুন। যাঁরা একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখন কি আর সেই স্ফুলিঙ্গ বজায় রাখতে পেরেছিলেন? তেভাগা আন্দোলনের সুবোধ রায় হোন, কিংবা নকশাল অনন্তলাল সিংহ বা মেয়র লোকনাথ বল—বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাঁদের কারও রাজনৈতিক বা বিপ্লবী জীবনে চট্টগ্রামের সেই ঔজ্জ্বল্য আর দেখা যায়নি।

সমাজের ছাঁচে পড়ে যাওয়া

আমার এক সন্ন্যাসী সতীর্থকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, ‘সংসারে থেকেও কি ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়?’ তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘কেন নয়? কিন্তু সেখানে যে বড্ড একা! মঠের পরিবেশ আর বাইরের জগতের পার্থক্য হল—এখানে কেউ হতাশ হলে অন্যজন তাকে উৎসাহ দেয়, কেউ গাফিলতি করলে তাকে ভর্ৎসনা করার লোক আছে। সংসারে তোমরা কেবল গোলমালই পাকাতে পারো, শোধরানোর লোক নেই।’ কথাটা নির্মম সত্য। একা হয়ে পড়লে মানুষের ‘কনভিকশন’ বা প্রত্যয় নড়বড়ে হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক চাপে সে তখন নিজেকে ভেঙেচুরে সমাজের ছাঁচে ফেলে দেয়। তাই যে ছেলেটা বা মেয়েটা পাবলিক ফোরামে বিপ্লব আউড়ে আসে, বাড়ি ফিরে সে-ই আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ দিনের শেষে আমরা সবাই ভীষণ অলস এবং আপসকামিতায় বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ যাকে বলেছিলেন ‘টু ফেস দ্য ডেভিল’—সেই শয়তানের চোখে চোখ রাখার সাহস আমাদের নেই। বরং আজন্ম আমাদের শেখানো হয়েছে—মানিয়ে নেওয়াটাই ভদ্রতা, আর অসুবিধার কথা জোরগলায় বলাটা বেহায়াপনা। আমরা বেঁচে আছি ‘ঠেকা দিয়ে’। ক্রিকেট ম্যাচে যেমন ব্যাটাররা খারাপ বলের অপেক্ষায় থেকে ভালো বলগুলো শুধু ঠেকিয়ে যায়, আমাদের জীবনটাও তাই। প্রতিরোধের সাহস আমাদের কদাচিৎ হয়, আর একা হলে তো প্রশ্নই নেই। জুলুমবাজি বা অন্যায় দেখলে আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি।

একা হয়ে পড়লে মানুষের ‘কনভিকশন’ বা প্রত্যয় নড়বড়ে হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক চাপে সে তখন নিজেকে ভেঙেচুরে সমাজের ছাঁচে ফেলে দেয়। তাই যে ছেলেটা বা মেয়েটা পাবলিক ফোরামে বিপ্লব আউড়ে আসে, বাড়ি ফিরে সে-ই আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ, দিনের শেষে আমরা সবাই ভীষণ অলস এবং আপসকামিতায় বিশ্বাসী।

মহাভারতও সাক্ষী

মহাভারতের পাতা ওলটালে দেখা যায়, এই আপসের খেলা নতুন নয়। সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে দম্ভভরে বলেছিলেন, ‘রাত্রিবেলাটা আমাদের, অর্থাৎ গন্ধর্ব আর রাক্ষসদের। মানুষের বিচরণ কেবল দিনে।’ অর্জুন সেদিন গাণ্ডীব হাতে হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি কে হে, যে তোমার কথায় আমি রাতে গঙ্গার জল স্পর্শ করব না?’ কী অদম্য তেজ! অথচ সেই অর্জুনই আবার দ্যূতসভায় পাশার চালের নিয়মের কাছে হার মানলেন, পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সন্ধি করতে চাইলেন, এমনকি আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার চেয়ে ভিক্ষান্ন ভোজনকে ‘শ্রেয়’ মনে করলেন।

আজকের বাঙালিও সেই ‘সিলেক্টিভ’ সাহসী। বাংলা সিরিয়ালের নববিবাহিতা বৌটির মতো আমাদের মানিয়ে নেওয়ার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। হস্টেলে র‍্যাগিং হচ্ছে? সিনিয়াররা বলছে মানিয়ে নাও, নইলে তুমি ‘মিসফিট’। পাড়ায় গভীর রাতে শব্দবাজি ফাটছে? হার্টের রোগীর কষ্ট হচ্ছে? প্রশাসন বলছে, ওটুকু মানিয়ে নিন, উৎসব বলে কথা! আজ আমাদের দেশের ‘সিভিক সেন্স’ আর সেই সন্ত্রাসবাদীদের মানসিকতার মধ্যে বিশেষ তফাত খুঁজে পাওয়া ভার। প্রাকৃত উচ্ছ্বাসের নামে অন্যের প্রাণান্ত করাটা এখন আমাদের সংস্কৃতি। সিনেমার পর্দায় সুভাষচন্দ্র বসু যখন ইংরেজ প্রফেসরকে প্রহার করেন, আমরা হাততালি দিই। কিন্তু বাস্তবে? বাস্তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি যখন সিস্টেমের চাপে আত্মহত্যা করে, আমরা চুপ থাকি। ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘অভিমন্যু’র মতো একা লড়াই করে হেরে যান, আর আমাদের গবেষক-অধ্যাপকরা প্রশাসনিক দুর্নীতি দেখেও চোখ বুজে থাকেন। কেন? কারণ, ট্যাঁ-ফোঁ করলেই ফান্ডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়।

গলদ সিস্টেমেই

সিস্টেমের এই পচন সর্বত্র। পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে যে প্রহসন চলে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শতরূপ ঘোষ। একজন সেক্স-অফেন্ডারের পাসপোর্ট পুলিশ অ্যাপ্রুভ করল কী করে? উত্তরটা ওই ‘দৃশ্যম’ সিনেমার গাইতোন্ডে-দের মতো অফিসারদের পকেটে। ন্যায্য অ্যাপ্লিকেশন আটকা পড়ে থাকে, আর টাকার বিনিময়ে অপরাধীর ছাড়পত্র মেলে। নিয়ম ভাঙারও কি কোনও নিয়ম আছে? নাকি সবটাই শিশুপালের অপরাধের মতো একশো হওয়ার অপেক্ষায়?

আসলে সমস্যাটা গোড়ায়। আমরা রোগ সারাতে চাই, কিন্তু রোগের কারণটা উপড়ে ফেলতে চাই না। লাতিন আমেরিকা ভ্রমণের সময় মোটর সাইকেল আরোহী এক সদ্য স্নাতক ডাক্তার তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন এক অমোঘ উপলব্ধির কথা। তিনি বুঝেছিলেন, ডাক্তার কেবল দৈবাৎ ঘটে যাওয়া অসুখের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থায় অনাহারে, অমানুষিক পরিশ্রমে মানুষ তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে, সেখানে শুধু ওষুধ দিয়ে কী হবে? আগে দরকার তাদের বাঁচানো। দরকার সৈনিকের ভূমিকা। তবেই চিকিৎসার উপযোগিতা থাকবে।

নেহরু পেরেছিলেন, নেতাজি পারেননি

সেই ডাক্তারই পরে হয়ে উঠেছিলেন চে গেভারা। তিনি বুঝেছিলেন, তলোয়ারের কাজটা না সেরে স্ক্যালপেল ধরলে তা পণ্ডশ্রম। মহাজনি শোষণের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে তিনি কেবল ‘মানিয়ে’ নেননি, ‘ঠেকা’ দেননি। তিনি চেয়েছিলেন জরাজীর্ণ সমাজটাকে বলরামের লাঙল দিয়ে উপড়ে ফেলতে। সুভাষচন্দ্র বসুও তাই। নরমপন্থীদের তোষামোদ আর আপসের রাজনীতিতে যখন তিনি শ্বাসরুদ্ধ বোধ করছিলেন, তিনি বেছে নিয়েছিলেন অনিশ্চিত বিদেশ-বিভুঁই আর এক অসম যুদ্ধ। নেহরু তখন ভেবেছিলেন, ‘এই বয়সে জেলে যাওয়া ঝক্কির ব্যাপার।’ নেহরু মানিয়ে নিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সুভাষ পারেননি। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে কে ঠিক—আপস, নাকি বিদ্রোহ? সে তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি।

তবে একটা কথা স্পষ্ট। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আর সুখের জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা এক জিনিস, আর সেই আপসকেই ‘রাজধর্ম’ বা ‘সামাজিক নিয়ম’ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া আরেক জিনিস। কোনও মেয়ে যদি রাতে বেরোতে ভয় পায়, সেটা তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সতর্কতা হতে পারে—তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যখন রাষ্ট্র বা সমাজ সেই ভয়টাকেই নিয়ম বানিয়ে দেয়, মেয়েদের গৃহবন্দি করে রাখে ‘সুরক্ষা’র দোহাই দিয়ে, তখন সেটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তরের অপেক্ষা

আজ যদি আমরা তরুণ চে-র মতো সমবেত স্বরে চিৎকার করে বলতে পারতাম—না, আমরা আর ক্ষইব না, সইব না; যদি আধমরা সমাজটাকে ঘা মেরে বাঁচানোর সৎসাহসটুকু অর্জন করতে পারতাম; তবেই হয়তো কিছু বদলাত। যাঁরা টি-শার্টে চে-র ছবি আর ড্রয়িংরুমে বিবেকানন্দের মূর্তি পাশাপাশি রাখেন, তাঁরা যদি এই দুই আইকনের প্রকৃত দর্শনকে মেলাতে পারতেন—তবে বুঝতেন, ভয় পেয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা নয়, অন্ধকারকে জয় করাই মনুষ্যত্ব।

আমরা কি পারব অর্ধেক আকাশকে অন্ধকারে ভয় পাওয়ার পরামর্শ না দিয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার ভেদ করতে? নাকি সেই ‘মানিয়ে নেওয়া’র আফিম খেয়েই কাটিয়ে দেব আরও একটা শতাব্দী? উত্তরটা আমাদেরই খুঁজতে হবে।

(লেখক আইআইটি ভিলাই-এ অঙ্কের গবেষক)

আজ

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পরিচালক মৃণাল সেন।

১৯৭৫

আমেরিকান গলফার টাইগার উডসের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এসআইআর-এ পঞ্চাশজন মানুষ মারা গেলেন, আত্মহত্যা করলেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, দানবিক শক্তির বিনাশ ঘটাও। মানবিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলো। অনেক সহ্য করেছি। এখনও সহ্য করছি। ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, সহ্যের একটা সীমা থাকে। ধৈর্যেও সীমা আছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

চিনের গুয়াংজুতে এক বাড়ির চারতলার জানলায় খেলছিল একটি শিশু। গ্রিল গলে বেরোনোর চেষ্টা করে সে। দেহ গলে গেলেও মাথা গ্রিলে আটকে যায়। তিনটি ছেলে বহুতলের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে শিশুটিকে উদ্ধার করে।

ভাইরাল/২

মালয়েশিয়া থেকে চেন্নাই ফেরেন দক্ষিণের তারকা-রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। বিমানবন্দরের টার্মিনাল থেকে বেরোতেই ঘিরে ধরেন ভক্তরা। সেলফির হিড়িকে নিরাপত্তারক্ষীদের কালঘাম ছোটে। হুড়োহুড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান বিজয়। কোনওরকমে তাঁকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়।

জনমন
জনমত

প্রকৃতিকে বিরক্ত করে উৎসব হয় না

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি - শীতের এই পর্বটি বাঙালির কাছে নিছক সময়কাল নয়, এ এক মিলনোৎসবের মরশুম। আনন্দপ্রিয় বাঙালি এ সময়েই বেরিয়ে পড়ে ‘চড়ুইভাতি’র ডাকে। পিকনিক মানে খোলা আকাশ, গল্প-গান, হাসিমজা, খাওয়াদাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সময় কাটানো। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, পিকনিকের আনন্দ ক্রমশ প্রকৃতির স্বস্তি কেড়ে নিচ্ছে। অরণ্য-অভয়ারণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে উচ্চগ্রামে ডিজে বা ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম বাজানো এখন এক ‘ট্রেন্ড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বন্যপ্রাণের স্বাভাবিক জীবনচক্র, প্রজনন আচরণ, খাদ্য সংগ্রহ ও পরিযায়ী পাখিদের গতিপথে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

শব্দ দূষণের অভিঘাতে হাতি, হরিণ, বন্য শুয়োর থেকে শুরু করে নিশাচর প্রাণীরাও দিশেহারা হয়ে পড়ছে, যা প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে দীর্ঘমেয়াদে বিপন্ন করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা। একবার ব্যবহারযোগ্য থালা, গ্লাস, পলিথিন, চিপস, জলের প্যাকেট, বোতল - এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রকৃতির কোলে ফেলে আসা মানেই নদীর জল, মাটির উর্বরতা ও পশুপাখির অস্তিত্বে বিষের সঞ্চার। অনেক প্রাণী খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিক গিলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, মাটি প্লাস্টিক-মাইক্রোপ্লাস্টিকে আচ্ছন্ন হয়ে তার স্বাভাবিক শ্বাস-জলধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। পরিবেশ সচেতন সমাজের কাছে এ শুধু দূষণ নয়, এ এক নীরব সর্বনাশের পূর্বাভাস।

সরকারি দপ্তর, বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, অভয়ারণ্য-ইকো সেনসিটিভ জোন লাগোয়া এলাকায় ডিজে সাউন্ড সিস্টেম নিষিদ্ধকরণ, কঠোর নজরদারি, নির্দিষ্ট বর্জ্য ফেলার পয়েন্ট স্থাপন, ‘লিভ নো ট্রেস’ নীতির প্রচার এবং পর্যটক-পিকনিকপ্রেমীদের জন্য সচেতনতা প্রচার চালু করা হোক। একইসঙ্গে নাগরিক সমাজ, সংগঠন, শিক্ষক-ছাত্র-যুবসমাজকে নিয়ে ‘নো ডিজে, নো প্লাস্টিক, ওনলি নেচার’ বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রকৃতির কোলাহলই হোক আমাদের সংগীত, পাতা-জলের শব্দেই হোক আমাদের আনন্দ। প্রকৃতিকে বিরক্ত করে উৎসব হয় না, প্রকৃতিকে রক্ষা করেই উৎসব সার্থক হয়।

‘আনন্দ’ ও ‘দায়িত্ব’ - এই দুইয়ের সমন্বয়েই বাঁচবে উত্তরবঙ্গের অরণ্য, বাঁচবে তার প্রাণস্পন্দন, বাঁচবে বাঙালির চড়ুইভাতির প্রকৃত আনন্দ।

শ্রাবন্তী রায়, পূর্ব মাগুরমারি, ধূপগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

মিষ্টি-ছোঁয়াচ এড়িয়েও অন্য পরিচিতি

সন্ধ্যামণি পিঠা, ডিমের পিঠা, কাটা পিঠা : চেনা রূপের বাইরে বাংলাদেশে ‘পিঠা’-কে নিয়ে রয়েছে অন্য এক দর্শন।

মলয় চক্রবর্তী

শীত নামলেই রসনাতৃপ্তির টানে বাঙালির মন প্রথমে যে স্বাদের দিকে ছুটে যায়, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পিঠার অপার আমন্ত্রণ। এপার বাংলায় ‘পিঠে’, ওপার বাংলায় ‘পিঠা’—একই রন্ধন ঐতিহ্যের দুই নাম, কিন্তু বাংলাদেশের পিঠার ঐশ্বর্য যেন একটু আলাদাই। নতুন ধানের আতপচাল, তাজা খেজুরগুড়, মোলায়েম পাটালির সুবাস আর চুলোর ধোঁয়ার উষ্ণতায় যে স্বাদময়তার জন্ম হয়, তা যেন শীতের গ্রামীণ জীবনের অতুলনীয় রূপকথা। বাংলাদেশের নানা জেলায় শীত মানেই পরিবারের পর পরিবারে পিঠা তৈরির উৎসব, যেন একটি মৌসুমি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। শিশু অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে যে ‘পিঠা উৎসব’ সেখানকার শীতকে এক অনন্য সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত করেছে, তা আজ রন্ধনশৈলীকে অতিক্রম করে এক মানবিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। ঘরে ঘরে মায়েরা, বধূরা, অনূঢ়ারা যেন প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন—কে কত অভিনব পিঠা তৈরি করতে পারেন, কার হাতের স্বাদে মুগ্ধতা বেশি। বাঙালির চিরন্তন অতিথি-সংস্কৃতি তাই এই শীতকালীন রসনার মাধ্যমে আবারও পুনর্জাগরিত হয়। আমরা সাধারণত পিঠেকে শুধুই মিষ্টির পরিধিতেই ভাবি; খেজুর রস, চিনির সিরা বা ক্ষীরসার আশ্রয়ে তৈরি স্বাদই যেন পিঠের আদি-মূর্ত।

কিন্তু বাংলাদেশের পিঠার ইতিহাস বলছে অন্য কথা- সেখানে নোনতা, ঝাল এবং ডিম, মাছ, মাংস ও শুঁটকি-সংবলিত পিঠারও এক বিস্ময়কর ধারা রয়েছে। এপার বাংলায় যা তেমন পরিচিত নয়, তা ওপারে বহু শতাব্দী ধরে স্বীকৃত শৈল্পিক খাদ্যসংস্কৃতি। কাঁঠাল পাতায় ভাপে ওঠা ‘সাগু দানা পিঠা’, সন্ধ্যামণি ফুলের মতো আকৃতির ‘সন্ধ্যামণি পিঠা’, দুধ-নারকেলের পরম মেলবন্ধনে গড়া ‘গোকুল পিঠা’, অভিজাত বিয়েবাড়ির ভেট- ‘ফুল অন্দরসা’, ঝাল-মশলা-ডিমের সমন্বয়ে ‘ডিমের পিঠা’, নৌকার মতো আকৃতির পুরোনো দিনের ‘কাটা পিঠা’, কিংবা বরিশালের প্রবাদপ্রতিম ‘কুয়োরা পিঠা’। বাংলাদেশের পিঠার নামলগ্নই যেন তার সৃষ্টি-কাহিনী বলে দেয়। কোথাও তিলের গন্ধ, কোথাও পোস্তর মোলায়েম সংস্পর্শ, কোথাও শুকনো লংকার দহনে লেগে থাকা গ্রামীণ ঝাঁঝ—প্রত্যেকটি পিঠা যেন একেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কণ্ঠস্বরে রচিত স্বাদ-স্মৃতি। আতপচাল, পাকা কলা, নারকেল কোরা, দুধ, এলাচ, দারুচিনি, পেস্তা, ক্ষীরসা, মাছ, মাংস, শুঁটকি-বাংলাদেশের পিঠাশিল্প এই বহুবর্ণ উপাদানের মেলবন্ধনে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে।

পিঠার সম্ভার। বাংলাদেশে।

ফলে পিঠা আর কেবল শীতের খাবার নয়—এটি এক অঞ্চলের ইতিহাস, স্বাদস্মৃতি, খাদ্যবোধ এবং ঘরোয়া সৃজনশীলতার ধারক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিকতার ঝড়, শপিং মল ও পাঁচতারা হোটেলের পরিচিত জগৎ এই পিঠা-ঐতিহ্যকে মুছে দেয়নি। বরং উলটোটাই ঘটেছে—পিঠা আজ শহুরে পরিবেশে নতুনভাবে জনপ্রিয়, স্বাস্থ্যকর রন্ধনশৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শীতের সন্ধ্যায় বাঙালির মন তাই অনিবার্যভাবে মনে করে সেই ওপারের স্বাদ; অনেকেই বলেন—‘বাংলাদেশের পিঠা খাইতে বড় মিঠা।’ শীতের শুরুতেই যাঁরা কখনও বাংলাদেশের পিঠার সুধাস্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মনের জানলা খুলে যায় সেই স্মৃতির দিকে—খেজুর গুড়ের সুবাস, দুধ-নারকেলের উষ্ণতা, আর আতপচালের ভাপা গন্ধ। এই কারণেই প্রবচনের মতোই শোনায়—পিঠার জন্য পিঠে পড়লেও বাঙালির ক্ষতি নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামের মাটিতে পিঠা তৈরির সেই আবহ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। তবু স্বীকার করতেই হয়, পিঠার যে সুবিন্যস্ত বৈচিত্র্য বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে রক্ষিত রয়েছে, তার কোনও তুলনা নেই।

বাংলাদেশের পিঠা শুধু খাদ্য নয়—একটি জাতির স্মৃতি, উৎসব, আনন্দ, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মেলবন্ধন। শীতের হাওয়া লাগলেই তাই মন আপনিই বলে ওঠে—শীতের সবচেয়ে মধুর স্বাদ লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যে, আর সেই ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নাম—বাংলাদেশের পিঠা।

(লেখক শিক্ষক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩১

পাশাপাশি : ১। যে নিজেকে বড় বলে জাহির করে আসলে ধোঁকাবাজ ৩। অচিরেই যে মহিলার সন্তান প্রসব হবে ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস ৭। রামের ভাই লক্ষ্মণের বৌ ৯। একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যার তথ্যপঞ্জি ১২। গৌরব বা মাহাত্ম্য ১৩। এক রাতের মধ্যে।

উপর-নীচ : ১। অকাজের জিনিস বা অর্থহীন কথা ২। তীব্র বিষ বা হলাহল ৩। ঘি বা তেলে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপ্টা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয়ও হতে পারে ৭। পরিমাণ বা সংখ্যায় কম ৮। বিপদ বা সতর্কতার সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। ঋগবেদে উল্লেখ আছে দেবতাদের কুকুর ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪৩৩০

পাশাপাশি : ১। কুট্টক ৪। টুকনি ৫। ফুফা ৭। দম্ভোক্তি ৮। শতক্রতু ৯। আগডুম ১১। বার্ষিক ১৩। পলু ১৪। ফেরেব ১৫। লাগাম।

উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। অনির্দেশ ৬। ফালতু ৯। আলাপ ১০। মহাফেজ ১১। বাবলা ১২। কদম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বৈদ্যুতিক বেড়ায় বাঘের বধ্যভূমি

চিতার জন্য অবশ্য রেড কার্পেট মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২৯ ডিসেম্বর : নামিবিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চিতা উড়িয়ে এনে মধ্যপ্রদেশের কুনো অরণ্যে যখন উৎসবের রোশনাই, ঠিক তখনই সেই একই রাজ্যের জঙ্গলে নিঃশব্দে ফুরিয়ে যাচ্ছে ভারতের জাতীয় পশু। ২০২৫ সাল সম্ভবত ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে মধ্যপ্রদেশে বাঘের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫ ছুঁয়েছে। ১৯৭৩ সালে 'প্রজেক্ট টাইগার' চালু হওয়ার পর থেকে গত বাহান্ন বছরে বাঘের অপমৃত্যুর এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান আর দেখা যায়নি।

সদ্যই বুন্দেলখণ্ডের সাগর এলাকায় হিলগান গ্রামের কাছে মিলেছে আরও এক পূর্ণবয়স্ক বাঘের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে মৃত্যু হয়েছে আট বছর বয়সী এই বাঘটির এবং প্রমাণ লোপাটে দেহটি অন্যত্র ফেলা হয়েছে। অথচ, এই সেই মধ্যপ্রদেশ, যাকে গর্ব করে 'টাইগার স্টেট' বলা হত। আজ সেই রাজ্যই বাঘের মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিহাস হলো সরকারের অগ্রাধিকার। একদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে চিতা এনে পুনর্বাসনের কাজ চলছে, আর অন্যদিকে ঘরের বাঘেরা অরক্ষিত। চিতা আনার জাঁকজমকে কি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাঘ সংরক্ষণের মূল এজেন্ডা? বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, কুনোর চিতাদের জন্য যতটা তৎপরতা দেখা যায়, তার সিকিভাগও যদি স্থানীয় বাঘেদের করিডর রক্ষায় দেখা যেত, তবে হয়তো ৫৫টি বাঘকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো না।

মূলত ফসলের ক্ষেতে দেওয়া অবৈধ বৈদ্যুতিক বেড়া বা 'ইলেকট্রিক ফেন্সিং' এখন বাঘেদের জন্য মরণফাঁদ। নৌরাদেহী অভয়ারণ্যের মতো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা বাঘেরা যখন নতুন ডেরার খোঁজে বেরোচ্ছে, তখন তারা জড়িয়ে পড়ছে মানুষের পাতা এই ফাঁদে। বনদপ্তরের শীর্ষ কর্তা ভি এন আম্বাড়ে অফিসারদের কড়া চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের বাস্তব বলছে অন্য কথা। নজরদারির অভাবেই যে এই মৃত্যুমিছিল, তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

বিদেশ থেকে অতিথি এনে জঙ্গল ভরানো যায়, কিন্তু ঘরের সম্পদ রক্ষা করতে না পারলে তা কেবল সংরক্ষণ নয়, বরং জাতীয় ব্যর্থতা হিসেবেই গণ্য হবে। ৫৫টি বাঘের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি আমাদের অগ্রাধিকারের গালে এক সপাটে চড়।

ফাঁসির জন্য শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ব ■ সত্যমেব ধ্বনি তরুণীর

কুলদীপের জামিনে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চের এই রায়ের ফলে আপাতত জেল থেকে বেরোতে পারছেন না বহিষ্কৃত ওই বিধায়ক।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তি আর এক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা দিল্লি হাইকোর্টের গত ২৩ ডিসেম্বরের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিচ্ছি।'

গত মঙ্গলবার কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। তারপর জামিন মঞ্জুরের নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নির্যাতিতার পরিবার ও মানবাধিকার কর্মীরা।

আদালতের এদিনের রায়ের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। তিনি এই রায়কে ন্যায়বিচারের পথে এক বড় জয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আজকের এই রায় প্রমাণ করল যে এই দেশে এখনও আইন বেঁচে আছে এবং অপরাধী যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সে আইনের উর্ধ্বে নয়। দিল্লি হাইকোর্টের জামিনের নির্দেশের পর আমি এবং আমার পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলাম।

> দিল্লি হাইকোর্টের জামিনের নির্দেশের পর আমি এবং আমার পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের লড়াই কি বৃথা যাবে? কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ ফের সাহস ফিরে পেলাম। সত্যমেব জয়তে।
>
> **নির্যাতিতা**

মনে হচ্ছিল, আমাদের লড়াই কি বৃথা যাবে? কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ ফের সাহস ফিরে পেলাম। সত্যমেব জয়তে।' নির্যাতিতা আরও বলেন, 'সেঙ্গার বাইরে থাকলে তাঁর ও তাঁর সাক্ষীদের প্রাণের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যেত।' তাঁদের লড়াই থামছে না জানিয়ে তরুণী বলেন, 'যতদিন না ওর (কুলদীপের) ফাঁসি হচ্ছে, ততদিন লড়ে যাব।' তরুণীর মা বলেন, 'সব আদালতের ওপরই

শুনানির পর সুপ্রিম কোর্টের বাইরে আইনজীবীরা। সোমবার।

আমাদের আস্থা ছিল, আছে। সুপ্রিম কোর্টের ওপর তো আছেই।'

সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবীরা। তাঁরা আদালতকে জানান, সেঙ্গার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাঁর বাইরে থাকা মানেই সাক্ষীদের প্রভাবিত করা। আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'হাইকোর্ট যে যুক্তিতে জামিন দিয়েছিল, তা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই ভুল সংশোধন করেছে। এটি নির্যাতিতার নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।' মানবাধিকার কর্মী কবিতা কৃষ্ণান বলেন, 'উন্নাও মামলাটি ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি চরম উদাহরণ। প্রভাবশালী রাজনীতিকদের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপ তার মূলে আঘাত হানল।' কংগ্রেস নেত্রী নারী অধিকার কর্মী মমতাজ প্যাটেল বলেন, 'কুলদীপের ফাঁসি হওয়া উচিত। আশা করছি, সেই ন্যায়বিচারও নিশ্চয়ই পাব।'

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক সাহসী মেয়ের লড়াই আজ সুপ্রিম কোর্টে স্বীকৃতি পেল। উন্নাওয়ের মেয়ের পাশে গোটা দেশ আছে।' তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির তরফেও বলা হয়েছে, বিজেপি সরকার অপরাধীদের প্রশ্রয় দিলেও আদালতই শেষ ভরসা। রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি অলকা লাম্বা প্রমুখ।

২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ২০১৯ সালে কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। পরবর্তীতে নির্যাতিতার গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কা এবং তাঁর বাবার মৃত্যুর মামলাতেও সেঙ্গার দোষী সাব্যস্ত হন। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর সাজার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে জামিন মঞ্জুর করেছিল, যা আজ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। জানুয়ারিতে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত। আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে প্রাক্তন এই বিধায়ককে।

আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত খোলা চিঠি কুলদীপ-কন্যার

উন্নাও, ২৯ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী ও জেলবন্দি কুলদীপ সিং সেঙ্গারের সাজা বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের পর দীর্ঘ আট বছরের নীরবতা ভেঙে এক আবেগতাড়িত খোলা চিঠি লিখেছেন সেঙ্গারের কন্যা ঈশিতা সেঙ্গার। চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই আইনি লড়াই ও সামাজিক গঞ্জনায় তিনি এবং তাঁর পরিবার আজ ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত।

ঈশিতার মতে, গত আট বছর ধরে তাঁদের পরিচয় কেবল 'এক অপরাধীর পরিবার' হিসাবেই। তাঁর আক্ষেপ, 'মানুষের তৈরি করা

হুজুগ আর সমাজমাধ্যমের ট্রায়াল আমাদের মানবিকতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।' সত্য গোপন রেখে কেবল 'বিজেপি বিধায়কের কন্যা' তকমা দিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে বলেও অনুযোগ তাঁর।

চিঠিতে ঈশিতা লিখেছেন, এই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার দাপট নয়, বরং বিচারব্যবস্থার ওপর ভরসা করেই তাঁরা এতদিন চুপ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে জনরোষ আর ভুল তথ্যের চাপে প্রকৃত তথ্য ও প্রমাণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ঈশিতার আবেদন, বিচার হোক কেবল আইনি প্রমাণের ভিত্তিতে, জনমতের চাপে নয়। দেশের সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জনরোষ কি তবে প্রমাণের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে? প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশে লেখা এই চিঠিতে এক কন্যার আর্তনাদ নতুন করে আইনি ও সামাজিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

ইংরেজি নতুন বছরের আগে স্বর্ণমন্দিরের সামনে পর্যটকদের ভিড়। সোমবার অমৃতসরে।

কুকুর গণনায় শিক্ষক, সাফাই দিল দিল্লি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসরুমে পড়াবেন না কি রাস্তায় পথ-কুকুর গুনবেন? দেশের রাজধানীতে এই প্রশ্ন ঘিরেই সোমবার শুরু হয়েছে নজিরবিহীন বিতর্ক। দিল্লির শিক্ষা অধিদপ্তর স্কুল শিক্ষকদের কুকুর গণনার কাজে মোতায়েন করার একটি তালিকা প্রকাশ করতেই শোরগোল পড়ে যায় শিক্ষা মহলে। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির অন্তত ১১৮ জন শিক্ষকের নাম সম্বলিত সেই তালিকা ঘিরে বিতর্ক বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয় দিল্লি সরকারকে। প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শিক্ষকদের দিয়ে সরাসরি রাস্তায় কুকুর গণনার কাজ করানো হবে না।

ঘটনার সূত্রপাত, সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে। ৭ নভেম্বর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, স্কুল, হাসপাতাল এবং জনবহুল এলাকা থেকে পথ-কুকুরদের সরিয়ে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে পাঠাতে হবে। সেই নির্দেশ পালনের 'টপ প্রায়োরিটি' কাজ হিসেবেই শিক্ষকদের নাম জড়ায়। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বলা হয়েছিল, নোডাল অফিসার হিসেবে শিক্ষকদের এই কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনগুলি প্রশ্ন তোলে, প্রাণীবিকাশ বা বন দপ্তর থাকতে কেন শিক্ষকতার মতো মহৎ পেশার মানুষদের এই কাজে নামানো হচ্ছে? শালিমারবাগের এক শিক্ষিকা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমাদের কোনও বিকল্প না দিয়েই এই নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হচ্ছিল।'

অবস্থা বেগতিক দেখে বিকেলে পালটা বিবৃতি দেয় দিল্লি সরকার। জানানো হয়, শিক্ষকরা মাঠে নেমে কুকুর গুনবেন না। শুধুমাত্র প্রশাসনিক সমন্বয়ের জন্য প্রতি স্কুল থেকে একজন 'নোডাল অফিসার' মনোনীত করা হবে। তাঁদের নাম ও নম্বর স্কুলের বাইরে টাঙানো থাকবে যাতে কুকুর সংক্রান্ত কোনও সমস্যায় দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। উত্তরপ্রদেশ বা কর্ণাটকেও এই ধরনের প্রশাসনিক সমন্বয়ের জন্য শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে প্রশাসন। তবে সরকার পিছু হটলেও, শিক্ষকদের দিয়ে 'অ-শিক্ষক' সুলভ কাজ করানোর এই মানসিকতা নিয়ে ক্ষোভ কমছে না রাজধানীর শিক্ষক মহলে।

নীতীশের নয়া প্রশাসনিক নীতি

পাটনা, ২৯ ডিসেম্বর : বিহারে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে এবার সরাসরি অংশ নেবেন সাধারণ মানুষ। বিধায়ক বা আমলারা নন, রাজ্য কীভাবে চলবে তার দিশা দেখাবে খোদ আমজনতা। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার 'সাত নিশ্চয়-৩' প্রকল্পের অধীনে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য, ২০২৫ থেকে '৩০ সালের মধ্যে বিহারকে উন্নত রাজ্যে পরিণত করা।

সরকারের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, 'সবাইকে শ্রদ্ধা, জীবনযাত্রাকে সহজ করা'। এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবাগুলিকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, প্রবীণ নাগরিকদের হোম নার্সিং বা বিশেষ যত্ন, চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকায় পথচারীদের জন্য নিরাপদ রাস্তা তৈরির মতো বিষয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত চেয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন।

এই উদ্যোগকে 'ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক পরীক্ষা' হিসেবে দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, এর ফলে নাগরিকরা শুধু প্রকল্পের উপভোক্তা হয়ে থাকবেন না, বরং সরকারি যোজনা তৈরিতে সরাসরি অংশীদার হবেন।

আগ্রহী ব্যক্তিরা কিউআর কোডের মাধ্যমে অনলাইনে অথবা ৪ জানুয়ারি, ২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে পাটনার ৪, দেশরত্ন মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে নিজেদের প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। প্রতিটি গঠনমূলক পরামর্শ খতিয়ে দেখে তা বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে পরিকল্পনা তৈরি করবে নীতীশ সরকার।

৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি

শান্তিচুক্তি : প্রস্তাব জেলেনস্কির

কিভ, ২৯ ডিসেম্বর : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা স্পষ্ট করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি সাফ জানিয়েছেন, শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের মানুষ সমর্থন করছে কি না সেজন্য 'গণভোট' নিতে হবে। 'যুদ্ধবিরতি' হতে হবে অন্তত ৬০ দিনের জন্য।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মতে, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর আগে দেশবাসীর মত নেওয়া দরকার। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে যদি দু-মাস যুদ্ধ বন্ধ থাকে। জেলেনস্কি ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাতে ডনবাস, জাপোরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ক্রেমলিন জেলেনস্কির প্রস্তাবে কিছুটা অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। রাশিয়ার মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, শান্তি চাইলে ইউক্রেনকে ডনবাসের বিতর্কিত অঞ্চলগুলি থেকে সেনা সরাতে হবে। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হতে জেলেনস্কি দেরি করলে ভূখণ্ড হারাতে হবে ইউক্রেনকে। এই প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও দিয়েছে মস্কো।

ইউক্রেন-রাশিয়া সংকট মেটাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছেন ট্রাম্প। পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর খুব তাড়াতাড়ি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এখন জেলেনস্কির গণভোটের দাবি পুতিন মানেন কি না, সেটাই দেখার।

চন্দ্রচূড় সেজে প্রতারণা, ৩ কোটিরও বেশি গেল বৃদ্ধার

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সেজে এক বৃদ্ধাকে প্রতারিত করলেন এক ব্যক্তি। প্রতারক বৃদ্ধা ডিজিটালি অ্যারেস্ট হয়েছেন দেখান। গ্রেপ্তারি এড়াতে প্রতারকের কথা মেনে ৩ কোটিরও বেশি খোয়ালেন বৃদ্ধা। তিনি সাইবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পশ্চিম আন্ধেরির বাসিন্দা পুলিশকে জানিয়েছেন, চলতি বছরের অগাস্টে তাঁর কাছে বিভিন্ন নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করা হয়। বলা হয়, তাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে ৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। বৃদ্ধার বিরুদ্ধে সিবিআই লোগো যুক্ত অভিযোগ দেওয়া হয় তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে। দেখানো হয় তিনি ডিজিটালি অ্যারেস্ট হয়েছেন। হুমকি দেওয়া হয় পরিজনদের। ওই সময় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সেজে এক ব্যক্তি তাঁকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মিউচুয়াল ফান্ড ভাঙাতে ও রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টের মাধ্যমে টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করতে বলেন। পুলিশি পদক্ষেপের ভয়ে বৃদ্ধা ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেন।

শিল্পোৎপাদনে জোয়ার নভেম্বরে

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : উৎসবের মরশুম মিটলেও অর্থনীতির চাকা যে শ্লথ হয়নি, বরং আরও গতি পেয়েছে, তার প্রমাণ মিলল সোমবার। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের সদ্য প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে ভারতের শিল্পোৎপাদন সূচক বা আইআইপি ৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৫ মাসের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালের অক্টোবরের (১১.৯ শতাংশ) পর শিল্পের এমন দাপট আর দেখা যায়নি। অর্থনীতির জন্য এটি নিঃসন্দেহে 'অক্সিজেন', বিশেষ করে যখন অক্টোবরে এই বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যানের গভীরে তাকালে দেখা যায়, এই উত্থানের মূল নায়ক 'ম্যানুফ্যাকচারিং' বা উৎপাদন শিল্প। নভেম্বরে এই ক্ষেত্রটি ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৫ মাসে সর্বোচ্চ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত বছর নভেম্বরেও এই ক্ষেত্রটি ৫ শতাংশের মজবুত 'বেস' বা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। অর্থাৎ, কেবল পরিসংখ্যানগত সুবিধাই নয়, কারখানার চিমনি যে সত্যিই ধোঁয়া ছাড়ছে, তা স্পষ্ট।

তবে সাধারণ মানুষের পকেটের স্বাস্থ্যের আসল খবর দিচ্ছে ভোগ্যপণ্য বা কনজিউমার গুডস-এর তথ্য। দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্য—উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। যথাক্রমে ১০.৩ শতাংশ এবং ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, গ্রাম ও শহরের বাজারে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস ফিরছে। বিশেষ করে দৈনন্দিন পণ্যের চাহিদা ২৫ মাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো গ্রামীণ অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সংকেত। তবে

২৫ মাসের রেকর্ড ভাঙল

এই উজ্জ্বল ছবির মধ্যেও একটি 'কালো দাগ' বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। নভেম্বরে একমাত্র এই ক্ষেত্রটিতেই ১.৫ শতাংশ সংকোচন দেখা গেছে, যেখানে গত বছর এখানে ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ছিল। শিল্পের চাকা ঘুরলে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ার কথা, সেখানে এই পতন কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে, নভেম্বরের এই পরিসংখ্যান অর্থনীতির জন্য এক বড় স্বস্তি। তবে এটি নিছকই উৎসব-পরবর্তী রেশ, নাকি দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির শুরু—তা নিশ্চিত হতে আমাদের আগামী কয়েক মাসের তথ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

মনোনয়নপত্র জমা তারেকের

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার বগুড়া-৭ আসন থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁর উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার। তবে মনোনয়পত্রে সই করার বদলে খালেদা জিয়ার আঙুলের ছাপ (টিপ ছাপ) ব্যবহার করা হয়েছে। কৌশলগত কারণে বগুড়া-৭ আসনে মোরশেদ মিল্টনকে খালেদার বিকল্প প্রার্থী হিসেবে রাখা হয়েছে। তারেকের পক্ষে ঢাকা-১৭ আসনের মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম। এছাড়া তিনি বগুড়া-৬ আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

কেন্দ্রের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ললিত

লন্ডন, ২৯ ডিসেম্বর : লন্ডনে বিজয় মালিয়ার ৭০তম জন্মদিনের পার্টিতে নিজেদের 'ভারতের সবচেয়ে বড় পলাতক' বলে মজা করার পর প্রবল সমালোচনার মুখে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন প্রাক্তন আইপিএল চেয়ারম্যান ললিত মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ভারত সরকারকে উপহাস করার অভিযোগ ওঠে ললিত, বিজয়ের বিরুদ্ধে। এক্সে ললিত লিখেছেন, 'যদি আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি, বিশেষ করে ভারত সরকার, যাদের প্রতি আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার বক্তব্যটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভিডিওতে যা দেখে যা মনে হচ্ছে, তেমন কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি আবারও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।'

এর আগে মোদি লিখেছিলেন, 'ভারতে ইন্টারনেটে আবার শোরগোল ফেলা যাক। শুভ জন্মদিন বন্ধু বিজয় মালিয়া।' ভিডিওতে ললিতকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা দু-জন পলাতক, ভারতের সবচেয়ে বড় পলাতক', যা শুনে মালিয়াকে হাসতে দেখা যায়। নেটিজেনদের ভারতের বিচারব্যবস্থা ও সরকারের প্রতি সরাসরি অবমাননা বলে অভিহিত করে বলেন, 'দেশের টাকা লুঠ করে বিদেশে বসে এমন পরিহাস অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' বিদেশমন্ত্রক মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা এই পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মামলায় অনেকগুলি আইনি ধাপ থাকে, যা আমরা অনুসরণ করছি।'

দেরাদুনে 'চিনা' অপবাদে খুন ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল

দেরাদুন, ২৯ ডিসেম্বর : দেরাদুনের রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিলেন ২৪ বছরের তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমা। তাঁর অপরাধ? তাঁর চেহারার গড়ন তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের ভারতীয়দের মতো নয়। তাঁকে শুনতে হয়েছিল 'চিনা', 'মোমো'র মতো কদর্য জাতিবিদ্বেষী টিপ্পনী। ফরাসি বহুজাতিক সংস্থায় সদ্য চাকরি পাওয়া, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা এক তরুণের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল নিছকই গায়ের চামড়া আর চোখের গড়নের 'অপরাধে'। ত্রিপুরার উনকোটি জেলার এই তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু আবারও প্রশ্ন তুলে দিল—'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্লোগান কি আসলে রাজনীতির মঞ্চেই সীমাবদ্ধ?

গত ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনে ভাই মাইকেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেল। সেখানেই একদল দুষ্কৃতী তাঁদের লক্ষ্য করে 'চিনা' এবং 'মোমো' বলে কটূক্তি শুরু করে। অ্যাঞ্জেল প্রতিবাদ করেছিলেন। চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি চিনা নই, আমি ভারতীয়, ত্রিপুরার বাসিন্দা।' কিন্তু তাঁর সেই আর্তনাদ উন্মত্ত ভিড়ের কানে পৌঁছায়নি। জাতিবিদ্বেষের বিষ তখন এতটাই তীব্র যে, তাঁকে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। ১৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানেন বিএসএফ জওয়ানের এই ছেলে।

ঘটনাটি কেবল একটি খুন নয়, এটি ভারতের সামাজিক কাঠামোর এক গভীর অসুখের লক্ষণ। রাহুল গান্ধি এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ হেট ক্রাইম' বা ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত

সমাজে গভীর অসুখ, মন্তব্য রাহুলের

করেছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, দেশে অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, যা এই ধরনের ঘটনাকে 'স্বাভাবিক' করে তুলেছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা কি এমন এক মৃত সমাজে পরিণত হচ্ছি, যেখানে চোখের সামনে সহনাগরিক আক্রান্ত হলেও আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকি?'

রাহুলের এই অভিযোগকে নিছক রাজনৈতিক বুলি বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। পরিসংখ্যান আর বাস্তব বলছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষদের ওপর এই ধরনের হামলা নতুন নয়। দিল্লিতে নিডো তানিয়াম থেকে শুরু

> আমরা কি এমন এক মৃত সমাজে পরিণত হচ্ছি, যেখানে চোখের সামনে সহনাগরিক আক্রান্ত হলেও আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকি?
>
> **রাহুল গান্ধি**

করে বেঙ্গালুরু, পুনে—বারবার 'চিনকি', 'করোনা', 'মোমো'র মতো শব্দবাণে বিদ্ধ হতে হয়েছে পাহাড়ি ভাই-বোনদের। অলিম্পিকে পদক জিতলে যাঁরা 'গর্বিত ভারতীয়' হন, রাস্তায় বেরোলে তাঁরাই হয়ে যান 'বহিরাগত'।

অ্যাঞ্জেলের মৃত্যুর পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ঘটনার পর এফআইআর নিতেই গড়িমসি করেছিল দেরাদুন পুলিশ। বিএসএফ জওয়ানের ছেলে হয়েও যদি বিচার পেতে এই হয়রানি হতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? যদিও পরে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যে মানসিকতা একজন ভারতীয়কে তাঁর নিজের দেশেই পরবাসী করে তোলে, তার বিচার কে করবে?

মে

সিঁদুরেই প্রতিশোধ ভারতের

৭ মে : পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর চালায়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা করে সেগুলি ধ্বংস করে দেয় ভারত।

জানুয়ারি

মহাকুম্ভে বিপর্যয়

২৯ জানুয়ারি : মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নানের ভিড়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি। ত্রিবেণির মূল অংশে সকলে একসঙ্গে স্নান করতে নামাতেই বিপর্যয় ঘটে। মধ্যরাতে ত্রিবেণি সংগম থেকে ১ কিলোমিটার দূরের ব্যারিকেড ভেঙে গিয়ে পুণ্যার্থীদের একাংশ মাটিতে পড়ে যান। ব্যারিকেডের আগে যাঁরা বিশ্রাম করছিলেন তাঁদের পদদলিত করে ভিড় ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

ফেব্রুয়ারি

আয়করে চমক

৬ ফেব্রুয়ারি : কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মোটের ওপর এক দশকের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল নির্মলা সীতারামন চমক দিয়েছেন আয়কর ছাড়ে। বছরে ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কর দিতে হবে না। বাজেট পেশের আগে অধিকাংশ বিরোধী দল অধিবেশন বয়কট করেছিল।

ভিড়ের চাপে মৃত ১৫

১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ফের মৃত্যুমিছিল। ভিড়ের চাপে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৫ জন। আহত অসংখ্য যাত্রী। ঘটনাস্থল নয়াদিল্লি স্টেশন। রাজধানীর বুকে এমন ঘটনায় রেলের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মার্চ

সুনীতার প্রত্যাবর্তন >>

১৯ মার্চ : দীর্ঘ ৯ মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) আটকে থাকার পর স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলে সওয়ার হয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস সহ নাসার তিন বিজ্ঞানী বুচ উইলমোর, আলেকজান্ডার গরবুনফ ও নিক হেগ।

এপ্রিল

পহলগামে জঙ্গিহানা

২২ এপ্রিল : বৈসরণ ভ্যালিতে জঙ্গিহানায় ২৭ পর্যটকের মৃত্যু। সেনার পোশাক পরে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। সবুজে ঘেরা ভ্যালি ভরে যায় লাল রক্তে। দায় স্বীকার করে লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। <<

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

<< **২১ এপ্রিল** :১৪০ কোটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস মারা যান ৮৮ বছর বয়সে। দীর্ঘদিন নিউমোনিয়ায় ভুগে ভ্যাটিকানের বাসভবন ক্যাসা সান্টা মার্টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জুলাই

প্রথম ভারতীয়

১৫ জুলাই : ১৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা সহ চার মহাকাশচারী। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পা রাখা প্রথম ভারতীয় তিনি। <<

মৃত্যুপুরী বিজয়নগরী

৪ জুন : ১৮ বছরের প্রতীক্ষা শেষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৩ জুন ট্রফি জেতে। প্রথমবার আইপিএল জেতার স্বাদ পান বিরাট কোহলি। পরদিন বিজয়োৎসবের মঞ্চ যেন হাড়িকাঠে পরিণত হল। জয়ের উৎসবের সাক্ষী হতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমীর মৃত্যু হয়।

পৃথিবীর উচ্চতম রেলসেতু

^^ **৬ জুন** : ৬ জুন কাশ্মীরের চেনাব বা চন্দভাগা নদীর ওপর নবনির্মিত রেলসেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় তৈরি এই সেতু পৃথিবীর উচ্চতম রেল ও আর্চ ব্রিজ। এটি রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সইতে পারবে। এমনকি হিমাঙ্কের নীচে থাকা তাপমাত্রাও সহ্য করতে পারবে।

জুন

বিমান দুর্ঘটনা

১২ জুন : আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরের বিজে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে মৃত ২৭৯। বিমানে সওয়ার ২৪২ জনের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রী অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে যান।

অগাস্ট

শুল্ক বেড়ে ৫০ শতাংশ

৬ অগাস্ট : রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুল্ক আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঠিক সেই সময়সীমার মধ্যে একতরফা শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা এল ট্রাম্পের কাছ থেকে। ২৫ থেকে একলাফে বেড়ে ৫০ শতাংশ। ভারতীয় পণ্যের ওপর রাতারাতি দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি।

সেপ্টেম্বর

নেপালে নৈরাজ্য

৪ সেপ্টেম্বর : জেন জেড-এর সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে নেপাল। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সংসদ ভবন। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। মাত্র দু'দিনের বিক্ষোভে ভেঙে পড়ে সরকার। ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। কয়েকদিনের মধ্যে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন সুশীলা কার্কি।

অক্টোবর

এসআইআর ঘোষণা

২০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় যাবতীয় তোড়জোড়।

দুবাইয়ে তেজস বিভ্রাট

২১ নভেম্বর : দুবাইতে এয়ার শো চলাকালীন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান তেজস। ঘটনায় মৃত বায়ুসেনার পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। তিনি হিমাচলপ্রদেশের কাংরার বাসিন্দা ছিলেন।

নভেম্বর

দিল্লিতে বিস্ফোরণ

১০ নভেম্বর : লালকেল্লার কাছে সন্ধ্যার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে মানুষের দেহাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশের বহু বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। ঘটনায় মৃত ১৩, আহতের সংখ্যা ২০-র ওপর। ওই দিন সকালেই ফরিদাবাদে ২৯০০ কিলো বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। তদন্তে উঠে আসে আল-ফালাহ বলে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম। গ্রেপ্তার একাধিক। <<

হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

১৭ নভেম্বর : গত বছর জুলাই-অগাস্ট অভ্যুত্থানে অপসারিত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ', গণহত্যা সহ একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয় সেদেশের ইন্টারন্যাশনাল অপরাধ ট্রাইবিউনাল। হাসিনা ছাড়াও সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। নির্বাসনে থেকে এই শাস্তিকে নস্যাৎ করেছেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনও এই রায়ের সমালোচনা করেছে। >>

তারাদের দেশে

প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

^^ **২৪ নভেম্বর** : দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত 'বলিউডের হিম্যান' ধর্মেন্দ্র। অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েকদিন মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারপর তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ৮৯ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় তাঁর।

শিবুর জীবনাবসান

৪ অগাস্ট : প্রয়াত ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা সুপ্রিমো এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

প্রয়াত জুবিন

১৯ সেপ্টেম্বর : সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় দেশের খ্যাতনামা গায়ক জুবিন গর্গের (৫২)। ৪০টি ভাষায় প্রায় ৪০ হাজার গান গাওয়ার রেকর্ড রয়েছে জুবিনের। দেহ তাঁর নিজের রাজ্য অসমে আনা হয় শেষকৃত্যের জন্য। শেষযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষ সঙ্গ দেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেয় অসম সরকার। কিছুদিনের মধ্যেই জুবিনকে হত্যার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইন্ডিগো বিপর্যয়

৪ ডিসেম্বর : দেশজোড়া বিপর্যয়ের মুখে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। একাধিক বিমান বাতিল। দেরিতে চলছে আরও অনেক বিমান। সমস্যায় যাত্রীরা।

ভারতে পুতিন >>

৪ ডিসেম্বর : ২০২১-এর পর ২০২৫। দীর্ঘ চার বছর পর দু'দিনের ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পুতিনের ভারত সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

ডিসেম্বর

শান্তি পুরস্কার ট্রাম্পের

৫ ডিসেম্বর : অবশেষে 'শান্তি'। প্রথমবারের জন্য ফিফা শান্তি পুরস্কার পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নো ইনফ্যান্তিনো পুরস্কার তুলে দিলেন তাঁকে।

ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ

১৮ ডিসেম্বর : ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশে। ঢাকায় আক্রান্ত হল প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার দপ্তর। শাহবাগ মোড় অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণে ওসমানের স্মৃতিতে শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করলেও ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। জনতার ক্ষোভে আগুনে মৃত্যুর খবরও মিলেছে।

ছোট্ট তারা

নবশ্রী সাহা তুফানগঞ্জ আলোক তীর্থ কিন্ডারগার্টেনের নার্সারি লোয়ারের ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি খুব ভালো কবিতা বলতে পারে এই খুদে।

শীত সামলাতে চিকিৎসকদের পরামর্শ

জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। প্রবল ঠান্ডায় সর্দিকাশি, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট সহ নানা অসুখ বাড়ছে। কীভাবে ঠান্ডার মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে অনেকেই সংশয়ে। ঠান্ডায় কী কী সমস্যা হতে পারে তার মোকাবিলাই বা কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে কোচবিহারের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন, শুনলেন **শিবশংকর সূত্রধর**

গলা ও ফুসফুস

- সর্দিকাশি, নিউমোনিয়ার প্রকোপ বাড়ে
- শ্বাসকষ্টজনিত অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়
- নাক বন্ধ হওয়া, গলা ব্যথা এবং হালকা জ্বর হয়
- ঠান্ডা পানীয় বা বাতাসের কারণে টনসিল ফুলে গলা ব্যথা হতে পারে
- শুষ্ক বাতাস এবং ধূলিকণার কারণে হাঁপানির কষ্ট বেড়ে যায়
- শিশু ও বয়স্কদের ফুসফুসে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে

ত্বকের যত্ন

- শীতে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় ত্বকে বিভিন্ন সমস্যা হয়
- ঠোঁট, হাত ও পায়ের গোড়ালি ফেটে যাওয়া সাধারণ একটি সমস্যা
- মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার ফলে খুশকির উপদ্রব বেড়ে যায়
- যাদের চর্মরোগ আছে, ঠান্ডায় তাদের সমস্যা আরও বাড়তে পারে

ঝুঁকি যেখানে

- শীতকালে রক্ত সঞ্চালন কিছুটা ধীর হয়ে যায় এবং পেশি শক্ত হয়ে থাকে
- রক্তনালি সংকুচিত হওয়ায় রক্তচাপ বেড়ে যায়, যা হৃদরোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
- শরীর ঠান্ডা হলে বিপদ
- বয়স্কদের হাঁটু বা অন্যান্য জয়েন্টের ব্যথা শীতের সময় তীব্র আকার ধারণ করে
- দীর্ঘক্ষণ তীব্র ঠান্ডায় থাকলে শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কমে যেতে পারে, যাকে হাইপোথার্মিয়া বলা হয়।

কী কী করণীয়

খুব বেশিক্ষণ ধরে স্নান না করে দ্রুত হালকা গরম জলে স্নান করতে হবে

কমলা, লেবু, আমলকী সহ ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খেতে হবে

শীতে শরীর হাইড্রেটেড রাখতে দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস জলপান করা উচিত

ভিটামিন-ডি'র অভাব দূর করতে প্রতিদিন ১৫-২০ মিনিট সকালের রোদ শরীরে লাগানো উচিত

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে ঘর পরিষ্কার করার সময় বা ধুলোবালি থেকে বাঁচতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে

শীতের স্মার্ট পোশাকে পড়ুয়ারা। সোমবার কোচবিহারে। -জয়দেব দাস

মাফলার জরুরি

শীতের সময় নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টজনিত অসুখের পরিমাণ বেশি থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যাবে না। অনেককেই দেখা যায় গরম পোশাক পরলেও গলা খোলা অবস্থায় থাকে। ফলে ঠান্ডা লেগে যায়। তাই এই সময় মাফলার পরা জরুরি। বাইরে বের হলে টুপিও পড়তে হবে।

- ডাঃ বিশ্বপ্রিয় সিনহা

ঈষদুষ্ণ জলপান

ঠান্ডা জল এড়িয়ে গিয়ে ঈষদুষ্ণ জলপান করা প্রয়োজন। গলায় ঠান্ডার ধাত থাকলে গরম জলে গার্গল করলেও রেহাই পাওয়া যায়। সম্ভব হলে রুম হিটার ব্যবহার করতে হবে। খুব প্রয়োজন না হলে বয়স্কদের ঠান্ডায় বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই।

- ডাঃ অশোক ব্রহ্ম

জামাকাপড় পরিবর্তন

ছোটদের জামাকাপড় দ্রুত পরিবর্তন করাতে হবে। যাতে ঠান্ডা না লেগে যায়। কারও সর্দিকাশি থাকলে তার শিশুর কাছে যাওয়া উচিত নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার। উষ্ণ জলপান করাতে হবে। ঠান্ডার অ্যালার্জি থাকলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে ইনহেলার/নেবুলাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

- ডাঃ অভিজিৎ রায়

শিশুদের যত্ন

গরম জলের ভাপ নিলে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা অনেকটা কমে। সকাল ও সন্ধ্যার দিকে ঘরের জানলা, দরজা বন্ধ রাখতে হবে যাতে ঠান্ডা বাতাস ঘরে না ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের সাবধানে রাখতে হবে। ঠান্ডা লেগে গেলে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

এই সময় শিশুদের ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই শিশুদের যতটা সম্ভব ঘরে রাখা উচিত। সবসময় গরম জামাকাপড় পরিয়ে রাখতে হবে। অন্যদের থেকে ছোটদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। তাই বাড়ির বড়দের যদি জ্বর, সর্দিকাশি হয় তাহলে শিশুর তিন হাত দূরত্বের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। খুব প্রয়োজন হলে মাস্ক পরে যেতে হবে।

- ডাঃ রাজদীপ হাজরা

জবুথবু সোমবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

কোচবিহারে শীতবস্ত্র কেনার ধুম। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

জন্মের শংসাপত্র সংগ্রহের হিড়িক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জন্মের সার্টিফিকেট সংগ্রহের হিড়িক পড়েছে কোচবিহারে। এই শংসাপত্র সংগ্রহ, সংশোধন এবং ডিজিটাল করার জন্য এর আগেও কোচবিহার পুরসভায় মানুষের লাইন দেখা গিয়েছে। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর পুরসভায় এই লাইন ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে।

সোমবার পুরসভায় গিয়ে দেখা যায় এই সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য ভিড় এতটাই বেশি যে, সেই লাইন পুরসভা ভবনের গেটের বাইরে পর্যন্ত চলে এসেছে। ভিড়ের কারণে পুরসভা ভবনের ভেতরে ঢুকতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। এমনকি ভিড়ের কারণে পুরসভার চেয়ারম্যান পর্যন্ত পুরসভা থেকে বাইরে বের হতে সমস্যায় পড়েন। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এখন বার্থ সেকশনের সমস্ত সার্টিফিকেটই অনলাইনে চেক করা হয়। পুরসভার বার্থ সেকশন থেকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তার সমস্ত তথ্য এখন আমাদের কম্পিউটারে তোলা রয়েছে। ফলে কর্মীরা সেটা দেখে মিলিয়ে নিচ্ছেন। আর তার জন্যই ভিড় হচ্ছে।'

সোমবার পুরসভার লাইনে থাকা পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী থেকে আসা বাসিন্দা ইয়াকুব আলি বলেন, 'এখানে আমি বাচ্চার সার্টিফিকেট ডিজিটাল করতে এসেছি। ২০১৬ সালের কার্ড। এতদিন সেভাবে গা করিনি। কিন্তু এসআইআর-এ যেভাবে নথিপত্র চাওয়া হচ্ছে তা দেখে মনে হল আগামীদিনেও একইভাবে এসআইআর হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাগজপত্র না থাকলে তখন বাচ্চার অসুবিধা হতে পারে। তাই কার্ড ডিজিটাল করতে এলাম।' শহরের মড়াপোড়া এলাকার বাসিন্দা বিক্রমকুমার নাথ বলেন, '২০০৩ সালের আমার ভাগ্নির বার্থ সার্টিফিকেট। সেটাকে সংশোধন ও ডিজিটাল করাতে এসেছি। এখন প্রয়োজন মনে হয়েছে তাই এসেছি।'

আলোয় সেজেছে ধর্মশালা

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : নতুন বছর আসন্ন। সেই উপলক্ষ্যে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হল কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি লাগোয়া ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী ধর্মশালা। পাশাপাশি বৈরাগীদিঘি চত্বরে থাকা খেজুর সহ বিভিন্ন গাছকেও আলো দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। নববর্ষ বরণের জন্য প্রশাসন এবং ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে এই উদ্যোগে খুশি কোচবিহার শহরবাসী।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং কোচবিহার সদরের মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী বলেন, 'এতে ধর্মশালা ও দিঘি চত্বর দেখতে সুন্দর লাগবে। আশা করছি মানুষের মন কাড়বে আমাদের এই প্রয়াস।'

নতুন বছরকে রঙিন করে তুলতে হোটেল, রেস্তোরাঁ সেজে ওঠে নিজেদের মতো করে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য নতুন নতুন খাবার তৈরি করে তারা। আবার বিভিন্ন মল রঙিন আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য। এমনকি, সরকারি অফিসেও দেখা যায় নতুন সাজ। তবে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে এভাবে নতুন বছরে আলো দিয়ে এলাকা সাজাতে এর আগে দেখা যায়নি।

কোচবিহারের বাসিন্দা শম্পা সরকার বলেন, 'মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি তো সারাবছর আমরা সাজানো রূপেই দেখি। কিন্তু নতুন বছর উপলক্ষ্যে তার পাশে থাকা আনন্দময়ী ধর্মশালা ও বৈরাগীদিঘি চত্বরকে যেভাবে আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, সত্যিই খুব ভালো লাগছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৫
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩
ও নেগেটিভ	–	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩৩
ও নেগেটিভ	–	২

ভাতা বৃদ্ধির দাবি পেশ

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে সোমবার অ্যাসোসিয়েশন ফর ভিজুয়াল হ্যান্ডিক্যাপড সংগঠনের সদস্যরা আন্দোলন করেন। দৃষ্টিহীনদের ভাতা মাসে এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করা, কোচবিহারে একটি ব্রেইল ছাপাখানা তৈরি করা সহ একাধিক দাবি জানান তাঁরা। আন্দোলন শেষে জেলা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক বিপদতারণ দাস সহ অন্যরা।

শীতে ভরসা 'মানবিক আলমারি'

কোচবিহার শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বস্ত্রবিলির উদ্যোগ।

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : জাঁকিয়ে শীত পড়েছে কয়েকদিন ধরে। এই শীতে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাবে ভবঘুরে সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অনেককেই কষ্ট পেতে হচ্ছে। তাঁদের কষ্ট লাঘব করতে এবার 'মানবিক আলমারি' কর্মসূচি শুরু করল কোচবিহার অনাসৃষ্টি নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক সুমন্ত সাহা বলেন, 'এই শীতে অনেকেই প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

কী এই 'মানবিক আলমারি' কর্মসূচি? রাস্তার এককোণে বাঁশ, ত্রিপল এবং ফ্লেক্স দিয়ে ঘেরা একটি আলমারি। ঘরের আলমারির মতো সেটির দরজা নেই ঠিকই। কিন্তু রয়েছে পর্যাপ্ত পোশাক। আলমারির গায়ে ফ্লেক্সে লেখা রয়েছে- 'যার উদবৃত্ত আছে, তিনি রাখুন। যার দরকার, তিনি নিয়ে যান।' সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই আলমারি যেন বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের সমান। শহরতলির পূর্ব খাগড়াবাড়ির বালাপাড়া বাজারে এদিন পোশাক নিতে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে।

কী কী রয়েছে এই আলমারিতে? রয়েছে জ্যাকেট, কম্বল, শাল, সোয়েটার সহ পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য শীতবস্ত্র। যা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সংগ্রহ করতে পারছেন সেই এলাকার বাসিন্দারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেখানের এক বাসিন্দার কথায়, 'লোকের বাড়িতে কাজ করি। যা রোজগার করি তা সংসারের পেছনে এবং অসুখবিসুখেই চলে যায়। নতুন কাপড় সেভাবে কেনা হয়ে ওঠে না। এদিন এখান থেকে একটি কম্বল এবং সোয়েটার সংগ্রহ করলাম।'

সংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসীরাও। পেশায় শিক্ষিকা অমৃতা ভট্টাচার্য বলছেন, 'শহরের নামকরা শপিং মলগুলিতে যেতে না পারলেও ওঁরা এখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী শীতবস্ত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

দাদুর দাদুর দাদু হাঙর

মানুষ বড়জোর ১০০ বা ১১০ বছর বাঁচে। কচ্ছপ বাঁচে ১৫০ বছর। কিন্তু গ্রিনল্যান্ড শার্ক বা গ্রিনল্যান্ডের হাঙরদের আয়ু শুনলে চমকে উঠবেন। বিজ্ঞানীরা এমন এক হাঙরের খোঁজ পেয়েছেন, যার বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর!

আর্কটিক মহাসাগরের ঠান্ডা জলে ধীরগতিতে চলা এই হাঙরগুলো বছরে মাত্র ১ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। কার্বন ডেটিং করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে জীবিত কোনও কোনও হাঙর হয়তো শেক্সপিয়রের জন্মের আগেও সাগরে সাঁতার কাটত! এরা ১৫০ বছর বয়সের আগে প্রজননক্ষমই হয় না—অর্থাৎ এদের কৈশোরই কাটে দেড়শো বছর ধরে। টাইটানিক ডোবা বা বিশ্বযুদ্ধ—সবই এদের 'চোখের সামনে' ঘটেছে। বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখানো এই প্রাণীগুলো সত্যিই জীবন্ত ফসিল।

মমি দিয়ে রঙের খেলা

শিল্পীরা ছবি আঁকতে নানা রং ব্যবহার করেন। কিন্তু ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা এমন এক খয়েরি রং ব্যবহার করতেন, যা তৈরি হত আসল মিশরের মমি গুঁড়ো করে! এই বিশেষ রঙের নাম ছিল 'মমি ব্রাউন'।

শুনতে গা ঘিনঘিন করলেও, সেই সময় মিশরের হাজার হাজার বছরের পুরোনো মমি কবর থেকে তুলে ইউরোপে আনা হত। তারপর সেগুলোকে পিষে পাউডার বানিয়ে তেলরং তৈরি হত। এই রং নাকি ছবির শেড বা ছায়ার কাজ খুব ভালো ফুটিয়ে তুলত। বহু বিখ্যাত ক্লাসিক পেন্টিংয়ে অজান্তেই মানুষের দেহাংশ মিশে আছে। ১৯০০ সালের পর যখন শিল্পীরা জানলেন এই রঙের উৎস আসলে মানুষের মৃতদেহ, তখন তাঁরা এটি ব্যবহার বন্ধ করেন। তবে শিল্পের খাতিরে মানুষের এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পাতায় এক কালো অধ্যায়।

পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম স্থান

আপনি যদি পৃথিবীর সব মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে পালাতে চান, তবে আপনাকে যেতে হবে 'পয়েন্ট নিমো'-তে। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানের এই বিন্দুটি হল স্থলভাগ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান।

এখানে পৌঁছালে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষটি থাকবে প্রায় ২,৬৮৮ কিলোমিটার দূরের কোনও দ্বীপে। মজার ব্যাপার হল, পয়েন্ট নিমোতে অবস্থান করলে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষ আসলে পৃথিবীর কেউ নন, বরং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) থাকা নভোচারীরা! কারণ মহাকাশ স্টেশন যখন ওপর দিয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৪০০ কিলোমিটার উঁচুতে থাকে। অর্থাৎ, ডাঙার মানুষের চেয়ে মহাকাশের মানুষ তখন আপনার অনেক বেশি কাছে। নিঃসঙ্গতার এমন ভৌগোলিক সংজ্ঞা আর হয় না!

হিরের খনি যখন পার্ক

হিরে পেতে হলে খনিতে নামতে হয়, এটা সবার জানা। কিন্তু আমেরিকার আরকানসাস রাজ্যের 'ক্রেটার অফ ডায়মন্ডস' পার্কে গেলে আপনি মাটির ওপরেই হিরে কুড়াতে পারেন! এটি বিশ্বের একমাত্র হিরের খনি যা সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত।

এখানে নিয়ম হল—'ফাইন্ডার্স কিপার্স', অর্থাৎ যা পাবেন তা-ই আপনার। সামান্য টিকিট কেটে পার্কে ঢুকে কপাল ঠুকে মাটি খুঁড়তে শুরু করুন। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পর্যটকরা এখান থেকে ৩৩,০০০-এর বেশি হিরে খুঁজে পেয়েছেন। কেউ কেউ তো কয়েক ক্যারাটের বিশাল হিরেও পেয়েছেন, যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ছুটির দিনে পিকনিক করতে গিয়ে যদি পকেটে একটা চকচকে হিরে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, তবে মন্দ কী?

১৭ তপশিলি কেন্দ্রে নজর

উত্তরবঙ্গে এসসি মোর্চার জাতীয় সাধারণ সম্পাদক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় আশানুরূপ ফল হয়নি। সে কথা মাথায় রেখে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি। আর এই 'মিশন বেঙ্গল'-এ গেরুয়া শিবিরের প্রধান হাতিয়ার রাজ্যের দুটি অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায়, রাজবংশী ও মতুয়া ভোটব্যাংক। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই জনজাতিগুলির ভোট টানতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। রাজ্যের সর্বত্র কর্মীদের এমনই বার্তা দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। বিজেপি-র এসসি মোর্চার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ভোলা সিং রাজ্যে এসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর নির্দেশিকা পেয়েই কাজে নেমে পড়েছেন নেতা-কর্মীরা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে নজর দেওয়া হচ্ছে। উত্তরে ১৭টি এসসি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। পাশাপাশি ১৯টি এমন বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে কোথাও ৩০ শতাংশ, তো কোথাও ৫০ শতাংশ এসসি ভোটব্যাংক আছে। এই প্রসঙ্গে ফালাকাটার বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'তপশিলি জাতি এবং আদিবাসীরা সবসময় আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাঁরা জানেন, একমাত্র বিজেপিই তাঁদের ভালো চায়।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০১৯ ও ২০২১ সালে বিজেপির উত্থানের পেছনে এই দুই সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। কিন্তু ২০২৪-এর ফলাফলের পর দেখা গিয়েছে, সেই সমর্থনে কিছুটা ভাটা পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনার মতো শক্ত ঘাঁটিগুলিতে ভোট পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া পদ্ম শিবির। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করছে, বাংলায় ক্ষমতায় আসতে হলে শুধু মোদি ম্যাজিকের ওপর ভরসা করে থাকলে চলবে না। উত্তরবঙ্গ বিজেপির কাছে বরাবরই উর্বর জমি। এখানকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ, পৃথক রাজ্যের দাবি বা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, এই বিষয়গুলিকে বিজেপি বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠানো সেই কৌশলেরই অংশ। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রাজবংশী মা-বোনেদের একটা বড় অংশকে তৃণমূলের দিকে টেনেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬-এর আগে সেই ভোট ফেরাতে বিজেপির অন্দরে জোর পরিকল্পনা চলছে। রাজ্যে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬৮টি এসসি সংরক্ষিত। ৮৯টি আসন এমন, যেখানে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ এসসি ভোট রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ১৫৭টি কেন্দ্রে জয় নির্ভর করে এসসি সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর। এদিকে, সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ১৪৮। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এসসি ভোটকে হাতিয়ার করতে চাইছে রাজ্য বিজেপি।

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে মতুয়া সম্প্রদায়। নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় মতুয়া ভোটই বিধানসভার ভাগ্য গড়ে দেয়। সিএএ বা নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি মতুয়াদের কাছে টানলেও, তার বাস্তবায়ন নিয়ে ধোঁয়াশা কিছুটা হলেও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। শান্তনু ঠাকুরের মতো নেতাদের সামনে রেখে বিজেপি ফের মতুয়া সমাজকে বোঝাতে চাইছে যে, নাগরিকত্ব ও স্থায়ী সমাধানের চাবিকাঠি একমাত্র তাদের হাতেই রয়েছে। তবে এভাবে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য গৌতম দেব। তাঁর কথায়, 'ভোটের ময়দানে সব কথা হবে। নির্বাচনের আগে এসব বলে কোনও লাভ নেই। ভোটাররা উন্নয়ন কাজ দেখে ভোট দেবেন।'

কৌশল

রাজ্যে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬৮টি এসসি সংরক্ষিত

পাশাপাশি ৮৯টি আসন এমন, যেখানে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ এসসি ভোট রয়েছে

সব মিলিয়ে মোট ১৫৭টি কেন্দ্রে জয় নির্ভর করে এসসি সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর

এদিকে, সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ১৪৮

জনসংযোগ

শামুকতলা, ২৯ ডিসেম্বর : গত নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলার সবক'টি আসনেই পরাজিত হয় তৃণমূল। চা বাগান অধ্যুষিত কুমারগ্রাম বিধানসভাও পায় বিজেপি। তাই এবার কুমারগ্রাম পুনরুদ্ধারের জন্য এখন থেকেই মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার অবজার্ভার অনুপ দাস এবং আলিপুরদুয়ার-২ এর ব্লক সভাপতি জ্যোতি দাস অধিকারী দলীয় কর্মী এবং নেতৃত্বকে জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য পাড়ায় মিটিংয়ের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। সোমবার শামুকতলা, তুরতুরি এবং কোহিনুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন অনুপ এবং জ্যোতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা নেতা বাবুলাল মারান্ডি, আইএনটিটিইউসি'র আলিপুরদুয়ার-২ এর ব্লক সভাপতি জগন্নাথ দাস, তৃণমূল মহিলার ব্লক সভাপতি প্রতিমা মাহাতো প্রমুখ।

জিএনএলএফ ভেঙে নয়া দল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া মোড়। পাহাড়ের পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফে ভাঙন ধরেছে। প্রায় একই নামে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল জিএনএলএফ (সুবাসবাদী)। দলের প্রথম সারির নেতা ভানু লামার নেতৃত্বে দার্জিলিংয়ে সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই নয়া পার্টি আত্মপ্রকাশ করে।

ভানু লামার কথায়, 'আমাদের একমাত্র দাবি ষষ্ঠ তপশিল। এই দাবি নিয়েই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নেব। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে ষষ্ঠ তপশিলের দাবিতে দরবার করব।' তবে জিএনএলএফ-এর মহাসচিব তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেছেন, 'ভানু লামা সহ যাঁদের আজ নয়া পার্টির অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে, তাঁরা কেউই দলে সক্রিয়ভাবে ছিলেন না। এই পার্টি আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

দীর্ঘদিন ধরে জিএনএলএফ বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) রয়েছে। প্রতিটি ভোটে সরাসরি অংশ না নিয়ে বিজেপিকেই সমর্থন করছে। যার জেরে নির্বাচন কমিশন দু'মাস আগে জিএনএলএফের রেজিস্ট্রেশন খারিজ করে দিয়েছে। ফলে একদা সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত এই পার্টির এখন অস্তিত্ব সংকটে। আগামী বিধানসভা, পুরসভা এবং লোকসভা ভোটগুলিতে দলের প্রার্থী না দিতে পারলে পার্টিকে টিকিয়ে রাখাই কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে ঘিসিং-পুত্র মনের পক্ষে। ফলে বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য বিজেপির কাছে আর্জি জানিয়েছে এনডিএ জোট শরিক জিএনএলএফ। কার্সিয়াং, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে এবার বিজেপি দলীয় প্রতীক না দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির প্রার্থীদের সমর্থন করুক, এই দাবি দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিষয়টি দল বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও।

এদিন দার্জিলিংয়ের গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মিলনিতে (জিডিএনএস), জিএনএলএফ (সুবাসবাদী) দলের ঘোষণা করা হয়। সেখানে একদা জিএনএলএফ নেতা ভানু লামা, কেএন সুব্বার মতো নেতাদের দেখা গিয়েছে। ভানু লামা বলেন, 'জিএনএলএফ এখন আর স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়। তাই আমরা ওই দল ছেড়ে জিএনএলএফ (সুবাসবাদী) তৈরি করলাম। দলের স্বীকৃতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি সহ অন্য নথিপত্র জমা দেওয়া হবে।' তিনি বলেছেন, '২০০৩ সাল থেকে জিএনএলএফ ষষ্ঠ তপশিলের দাবিতে অনড়। ২০০৫ সালে পাহাড়কে ষষ্ঠ তপশিলের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য এবং জিএনএলএফের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিও হয়। কিন্তু সুবাসের পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে মন ঘিসিং দলের মূল দাবি থেকে সরে এসেছেন। তাই আমরা ষষ্ঠ তপশিলের দাবি নিয়ে এই দল তৈরি করলাম।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'পাহাড়ের রাজনীতিতে এই নয়া পার্টি কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। এসব বিধানসভা ভোট কেন্দ্রীক। ভোট পেরোলে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

নয়া মোড়

- সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত জিএনএলএফ ভেঙে তৈরি হয়েছে জিএনএলএফ (সুবাসবাদী)
- নতুন দলে গিয়েছেন জিএনএলএফ-এর প্রথম সারির নেতা ভানু লামা, কেএন সুব্বা
- নতুন দলের স্বীকৃতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দেওয়া হবে
- এই নতুন দল প্রভাব ফেলতে পারবে না বলে দাবি পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতৃত্বের

অনিশ্চিত পরিষেবা

প্রথম পাতার পর

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী জানুয়ারির ৩১ তারিখের পর তারা আর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা চালাতে পারবে না। যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মাঝেমধ্যেই উড়ান বাতিল হওয়ায় পরিষেবা কার্যত টালমাটাল হয়ে পড়েছে। এতে কোচবিহারবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

বিমান পরিষেবা চালু রাখার দাবিতে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে গত ২৬ ডিসেম্বর অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ জানান। তিনি বলেন, 'আপৎকালীন পরিস্থিতিতে একদিন পরিষেবা বন্ধ থাকলে তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ঘনঘন এমন হলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে কোচবিহারবাসীর আবেগ নিয়ে খেলা হচ্ছে।' তাঁর আশঙ্কা, কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সূত্রের খবর, কোচবিহার-কলকাতা রুটে নতুন একটি বিমান সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে এখনও নিজস্ব বিমান নেই। লিজে বিমান নিয়ে তারপর চুক্তি চূড়ান্ত হলে পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আদৌ কবে কোচবিহারে নতুন করে বিমান পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি।

হিন্দু বাড়িতে আগুন

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষ নিরাপদ। সেই প্রতিক্রিয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পিরোজপুরের ঘটনা ঘটে গেল। এতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে গুরুতর প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজ-এর রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, চলতি বছরের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্তত ৭১টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে।

চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা ও কুমিল্লা সহ ৩০টি জেলায় সংখ্যালঘু নিগ্রহের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনটির মতে, এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। দীপু দাসের ক্ষেত্রেও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়। পরে অবশ্য প্রশাসন মেনে নেয়, ওই অভিযোগ সত্যি নয়।

ভারতের মুসলিম নেতা তথা এআইএমআইএম-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি দীপু হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'দীপুচন্দ্র দাসের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। প্রতিবেশী দেশে স্থিতিশীলতা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।' একদিকে চড়া সুরে ভারত বিরোধিতা, অন্যদিকে সংখ্যালঘু নিগ্রহের এই বাড়বাড়ন্ত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

ইতিমধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের সাহায্যের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে খবর ছড়িয়েছে। বাংলাদেশ বা হাদির নাম উল্লেখ না করে পত্রপাঠ সেই দাবি সোমবার খারিজ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'সামাজিক মাধ্যমের কিছু পোস্টে আমরা লক্ষ করেছি, প্রতিবেশী দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় জড়িত সেখানকার কয়েকজন নাগরিককে হেপাজতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)। এই খবরটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। দয়া করে এধরনের গুজবে প্রভাবিত হবেন না।'

রায়ে স্থগিতাদেশ

প্রথম পাতার পর

গত ২০ নভেম্বরের রায়টিও দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তবে তখন প্রধান বিচারপতির পদে ছিলেন বিআর গাভাই।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রক প্রস্তাব করেছিল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয়, বরং আশপাশের এলাকার চেয়ে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ডকেই কেবলমাত্র আরাবল্লি পাহাড় বলে গণ্য করা হোক। কিন্তু ওই সংজ্ঞা সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করায় দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাজস্থান ও হরিয়ানার বাসিন্দা এবং পরিবেশবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই নতুন সংজ্ঞায় আরাবল্লি পাহাড়ের বিশাল অংশ আইনি সুরক্ষা হারাবে এবং যথেচ্ছ খনি খননের পথ প্রশস্ত হবে। তাছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকার বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক আঘাত আসবে। কেননা, ওই পর্বতমালা থর মরুভূমির সম্প্রসারণ আটকাতে প্রাচীরের মতো কাজ করে। খননের ফলে সেই প্রাচীর বিপন্ন হলে দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানায় ধুলোর ঝড় বইবে। এলাকার নদীগুলি শুকিয়ে যাবে, এমনকি প্রভাব পড়বে গঙ্গা অববাহিকায়।

ওই পর্বতমালার মাত্র ৯ শতাংশ এলাকা ১০০ মিটারের চেয়ে উঁচু। ১০০ মিটারের কম উচ্চতার ৯১ শতাংশের মতো এলাকা আগের রায়ে খননের জন্য খুলে যেত। সোমবারের রায় সেই সম্ভাবনাকে আপাতত আটকে দিল।

নতুন বছরে সংবিধান বাঁচবে

প্রথম পাতার পর

হিমের রাতে পরিবারটির কথা শুনেছেন কেবল রাহুল আর সোনিয়া। এরপর নেহাত মুখ বেজার করে উচ্চ আদালতে গিয়েছে সিবিআই। শেষপর্যন্ত অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট সেঙ্গরের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। তাঁর সাজা বহাল রেখেছে, জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু উন্নাওয়ের সেই দলিত নির্যাতিতার কাহিনী তো তাতে শেষ হয় না। বরং ওই কাহিনী মোটা দাগের বলিউডের ছবিকেও হার মানায়।

২০২৫ শেষে একবার মনে করা যাক ২০১৭ সালের সেই ঘটনা। মেয়েটি আদালতে গোপন জবানবন্দিতে জানিয়েছিল, ২০১৭ সালের ৪ জুন গণধর্ষিতা হয়েছিল সে। মূল অভিযুক্ত উন্নাওয়ের তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। এরপর তার পরিবার থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে স্পষ্ট অভিযোগ ছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখে সেই দলিত কিশোরী। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসে নির্যাতিতা ও তার পরিবার। কেউ কর্ণপাত করেনি। তখন প্রকাশ্য রাজপথেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে নির্যাতিতা।

তখন কোথাও কোথাও সামান্য নাড়াচাড়া হয়। তবে ওই ঘটনার পর উলটে নির্যাতিতার বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশ হেপাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। সেঙ্গরের ভাই বেরাদররা বেদম পিটিয়েছিল তাঁকে। অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি যোগী-রাজ্যের পুলিশ। কিশোরী জানিয়েছিল, চাকরি দেওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেঙ্গরের বাড়িতে। সেখানে গণধর্ষণ করা হয় তাকে।

সেই বয়ান রেকর্ড করার সময় পুলিশ তাকে কারও নাম বলতে বারণ করেছিল বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য কুলদীপের ভাইকে আটক করে পুলিশ। হাফ ডজন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড হয়। এত কাণ্ডের পর শেষপর্যন্ত এফআইআর হয় সেঙ্গরের নামে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবিআই-কে। এই ঘটনা নিয়ে ওই নির্যাতিতার কাকা হইচই বাধালে তাঁকে আঠারো বছরের পুরোনো অস্ত্র আইনের মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

না, কাহিনী এখানেই শেষ নয়। ওই কিশোরী তার দুই আত্মীয়ার সঙ্গে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদের গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। তাতে কিশোরীর উকিল মারাত্মক জখম হন। মারা যান দুই আত্মীয়া। আদালতের আদেশে যে পুলিশকর্মীদের পাহারা দেওয়ার কথা ছিল, তারা তখন ঘটনাস্থলের ত্রিসীমানায় ছিলেন না। এবং অদ্ভুতভাবে সেই ট্রাকের নম্বর প্লেট ছিল কালো রঙে ঢাকা। দেশজুড়ে অভিযোগ ওঠে, সাক্ষীদের খতম করতে নেমে পড়েছে পুলিশ।

ওই বছর ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত হন কুলদীপ। ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার। কিশোরীর বাবাকে হত্যার চেষ্টা, হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় কুলদীপকে। এ মাসের ২৩ তারিখে দিল্লি হাইকোর্ট সেই 'মহামান্য'কে কিছু শর্তে জামিন দিয়েছে। আর তারপর থেকে ভয়ে মরছে দলিত কিশোরী। তার কাছে সবটাই অন্ধকার। নিজের জীবন থেকেই সে শিখেছে, দলিতদের পাশে কেউ নেই, কিছু নেই। এই অমৃতকালে ঘাড়ে চেপে বসা হৃদয়হীন রাষ্ট্র আর ততোধিক নিষ্ঠুর শাসকের ক্ষমতার উল্লাস মিলে ভয়ংকর দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করেছে।

নতুন বছরে পড়ব আমরা। সেই বছরটা কোনও নতুন আশা নিয়ে আসবে কি? ন্যায় পাবে নির্যাতিতারা? সংবিধান যেসব অধিকার দিয়েছে আমাদের, সেসব অক্ষত থাকবে তো? সেঙ্গার, আশারাম বাপু, রাম রহিমদের বদলে জামিনে মুক্তি পাবে কি বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দি উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, সোনম ওয়াংচুকরা। অসহায় আমরা শুধু আশা করতে পারি, যেমন করে এসেছি এতদিন।

ব্লক অফিসে সৃষ্টিশ্রী স্টল নিয়ে আশঙ্কা

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করতে চালু হতে চলেছে সৃষ্টিশ্রী স্টল। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি ঝুড়ি, ব্যাগ, মাটির শোপিস, আচার, মুড়ি সহ বিভিন্ন খাদ্য, বস্ত্র, গৃহসজ্জার সামগ্রী থাকবে। দিনহাটা-২ ব্লক অফিস চত্বরে সরকারি অর্থ খরচ করে সেই স্টল নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই উদ্যোগ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাজে লাগবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। অফিস চত্বরের ঘেরাটোপে না রেখে জনবহুল বাজারে করলে হয়তো লাভের মুখ দেখার নিশ্চয়তা থাকত বলেই মনে করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

এব্যাপারে দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাং বলেন, 'জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্টলটি উদ্বোধন হয়ে যাবে। সৃষ্টিশ্রী স্টল চালু হলে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি, ব্লক প্রশাসনের অফিসের আশপাশে অনেক অফিস রয়েছে, সেক্ষেত্রে লোকের যাতায়াত হবে। এতে এই স্টলের প্রচারও হয়ে যাবে।'

রাজ্য সরকারের আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতের তৈরি সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে ব্লক প্রশাসনের অফিস চত্বরে এই স্টল তৈরি করা হয়েছে। খরচ হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সেই স্টল চালু হয়ে যাবে। ব্লকের ১২টি অঞ্চলের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি নানা সামগ্রী বিক্রি হবে। সেই স্টল পরিচালনার জন্য সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা মঙ্গল সংঘকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের অফিস চত্বরে স্টল হওয়ায় সাধারণ মানুষের নজরে যেমন আসবে না, তেমনই অফিসের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খোলা থাকবে না স্টলটি। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরা চাইছেন যাতে ব্লক প্রশাসন এব্যাপারে নজর দেয়। স্টলের প্রচারও যাতে বাড়ানো যায়, সেই দাবি করছেন অনেকে।

এদিকে, ওই স্টল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মহিলা মঙ্গল সংঘের মিনুয়ারা বিবি বলেন, 'যদি বিডিও অফিসে সামনে স্টল পেতাম তাহলে আমাদের খুব ভালো হত। যাঁরা বিভিন্ন অফিসে কাজ করেন এই চত্বরে তাঁদের সেখান থেকে জিনিসপত্র কিনতে সুবিধা হবে।' অন্যদিকে, কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের লক্ষ্মীনারায়ণ মহিলা সংঘের মাম্পি বর্মন বলেন, এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

> জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্টলটি উদ্বোধন হয়ে যাবে। সৃষ্টিশ্রী স্টল চালু হলে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি, ব্লক প্রশাসনের অফিসের আশপাশে অনেক অফিস রয়েছে, সেক্ষেত্রে লোকের যাতায়াত হবে। এতে এই স্টলের প্রচারও হয়ে যাবে।
>
> **নীতীশ তামাং**
> বিডিও, দিনহাটা-২

সীমান্তে ফ্ল্যাগ মিটিং

হিলি, ২৯ ডিসেম্বর : হিলির ডুমরন সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবির বিবাদ নিষ্পত্তি করতে ফ্ল্যাগ মিটিং হল। সোমবার দুপুরে দুই দেশের শূন্যরেখায় বিএসএফের ১২৩ ব্যাটালিয়নের আধিকারিক ও জয়পুরহাটের ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আধিকারিকেরা শান্তি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি শান্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। রবিবার সকালে হিলি থানার ডুমরন গ্রামের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়।

আট দফা দাবি

দিনহাটা, ২৯ ডিসেম্বর : আট দফা দাবিতে সোমবার দিনহাটা স্টেশনমাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দিয়েছে কোচবিহার-দিনহাটা রেলযাত্রী মঞ্চ। দিনহাটা থেকে লোকাল ট্রেনটিকে পুনরায় চালু করা, বামনহাট স্টেশন এবং কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে দিনহাটার জন্য টিকিটের কোটা বৃদ্ধি করা, অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে।

রবি-পার্থকে

প্রথম পাতার পর

পূর্ণ মর্যাদা সহকারে এই আস্থার সম্মান রাখব।' উদয়নের প্রতিক্রিয়া, 'দলের রাজ্য নেতৃত্ব এটা ঠিক করেছে। তারা নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করেই করেছে। এই নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।' বহুবার ফোন করা হলেও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বহু কোন্দল হয়েছে। সম্প্রতি কোচবিহারে সাগরদিঘির পাড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানো নিয়ে রবি ও মন্ত্রী উদয়ন গুহর কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করে তার মীমাংসা করেন। রবীন্দ্রনাথকে ডেকে কথা বলতে তিনি উদয়নকে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, দলের নির্দেশ অমান্য করে রবীন্দ্রনাথ পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ ছাড়েননি। এবারে রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর ওপর মমতা আস্থা রাখায়, তাঁর যে এই তরফে ভরসা অটুটু রয়েছে তা তিনি পরিষ্কার করেছেন বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

পার্থপ্রতিম বললেন, 'দল এখন আমাদেরকে কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমরা সেই কাজ ১০০ শতাংশ পালন করব।'

ঠান্ডায় জবুথবু

প্রথম পাতার পর

ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অঙ্কুর সিংহ রায়ের কথায়, 'বিশেষ করে রাতেরবেলায় চালকরা যাতে ঠান্ডা ও কুয়াশাতেও সচেতনভাবে যানবাহন চালান সেজন্য আমাদের নজরদারি চলছে। বহু জায়গাতেই চালকদের আমরা গরম জল, চা দিচ্ছি।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্র সূত্রে খবর, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আপাতত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তুরে হাওয়ার কারণেই তাপমাত্রার এই পতন। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা নিয়ে আশ্বাস দিতে পারেনি হাওয়া অফিস।

রেলের বিরুদ্ধে ফের মাঠে বিরাট

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলি ভক্তদের জন্য সুখবর।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে আরও একটা ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিং কোহলি। প্রাথমিকভাবে দুইটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। খেলেওছেন। দেড় দশক পর বিজয় হাজারেতে খেলতে নেমে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ১৩১ রানের স্পেশাল ইনিংস উপহার দেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে ৭৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস।

দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) তরফে সোমবার বিরাটের তৃতীয় ম্যাচ খেলার কথা জানানো হয়েছে। ডিডিসিএ-র সভাপতি রোহন জেটলি বলেছেন, ‘বিরাট তৃতীয় ম্যাচ খেলার জন্য সম্মতি জানিয়েছে। ওকে পরের ম্যাচে পাওয়া যাবে।’ অর্থাৎ, ৬ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু রেলওয়েজের বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন কোহলি।

বিজয় হাজারেতে প্রত্যাবর্তনের জোড়া ম্যাচে রানের পাশাপাশি একাধিক নজির গড়েছেন বিরাট। ‘লিস্ট এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৬ হাজার রান করেন। ৩৩০তম ইনিংসে ১৬ হাজারে পা রেখে পিছনে ফেলেন শচীন তেন্ডুলকারকে (৩৯১ ইনিংস)। ১১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু। বিজয় হাজারের তৃতীয় ম্যাচ খেলেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিরাট।

এদিকে, এদিন হওয়া বিজয় হাজারের ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি বিশ্রাম নিলেও মুম্বই, দিল্লি নিজ নিজ ম্যাচে জিতেছে। কারিগর অধিনায়ক শার্দূল ঠাকুর (১৩/৪)। শার্দূলের পেস-সুইংয়ে ১৪২ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিপক্ষ। ৯ জন ব্যাটারই দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ। জবাবে ১ উইকেট খুইয়ে জয় তুলে নেয় মুম্বই। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ৬৮ ও সিদেশ লাড ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

দাপুটে জয় পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ধ্রুব জুরেলের ১০১ বলে অপরাজিত ১৬০ রানের ইনিংসের

বিজয় হাজারেতে জুরেলের ১৬০

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩২০/৭ স্কোরের চ্যালেঞ্জের মুখে দিল্লিকে উতরে দেন প্রিয়াংশ আর্য (৪৫ বলে ৭৮), তেজস্বী সিং দাহিয়া (৫৩), হর্ষ ত্যাগীরা (৪৯)। ঋষভ পন্থ (২২) বড় রান না পেলেও চাপের মুখে ২৯ বলে অপরাজিত ৩৪ করে ম্যাচের সেরা নভদীপ সাইনি (৩ উইকেটও নেন)।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে লো স্কোরিং ম্যাচে মুম্বইয়ের জয়ের দৌলতে ৩৬৯/৭ স্কোর তোলে তারা। অধিনায়ক রিঙ্কু সিং করেন ৬৩। জবাবে অধিনায়ক ক্রুনাল পান্ডিয়া (৮২), শাশ্বত রাওয়াতরা (৬০) চেষ্টা চালালেও ৩১৫ রানে আটকে যায় বরোদা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝাড়খণ্ডের দাপটও অব্যাহত। পুদুচেরিকে ১৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। ঝাড়খণ্ডের জয়ের কারিগর কুমার কুশাগ্রা (১০১), অনুকূল রায় (অপরাজিত ৯৮)।

৬ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আবার দেখা যাবে বিরাট কোহলিকে।

মেলবোর্নের পিচ ‘অসন্তোষজনক’

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্ট মাত্র দুইদিনে শেষ হওয়ার মাশুল গুনল ঐতিহাসিক মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। আইসিসি ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো অ্যাসেজের এই পিচকে ‘অসন্তোষজনক’ আখ্যা দিয়েছেন। ফলে আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী

একনজরে

শাস্তি : ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট
রেকর্ড : ২ দিনে পতন ৩৬ উইকেট
ক্ষতি : প্রায় ১০ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার
কারণ : পিচে ১০ মিমি ঘাস রাখা

ভেন্যু হিসেবে ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট জুটল এমসিজি-র কপালে।

ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পিচে ব্যাট ও বলের লড়াইয়ে ভারসাম্য ছিল না এবং বোলাররা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়েছেন। মাত্র ১৪২ ওভারে খেলার ফয়সালা হয়। প্রথম দিনে ২০টি এবং দ্বিতীয় দিনে ১৬টি উইকেট পড়ে, যেখানে কোনও ব্যাটার অর্ধশতরানও করতে পারেননি। কিউরেটর ম্যাট পেজ তীব্র গরমে পিচ ফেটে যাওয়ার ভয়ে ১০ মিলিমিটার ঘাস রেখেছিলেন, যা শেষপর্যন্ত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

টানা তিন বছর ‘ভেরি গুড’ রেটিং পাওয়ার পর এই অবনমনে হতাশ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সিএ-র ক্রিকেট প্রধান জেমস অলসপ তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিটধারী দর্শকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। দুইদিনে ম্যাচ শেষ হওয়ায় প্রায় ১০ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার ক্ষতির মুখে বোর্ড। সিএ সিইও টড গ্রিনবার্গ পিচ তৈরিতে বোর্ডের হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেও, অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড কিউরেটরের স্বাধীনতাই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, এমন ভুল অনিচ্ছাকৃত, এর জন্য কিউরেটরকে ভয় দেখানো ঠিক নয়।

জ্যাক ক্রলির মতো দুই দলের ব্যাটাররাই মেলবোর্নে বলের বাউন্স সামলাতে সমস্যায় পড়েছেন।

নেটে বিধ্বংসী মেজাজে স্পিনারদের ছক্কা হাঁকালেন অভিষেক শর্মা।

নেটে ৪৫ ছক্কা অভিষেকের

জয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর : টি২০ ক্রিকেটে তিনি এখন বিশ্বসেরা। আইসিসি ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা অভিষেক শর্মা এবার ওয়ান ডে ফরম্যাটে নিজের জায়গা পাকা করতে মরিয়া। আর সেই লক্ষ্যেই বিজয় হাজারে ট্রফির প্রস্তুতিতে নেটে যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন পাঞ্জাবের এই বাঁহাতি ওপেনার, তা রীতিমতো চর্চার বিষয়।

রবিবার পাঞ্জাবের অনুশীলনে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাট করেন অভিষেক। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পিনিং ট্র্যাকে স্পিনারদের বিরুদ্ধে বেছে বেছে বড় শট খেলার প্র্যাকটিস করেন তিনি এবং এই স্বল্প সময়েই হাঁকান প্রায় ৪৫টি ছক্কা! কেবল গায়ের জোর নয়, গেম রিডিংয়েও মুনশিয়ানা দেখান অভিষেক। সতীর্থ বোলার গৌরব চৌধুরীকে ‘ফিল্ড কেয়া হ্যায়?’ জিজ্ঞেস করে কাল্পনিক ফিল্ডিং অনুযায়ী শট খেলেন তিনি। ব্যাট হাতে ঝড়ের পাশাপাশি প্রায় ৪০ মিনিট নেটে বাঁহাতি স্পিন বলও করেন। সোমবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য বড় রান পাননি অভিষেক। ২৬ বলে ৩০ রান করে আউট হন পাঞ্জাব অধিনায়ক। ভারতীয় ওয়ান ডে দলে জায়গা পাওয়া তাঁর জন্য সহজ হবে না। রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের ওপেনিং জুটি সেট, আর সম্প্রতি গিলের চোটের সুযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে নিজের দাবি আরও জোরালো করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে বিশ্রামে বুমরাহ-হার্দিক?

অন্যদিকে, আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে সম্ভবত বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে। ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত হবে, তাই তার আগে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজেই এই দুই অভিজ্ঞ তারকাকে পূর্ণশক্তিতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হার্দিক চলতি বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর আর ওয়ান ডে খেলেননি এবং বুমরাহ ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে ৫০ ওভারের ফরম্যাটের বাইরে। হার্দিক অবশ্য বরোদার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির শেষ দুটি লিগ ম্যাচে মাঠে নামতে পারেন।

এদিকে, চোট সারিয়ে শ্রেয়স আইয়ার মুম্বই দলে ফিরবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আগামী ৪ বা ৫ জানুয়ারি দল ঘোষণা হতে পারে। ওয়ান ডে সিরিজের ম্যাচগুলি হবে ভদোদরা, রাজকোট এবং ইন্দোরে।

শুভমান বিরাট নয় : পানেসর

রনজিতে কোচিং করাও, ‘খোঁচা’ গম্ভীরকে!

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : সাদা বলে ঠিকঠাক, কিন্তু লাল বলে কোচিং এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেননি। ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্টে বাড়তে থাকা ব্যর্থতার বহরে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে গৌতম গম্ভীরকে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও টেস্ট দলের জন্য নতুন কোচের সন্ধানে।

কোচ গম্ভীরের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে এহেন টানাপোড়েনের মাঝেই খোঁচা মন্টি পানেসরের। গম্ভীরকে লাল বলের কোচিংয়ের পাঠ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন এই স্পিনারের মতে, রনজি ট্রফিতে কোচিং করুক গম্ভীর। টেস্ট দল পরিচালনায় সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে ভারতীয় দলের হেডকোচের।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত পানেসর বলেছেন, ‘রনজিতে কোচিং করালে উপকৃতই হবে গম্ভীর। রনজিতে যাঁরা কোচিং করাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা উচিত। তাহলে কীভাবে লাল বলের ক্রিকেটে দল তৈরি করতে হয়, সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে। ভারতীয় টেস্ট দলের দায়িত্ব সামলাতে যা সাহায্য করবে।’

পানেসর আরও বলেছেন, ‘সাদা বলের ক্রিকেটে গম্ভীর যথেষ্ট দক্ষ কোচ এবং সফল। তবে টেস্টে এই মুহূর্তে দুর্বল দেখাচ্ছে ভারতকে। ক্রিকেটাররা প্রস্তুত নয়। বাস্তবটা অস্বীকার করা মুশকিল। তিনজন বড় তারকা (বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন) একসঙ্গে অবসর নিয়েছে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বাকিদের রাতারাতি প্রস্তুত করা সহজ নয়। নতুন করে দল গড়ে তুলতে ধৈর্য প্রয়োজন। তাই রনজিতে কোচিং করালে লাল বলের ক্রিকেটে কীভাবে দল তৈরি করতে হয়, বুঝতে সুবিধা হবে গম্ভীরের।’

গম্ভীরের প্রশিক্ষণে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড (৩-০), দক্ষিণ আফ্রিকার (২-০) হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারতীয় টেস্ট দল। হেরেছে অস্ট্রেলিয়া সফরেও। ব্যর্থতার মধ্যে সাফল্য বলতে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ২-২ করে আসা। ফলাফল ছাপিয়ে সমালোচনার মুখে গম্ভীরের টিম কম্বিনেশন, টেস্ট স্ট্র্যাটেজি। পানেসর কার্যত তির্যক মন্তব্যে সেই বিতর্কই উসকে দিয়েছেন।

শুভমান গিলকে ‘অল ফরম্যাট প্লেয়ার’ তৈরির ভাবনারও বিরোধী পানেসর। তাঁর মতে, বিরাট কোহলি নয় শুভমান। মাঠে নেমে যে তাগিদ নিয়ে খেলে বিরাট, তা শুভমানের মধ্যে দেখা যায় না। ‘অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার শুভমান। কিন্তু শুরুর দিকে অলস শট খেলে। বিরাট প্রতিটি ফরম্যাটেই তাগিদ, এনার্জি নিয়ে খেলে। সেই আগুনটা নেই গিলের মধ্যে। বিরাটের মতো ফিটও নয়। তার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হচ্ছে শুভমানের ওপর। ও কোনওভাবে তিন ফরম্যাট প্লেয়ার নয়, তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক তো নয়ই,’ স্পষ্ট দাবি পানেসরের।

লাল বলের ক্রিকেটে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্নের মুখে গৌতম গম্ভীর।

জয়ের হ্যাটট্রিক করাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : টানা দুই ম্যাচ জিতে মহিলাদের জাতীয় লিগ আইডব্লিউএলে দুরন্ত সূচনা করেছে ইস্টবেঙ্গল।

মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। তিনি বলেছেন, ‘সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে তিনজন বিদেশির পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ভারতীয় ফুটবলার রয়েছে। তার ওপর গত ম্যাচে হারলেও ওদের রক্ষণভাগ দারুণ ফুটবল খেলেছে। মঙ্গলবার ওদের রক্ষণ ভেঙে গোল তুলে নেওয়াটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে।’ মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলকে চিন্তায় রাখবে ফুটবলারদের ক্লান্তি। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়া একটানা খেলে চলেছেন তাঁরা। তবে ক্লান্তি কাটিয়ে আপাতত জয়ের হ্যাটট্রিকেই নজর লাল-হলুদ শিবিরের। এদিকে আইডব্লিউএলের অপর ম্যাচে বাংলার আরেক দল শ্রীভূমি এফসি খেলবে সেতু এফসি-র বিরুদ্ধে।

আফ্রিকান কাপে ড্র-যুদ্ধ

মারাকেশ, ২৯ ডিসেম্বর : আফ্রিকান নেশনস কাপে দুই হেভিওয়েটের লড়াই শেষ হল সমতায়। রবিবার আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল ক্যামেরুন। ম্যাচের ৫১ মিনিটে আমাদ ডিয়ালো গোল করে আইভরি কোস্টকে এগিয়ে দিলেও, মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে জুনিয়ার চামাদেউর গোলে সমতা ফেরায় ক্যামেরুন। এই ফলাফলের জেরে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘এফ’-এর শীর্ষে দুই দলই। তবে কপাল পুড়ল গ্যাবনের, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল তারা।

টেস্ট খেলার যোগ্য ওয়েদারল্ড : হেড

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : অ্যাসেজ সিরিজে ব্যাট হাতে সময়টা ভালো যাচ্ছে না অজি ওপেনার জেক ওয়েদারল্ডের। চার টেস্টে তাঁর গড় মাত্র ২০.৮৫। স্কোরবোর্ডে তাঁর রান যথাক্রমে ০, ২৩, ৭২, অপরাজিত ১৭, ১৮, ১, ১০ এবং ৫। উইকেটে সেট হয়েও বারবার বড় রান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। তবে এই কঠিন সময়ে সতীর্থের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন ট্রাভিস হেড।

হেড মনে করেন রান না পেলেও ওয়েদারল্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য উপযুক্ত। সাতটি ইনিংসে ওয়েদারল্ডের সঙ্গে ব্যাট করা হেডের মন্তব্য, ‘আমি মনে করি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মতো যথেষ্ট দক্ষতা ওর আছে। প্রথম চার টেস্টে ও নিজের প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছে।’ হেড আরও মনে করিয়ে দেন, সব সময় পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। তাঁর কথায়, ‘আমাদের প্রজন্মের সেরা ব্যাটাররাও কেরিয়ারের শুরুতে চাপে ছিলেন। শুরুটা কঠিন হতেই পারে, কিন্তু ওয়েদারল্ডের যা খেলা, তাতে ও টেস্টের জন্য একদম সঠিক।’ কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করলেও বড় রান না আসাটাই এখন ওয়েদারল্ডের একমাত্র কাঁটা।

ইন্দোনেশিয়ায় সন্তান-সহ মৃত ভ্যালেন্সিয়া কোচ

জাকার্তা, ২৯ ডিসেম্বর : স্প্যানিশ ফুটবলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ইন্দোনেশিয়ায় ছুটি কাটাতে গিয়ে মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে প্রাণ হারালেন ভ্যালেন্সিয়া সিএফ-এর মহিলা দলের (রিজার্ভ টিম) কোচ ফার্নান্দো মার্টিন। হৃদয়বিদারক ঘটনা হল, বাবার সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে তাঁর তিন নাবালক সন্তানেরও।

ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র কোমোডো ন্যাশনাল পার্কের কাছে। জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে একটি ট্যুরিস্ট বোটে করে কোমোডো থেকে পাদার আইল্যান্ডে যাচ্ছিলেন ৪৪ বছর বয়সি মার্টিন। মাঝসমুদ্রে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় এবং উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নৌকাটি ডুবে যায়। উদ্ধারকারী দল মার্টিনের স্ত্রী আন্দ্রেয়া এবং এক মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও, মার্টিন এবং তাঁর বাকি তিন সন্তানকে (যাদের বয়স ১২, ১০ ও ৯) বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

শনিবার ভ্যালেন্সিয়া ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করা হয়। রিয়াল মাদ্রিদ সহ লা লিগার একাধিক ক্লাব এই ঘটনায় শোকবার্তা পাঠিয়েছে। ফুটবলের ময়দানে যিনি তরুণ প্রতিভাদের দিশা দেখাতেন, প্রকৃতির রোষে সেই কোচের এমন মর্মান্তিক প্রয়াণে স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব।

প্রাক-মরশুমে মেসি বনাম ইকুয়েডরের বার্সেলোনা

মায়ামি, ২৯ ডিসেম্বর : ২০২৬ সালের মেজর লিগ সকার মরশুমের প্রস্তুতিতে কোমর বাঁধছে ইন্টার মায়ামি। সম্প্রতি ক্লাব তাদের প্রাক-মরশুম সূচি ঘোষণা করেছে, যেখানে লিওনেল মেসিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সেরা ক্লাব বার্সেলোনা এসসি।

নামের মিল থাকলেও এটি মেসির পুরোনো স্প্যানিশ ক্লাব নয়, বরং ইকুয়েডরের ঐতিহ্যবাহী দল। আগামী ২৪ জানুয়ারি মায়ামির চেস স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও মায়ামি তাদের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লরেঞ্জো এবং উরুগুয়ের ক্লাব পেনিয়ারোলের।

গত মরশুমের সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ী মায়ামির লক্ষ্য এবার এমএলএস কাপ। সেই লক্ষ্যেই লুইস সুয়ারেজ, সের্জিও বুসকেটসদের নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান পাওয়ার হাউসদের বিরুদ্ধে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাইছেন কোচ টাটা মার্টিনো। প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ বার্সেলোনা না হলেও, ইকুয়েডরের ‘বার্সেলোনা’র বিরুদ্ধে মেসির জাদুকরি বাঁ পায়ের কারিকুরি দেখতে মুখিয়ে ফুটবল বিশ্ব।

জিতল বাগান, সেরা নন্দন

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ যুব লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করে আদিত্য মণ্ডল। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছে মোহনবাগান গোলরক্ষক জলপাইগুড়ির ছেলে নন্দন রায়। আপাতত ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে সবুজ-মেরুন।

৮ উইকেট নিয়ে সোনম ইয়েশে।

টি২০-তে ৮ উইকেট!

গেলিফু, ২৯ ডিসেম্বর : টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভুটানের সোনম ইয়েশে। প্রথম বোলার হিসেবে টি২০ ম্যাচে এক ইনিংসে ৮ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন ২২ বছর বয়সি এই বাঁহাতি স্পিনার। শুক্রবার মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান খরচ করে ৮ উইকেট তুলে নেন তিনি। মায়ানমার মাত্র ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় এবং ৮২ রানে জয় পায় ভুটান। এর আগে বিশ্বরেকর্ড ছিল ৭ উইকেটের।

সাতাশের অ্যাসেজেও খেলবেন স্টার্ক, বিশ্বাস কোচের

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : চলতি অ্যাসেজে প্রথম চার ম্যাচে আগুন ঝরিয়েছেন। ঝোলায় ২৬টি উইকেট। প্যাট কামিন্স (১টি ম্যাচ খেলেছেন), জোশ হ্যাজেলউডদের অভাব বুঝতে দেননি। কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্বাস, ২০২৭ পরবর্তী অ্যাসেজেও বাইশ গজে মিচেল স্টার্কের ‘আগুন’ বজায় থাকবে। পরের অ্যাসেজে স্টার্কের বয়স সাঁইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশ ছুঁইছুঁই হবে। যদিও অজি হেডকোচের দাবি, বয়স বাধা হবে না স্টার্কের।

ম্যাকডোনাল্ডের ভবিষ্যদ্বাণী যদি মিলে যায় রে লিন্ডওয়ালের প্রায় সাত দশকের পুরোনো নজির ভাঙার হাতছানি থাকবে স্টার্কের সামনে। ১৯৬০-এ ভারতের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে টেস্টের সময় লিন্ডওয়ালের বয়স ছিল ৩৮। পরবর্তী প্রায় সাত দশকে আর কোনও অজি ফাস্টবোলারের সেই কৃতিত্ব নেই। বর্তমান হেডকোচের ধারণা, স্টার্ক অবশেষে যে নজির স্পর্শ করতে চলেছেন। ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘অনেকে হয়তো বলবেন, বর্তমানে অজি ফাস্টবোলারদের পক্ষে এই নজির গড়া কার্যত অসম্ভব। কিন্তু আমার প্রশ্ন মিচেল স্টার্কের পক্ষে কি সম্ভব নয়?’

বিশ্বকাপ দলে হয়তো কামিন্সরা

ক্রিকেটারদের ফিট রাখার ক্ষেত্রে মেডিকেল টিমকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ট্রাভিস হেডদের ‘হেডস্যর’ বলেছেন, ‘আমাদের মেডিকেল টিম, প্লেয়ার, কোচরা মিলিতভাবে দারুণ কাজ করছে। সিরিজের গুরুত্ব অনুযায়ী স্টার্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলতি অ্যাসেজে পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামবে সিডনিতে। নিশ্চিতভাবে একজন পেসারের জন্য যা কৃতিত্বের।’

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজে দায়িত্ব সামলে প্রশংসিত মিচেল স্টার্ক।

টি২০ বিশ্বকাপের ভাবনায় অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর। দলের দুই তারকা পেসার প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডকে সম্ভবত মেগা আসরে পাওয়া যাবে। বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘বি’-তে শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে, ওমানের সঙ্গে রয়েছে অজিরা। টিম সূত্রের খবর, অনিশ্চয়তার মেঘ না কাটলেও কামিন্সকে রেখেই সম্ভবত ১৫ জনের বিশ্বকাপ দল গড়তে চলেছে নির্বাচন কমিটি।

চোট সারিয়ে অ্যাসেজে তৃতীয় টেস্টে ফিরেছিলেন কামিন্স। কিন্তু ফের চোটে মাঠের বাইরে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপের আগে সপ্তাহ পাঁচেক হাতে রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্টের বিশ্বাস, তার আগে পিঠের চোট কাটিয়ে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন কামিন্স। হ্যাজেলউডও প্রায় নিশ্চিত টি২০ বিশ্বকাপে।

> আমাদের মেডিকেল টিম, প্লেয়ার, কোচরা মিলিতভাবে দারুণ কাজ করছে। সিরিজের গুরুত্ব অনুযায়ী স্টার্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলতি অ্যাসেজে পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামবে সিডনিতে। নিশ্চিতভাবে একজন পেসারের জন্য যা কৃতিত্বের।
> –অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড

কোচ ম্যাকডোনাল্ডের চোখ আপাতত সিডনি টেস্টের প্রথম একাদশে। টড মার্ফি, বিউ ওয়েবস্টারদের প্রথম একাদশে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মেলবোর্নে হারলেও সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জয় ইতিমধ্যেই নিশ্চিত। ফলে সুযোগ রিজার্ভ বেঞ্চকে ঝালিয়ে নেওয়ার। ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, দল নির্বাচন ‘স্বস্তিদায়ক’ মাথাব্যথা। ক্রিকেটপ্রেমীরা দল নিয়ে আলোচনা করবে। বিতর্ক হবে। তবে ওয়েবস্টারের মতো প্লেয়ারদের দেখে নেওয়াও জরুরি।

এদিকে, ইংল্যান্ডের জন্য খারাপ খবর। মেলবোর্নের দুইদিনের বহু চর্চিত টেস্টে জয়ের খুশির মধ্যে জল ঢেলেছে গাস অ্যাটকিনসনের চোট। মেলবোর্ন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের বোলিংয়ের সময় অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। স্ক্যান রিপোর্টে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ধরা পড়েছে। যার ধাক্কায় ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু ‘নিউ ইয়ার টেস্টে’ অ্যাটকিনসনকে পাচ্ছেন না বেন স্টোকসরা।

ভাঙলেন মুকেশ, জেতালেন অভিষেক

চণ্ডীগড়-৩১৯ (৪৮.২ ওভারে)
বাংলা-৩২০/৪ (৪৭.৪ ওভারে)

রাজকোট, ২৯ ডিসেম্বর : রাজকোটে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন বাংলার।

বরোদার বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ব্যাটিং ভরাডুবির খেসারত দিতে হয়েছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলকে। সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সেই ভুলত্রুটি শুধরে স্বমেজাজে বাংলা। পাঁচ শিকারে প্রতিপক্ষের স্কোরকে নাগালের মধ্যে আটকে রাখেন মুকেশ কুমার। মুকেশের যে প্রয়াস ব্যর্থ হতে দেননি ব্যাটাররাও।

৩২০ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে তিন নম্বর ম্যাচে ৬ উইকেটে চণ্ডীগড়কে হারিয়ে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দ্বিতীয় জয় তুলে নিল বাংলা। ওপেন করতে নেমে ৮৪ বলের ইনিংসে ১০৬ রানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জয়ের রাস্তা মসৃণ করেন অভিষেক পোড়েল। একডজন বাউন্ডারি ও দুটি বিশাল ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দেন দুই দলের মধ্যে।

অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে (২৫) নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ৮৮ রান যোগ করেন অভিষেক। সুদীপকুমার ঘরামি (১৭) রান না পেলেও অনুষ্টুপ মজুমদার-অভিষেকের হাফ সেঞ্চুরি জুটি বাংলাকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। অভিষেকের শতকীয় ইনিংসে যখন ইতি পড়ে বাংলা ১৮৬/৩ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছে। অভিষেক ফেরার পর অনুষ্টুপ (৬৩) ও শাহবাজ আহমেদ (৬১ বলে অপরাজিত ৭৬) জুটি জয় নিশ্চিত করে দেয়। চতুর্থ উইকেটে জুটিতে ৯২ রান যোগ করেন দুইজনে। শাহবাজের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ম্যাচে ইতি টেনে দেন সুমন্ত গুপ্ত (২২)।

এর আগে টসে জিতে রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। যদিও অধিনায়ক মনন ভোরার ১২২ রানের কাঁধে চড়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের চাপ বাড়াচ্ছিল চণ্ডীগড়। টপ অর্ডারে মোটামুটি বাকিরাও কমবেশি রান পাওয়ায় ইনিংসের গতি ভালোই ছিল। সন্যাম সাইনি ৬৩ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন।

একসময় চণ্ডীগড়ের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ২৩৫। এখান থেকেই ডেথ ওভারে ম্যাচের সেরা মুকেশ কুমারের (৫৯/৫) দুরন্ত স্পেলে বাংলার প্রত্যাঘাত, ঘুরে দাঁড়ানো। একসময় যে স্কোরটা সাড়ে তিনশো মনে হচ্ছে, মুকেশের পাঁচ শিকারে তা ৩১৯-এ থমকে যায়। মহম্মদ সামি ৩টি এবং শাহবাজ ২টি উইকেট নেন।

আজকের চণ্ডীগড়-বধে তিন ম্যাচে জোড়া জয়ে ৮ পয়েন্টে পৌঁছে গেল বাংলা। যার সুবাদে গ্রুপ 'বি'-তে পাঁচ নম্বরে ঈশ্বরণরা। বাকি ম্যাচগুলিতে যে বিজয়রথ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। লক্ষ্যপূরণে টিমগেম, দলগত সংহতিতে জোর দিচ্ছেন। তিন ম্যাচে ১২ পয়েন্টে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর বাংলার পরের ম্যাচ দ্বিতীয় স্থানে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মুকেশ কুমার। রাজকোটে সোমবার।

অলরাউন্ড শোয়ে নতজানু চণ্ডীগড়

বাংলাকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মুকেশ কুমার।

এবার এএফসির অনুমোদন চাইবে ফুটবল ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : ক্লাব প্রতিনিধিরা লিগ করার বাজেট প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল। এদিন সেই বাজেট আলোচনাই শুরু করলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের গড়া কমিটির তিন সদস্য এবং সহ-মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন।

কলকাতার তিন প্রধান ছাড়া অন্যান্য কিছু ক্লাবের সঙ্গে এদিনই আলোচনা

বাজেট নিয়ে আলোচনা ক্লাবগুলির সঙ্গে

হয় তাঁদের। জানা গেল, মঙ্গলবারের মধ্যেই সব ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কমিটির সদস্যরা। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবারই হয়তো বাজেট রিপোর্ট তৈরি করে তাঁরা জমা দিয়ে দেবেন। এরপরেই এএফসির কাছে বাজেট এবং কতগুলি দল খেলতে আগ্রহী সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে, এই মরশুমকে বিশেষ ধরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন তাদের প্রতিযোগিতায় খেলার অনুমতি দিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহেই হয়তো লিগের ঘোষণা করা হতে পারে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে। আপাতত কলকাতা ও গোয়া, দুইটি ভেন্যু ধরেই বাজেট করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় শহরের তিন প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া আছে ইস্টার কাশী, জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। বাকি দলগুলি খেলবে গোয়ায়। এদিন সম্ভবত এই সব সম্পর্কই জানাতে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে দেখা করেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। যদিও এই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। এখন দেখার শেষপর্যন্ত ফেডারেশনের তৈরি করা বাজেটে ক্লাবগুলি সায় দেয় কিনা। যা পরিস্থিতি তাতে এফএসডিএলের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া বেশকিছু ক্লাব রাজি লিগ খেলতে রাজি হয় কিনা, সেটাও দেখার।

এদিকে, এসবের মাঝে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের কর্মীদের ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে এফএসডিএল কর্তাদের আইএসএল নিয়ে এক দফা কথাবার্তা হয়েছে। আগামী ৫ জানুয়ারি দেশের শীর্ষ আদালতের সামনে রিপোর্ট পেশ করবে ক্রীড়ামন্ত্রক। তারপরেই হয়তো চিত্রটা পরিষ্কার হবে। যদিও মোটামুটিভাবে যা জানা যাচ্ছে তাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ বা শেষ সপ্তাহের আগে লিগ শুরু হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এফএসডিএল নাকি আত্মবিশ্বাসী, ওই সময়ে শুরু হলেও লিগ শেষ করতে তাদের কোনও সমস্যা হবে না। ফলে সকলেই প্রায় আশাবাদী, লিগ এবার হবেই। তবে কবে থেকে এবং ফরম্যাট কী হবে, তা নিয়েই রয়েছে ধোঁয়াশা।

পয়েন্ট নষ্ট রয়্যাল সিটির

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি-র জয়ের রথ থামিয়ে দিল এফসি মেদিনীপুর। সোমবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রবি হাঁসদারা গোলশূন্য ড্র করেছে মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে। আপাতত এই ম্যাচের পর ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে রয়্যাল সিটি এফসি। সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসিও ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় রয়্যাল সিটি এফসি লিগশীর্ষে রয়েছে।

মঙ্গলবার টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে ফের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নামছে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। তাদের সামনে এখনও পর্যন্ত লিগে অপরাজিত থাকা সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। যারা ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে।

বেঙ্গল সুপার লিগে মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হবে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড ও সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। সোমবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের সহকারী কোচ সুলে মুসা ও সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

ক্যারাটে ক্যাম্পে ট্রেকিং

চালসা, ২৯ ডিসেম্বর : চালসায় ২৭ ডিসেম্বর থেকে চলছে জাতীয় আশিহারা ক্যারাটে ডু গাসুকু উইন্টার ক্যাম্প। সোমবার সকালে ক্যাম্পের অঙ্গ হিসেবে অংশগ্রহণকারী পাঁচশোরও বেশি ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় ৫ কিমি হেঁটে ট্রেকিং করা হয়। এদিন চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ থেকে ফ্ল্যাগ অফ করে ট্রেকিং শুরু হয়ে শেষ হয় মহাবাড়ি ফুটবল ময়দানে। ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ড, অসম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহারের খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছে। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে দীপক ভুজেল বলেছেন, 'ক্যারাটের শীতকালীন শিবিরের অঙ্গ হিসেবে এদিন ট্রেকিং করানো হয়।'

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
পঞ্চম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : তিরুবনন্তপুরম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

জয়ী জেডিএস

বারবিশা, ২৯ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জেডিএস একাদশ ৩২ রানে হারিয়েছে রিভেঞ্জার মালবাজারকে। প্রথমে জেডিএস ১৯ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা আরকে ৩১ রান করেন। সন্তোষ রায় ২২ রান নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে রিভেঞ্জার ১৯.৪ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। অনির্বাণ দাসের অবদান ৪৩ রান। গেম চেঞ্জার আয়ান খান ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। মঙ্গলবার সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে কাটিহারের সনু একাদশ ও শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ।

জিতল ২০১৭-'১৯

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সোমবার ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৫৭ রানে হারিয়েছে ২০২০-'২১ ব্যাচকে। ২০১৭-'১৯ প্রথমে ৯.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। হিরন্ময় রায় মাঝি ৩০ রান করেন। জয়দেব রায় ডাকুয়া ও বিক্রম বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট। ২০২০-'২১ জবাবে ৮.৩ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। বিক্রম বর্মন ৪৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা অমিতেশ রায় ডাকুয়ার শিকার ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা অমিতেশ রায় ডাকুয়া। ছবি : প্রতাপকুমার ঝাঁ

জয়ী থানা একাদশ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এক প্রীতি ক্রিকেটে সোমবার ঘোকসাডাঙ্গা থানা একাদশ ৭৩ রানে হারিয়েছে শিক্ষক একাদশকে। থানা একাদশ প্রথমে ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ তোলে। জবাবে শিক্ষক একাদশ ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রানে থামে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাস ৬১ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

শতরান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দীপায়ন দাস (বাঁয়ে) ও সঞ্জিত পাল। ছবি : তাপস মালাকার

সঞ্জিত, দীপায়নের শতরান

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সোমবার ২০২৩ ফিয়ারলেস ফ্যালকনস ৮ উইকেটে ২০২২ রাইজিং স্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইজিং ৮.৫ ওভারে ৯৯ রান করে। জবাবে ফ্যালকনস ৬.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৫৮ রান করে ম্যাচের সেরা দীপ মালাকার। দ্বিতীয় ম্যাচে ২০১৭ স্করপিয়ন্স ৪৯ রানে জিতেছে ২০২১ ফিনিক্স রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে। প্রথমে স্করপিয়ন্স ৩ উইকেটে ১৬৪ রান করে। জবাবে ফিনিক্স ৯ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে যায়। স্করপিয়ন্সের সঞ্জিত পাল অপরাজিত ১০১ রান করে ম্যাচের সেরা হন। দিনের শেষ ম্যাচে ২০১২ হান্টার্স ৯ উইকেটে ২০১৬ স্কাই রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইডার্স ৪ উইকেটে ১৮৪ রান করে। জবাবে হান্টার্স ৯.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দীপায়ন দাস অপরাজিত ১১৮ রান করেন।

অভিযাত্রীর জয়

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের নীলংকর সরকার ও অনুপ মজুমদার ট্রফি নকআউট ক্রিকেটে সোমবার অভিযাত্রী ক্লাব ৭ উইকেটে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। নেতাজির মাঠে নব যুবক ২১.৪ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। বাবুন বসাক ২০ রান করেন। প্রদ্যুন্য সরকার ১৭ ও সায়ন সাহা ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে অভিযাত্রী ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রদ্যুন্য ২৮ রান করেন। শুভজিৎ দাস ২৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রদ্যুন্য সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ট্রায়ালে সুযোগ পেল ৪

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধার ৪ কিশোর সুযোগ পেল ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের ট্রায়ালে। রবিবার দেশবন্ধু নগর জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া এই সংস্থার ট্রায়ালে চ্যাংরাবান্ধা এসএস স্পোর্টস কোচিং সেন্টারের ৪ শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন, তুহিন ইসলাম, সোয়েল হোসেন, মহম্মদ নুরনবী সেখানে সুযোগ পেয়েছে।

ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সেন (বাঁয়ে) ও শুভদীপ রায়। ছবি : রাহুল দেব

জয়ী প্রতিবাদ, রূপাহার

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে সোমবার কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব ১০০ রানে জিতেছে কাঞ্চনপল্লি জাগৃতি সংঘের বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রতিবাদ প্রথমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। টুটুন রায় করেন ৫০ রান। অরিজিৎ চন্দ ৩৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে জাগৃতি ১৮.২ ওভারে ৭৮ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা শুভদীপ রায় ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করে পাপাই দাসও (২৫/৪)।

পরে রূপাহার যুব সংঘ ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত সেবক সমাজকে। প্রথমে ভারত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান করে। আনোয়ার মহম্মদ ২৯ রান করেন। অভিজিৎ সেন ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রূপাহার ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সেন ৫৭ রান করেন। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে নেতাজি পাঠাগার-হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাব এবং রয়্যাল যুব সংঘ-কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব।

সফলদের পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন পরিতোষ ওরাওঁ। ছবি : শতাব্দী সাহা

সেরা পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিত্তিক খেলায় সেরা হওয়ার পর এবার মেখলিগঞ্জ চক্রস্তরের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়। সোমবার চ্যাংরাবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মেখলিগঞ্জ চক্রস্তরের খেলায় তারা ৬টি প্রথম পুরস্কার, ৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার এবং ২টি তৃতীয় পুরস্কার জেতে। এছাড়া মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের খেলা হেলাপাকড়ি মোড় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। দুই স্তরের প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমাস্তরের ক্রীড়া ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেখলিগঞ্জ ধবল সতী মৃগীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

হৃষীকেশের ৬৩

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে সোমবার সিকিম জয়সওয়াল ব্রাদার্স ৭ উইকেটে বিহারের শেখপুরা ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে জিতে শেখপুরা ১৯.৫ ওভারে ১৬৪ রানে অল আউট হয়। শিবম অশ্বিনী কুমার ৪৩ রান করেন। বিজয় শর্মা ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জয়সওয়াল ১৪.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হৃষীকেশ তিওয়ারি ৬৩ রান করেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে হৃষীকেশ তিওয়ারি। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল টাইটান

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : কোচবিহার-১ ব্লকের পেটভাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে দ্বাদশ টাইটান ২০১২-'১৩ ব্যাচ ৫ উইকেটে হারিয়েছে রয়্যাল ওয়ারিয়র্স ২০১৮-'২০ ব্যাচকে। রয়্যাল প্রথমে ৪ উইকেটে ৭৯ রান করে। জবাবে টাইটান ৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হন গৌরাঙ্গ সরকার।

ম্যাচের সেরা হয়ে গৌরাঙ্গ পাল। ছবি : তাপস মালাকার

মইনুলের ৪ শিকার

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল রিইউনিয়ন কাপ ক্রিকেটে সোমবার ২০১৮ ব্যাচ ১০ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৯ ব্যাচকে। ২০০৯ প্রথমে ৯ ওভারে ৫৬ রানে অল আউট হয়। মইনুল হক ১০ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। উৎসব পালের অবদান ৪২ রান।

পরে ২০০৫ ব্যাচ ৯ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৪ ব্যাচকে। ২০১৪ প্রথমে ১২১ রান তোলে। বিশ্বজিৎ বর্মন ৬৮ রান করেন। ২০০৫ জবাবে ১ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আবু রায়হান ৪৫ রান করেন। তৃতীয় ম্যাচে ২০১১ ব্যাচ ৮ উইকেটে জয় পেয়েছে ২০২০ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০২০ প্রথমে ৫১ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা সৌরভ রায়হান ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২০১১ জবাবে ৮ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দিনের শেষ ম্যাচে ২০২৩ ব্যাচ ৪ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৬ ব্যাচকে। ২০০৬ প্রথমে ৬৬ রান করে। ম্যাচের সেরা বিবেকের শিকার ৩ উইকেট। ২০২৩ জবাবে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়।

বাংলা অনূর্ধ্ব-১৪ হকি দলে সুযোগ পাওয়া ৪ খেলোয়াড়। -রাকেশ শা

বাংলা হকি দলে মাথাভাঙ্গার ৫

ঘোকসাডাঙ্গা ও পারডুবি, ২৯ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ২-৭ জানুয়ারি জাতীয় স্কুল গেমসে অনুষ্ঠিত হবে সাব-জুনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের হকি প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় বাংলা স্কুল দলে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ৪ ছাত্রী - সপ্তম শ্রেণির সুস্মিতা বর্মন, রাখি দাস, সন্তোষী দাস ও রাখি বর্মন। পাশাপাশি দলে রয়েছে আঙ্গারকাটা পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মানবী বর্মনও। সুস্মিতার বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। রাখি বর্মনের বাবা রাজমিস্ত্রী। বাকি সকলেই কৃষক পরিবারের মেয়ে। কুশিয়ারবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস জানিয়েছেন, সোমবার ফালাকাটা থেকে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে সুস্মিতারা হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। মঙ্গলবার হাওড়া থেকে তারা গোটা দলের সঙ্গে গোয়ালিয়রে রওনা হবে।

ক্যারাটেতে পদক জিতে সহস্রা গুপ্ত (বাঁয়ে) ও তন্ময় চক্রবর্তী।

পদক সহস্রা, তন্ময়ের

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল অ্যান্ড সিনিয়ার ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক পেল কোচবিহারের দুই ক্যারাটেকা। শনি ও রবিবার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে বিভাগে জোড়া রুপো জিতেছেন সহস্রা গুপ্ত। কাতায় ব্রোঞ্জ পেয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী। সহস্রা-তন্ময়ের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাদের কোচ তথা এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক রাকেশ সরকার।

ফাইনালে মা কালী

শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল মা কালী বক্সালয় বাউদিয়া বাজার। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে শীতলকুচি একাদশকে। টসে হেরে মা কালী ১৫.৩ ওভারে ৯১ রান তোলে। ২৮ রান করেন সোনু শা। চিনি গুজরাও ২০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে শীতলকুচি ১২.১ ওভারে ৮৮ রানে অল আউট হয়। শঙ্কুজিৎ বর্মন ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল নামবে মাথাভাঙ্গা নবজীবন সংঘ এবং ফ্যান্সি মোবাইল বাজার নলগ্রাম।